৫৭ বছরের ঐতিহ্যবাহী সাপ্তাহিক পত্রিকা

আলিপুর বার্তা

কলকাতা ঃ ৫৭ বর্ষ, ৪৪ সংখ্যা, ১ ভাদ্র – ৭ ভাদ্র, ১৪৩০ ঃ ১৯ আগস্ট – ২৫ আগস্ট, ২০২৩

Kolkata : 57 year : Vol No.: 57, Issue No. 44, 19 August - 25 August, 2023

৮ পাতা, মূল্য ৩ টাকা

ফিরে দেখা ৫০

শব্দহীন ইতিহাসের ভাষাকে বাঙ্ময় করে তুলতে সেদিনের শব্দচয়ন ও বানান অবিকৃত রেখে এবার আপনাদের সামনে তুলে ধরব ৫০ বছর আগের কিছু সংবাদ, প্রবন্ধ।

তিনের পাতায়

নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতির সাংস্কৃতিক বিভাগ মাঙ্গলিকী

৭ এর পাতায়

দিনগুলি মোর...

সাত দিন, সাত সকাল। গত সাতটা দিন কোন কোন খবর আমাদের মন রাঙালো। কোন খবরটা এখনও টাটকা। আবার কোনটা একেবারেই মুছে গেল মন থেকে। গত সাতটা দিনের রঙ বেরঙের খবরের ডালি নিয়ে এই বিভাগ। আমাদের সপ্তাহ শুরু শনিবার, শেষ শুক্রবার।

শনিবার : ব্রিটিশ আমলের পুলিশ আইন, ফৌজদারি আইন

পরিবর্তনের দাবী বহুদিনের। কিন্তু ৭৬ বছর ধরে কোনো সরকারই আগ্রহ দেখায়নি। অবশেষে এবার গত বাদল অধিবেশনের শেষ দিনে বিল আনলো সরকার, গেছে স্থায়ী কমিটির কাছে।

রবিবার : বিতর্ক, আইনি দরজা ঘুরে রাষ্ট্রপতির স্বাক্ষরের পর

রাজধানীর আমলাদের নিয়ন্ত্রণের অধিকার পেল কেন্দ্রীয় সরকার। দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী আপ নেতা অরবিন্দ কেজরিয়ালের সঙ্গে এ নিয়ে যে টানাপোড়েন ছিল তা সম্ভবত শেষ হল।

সোমবার : কেন্দ্রীয় অর্থ বরাদ্দকৃত প্রকল্পের টাকা এতদিন

সরাসরি পেত রাজ্য। পাশাপাশি অভিযোগ ছিল ম্যাচিং গ্রান্টের অভাবে পড়ে কাজ না হয়ে পড়ে থাকতো টাকা। এবার থেকে টাকা থাকবে রিজার্ভ ব্যাঙ্কে, যখন প্রয়োজন তুলতে পারবে রাজ্য।।

মঙ্গলবার : আগামী লোকসভা নির্বাচনের মুখে কেন্দ্রীয় সরকারের

বিভিন্ন প্রকল্পে অনিয়মের রিপোর্ট দিয়েছে সিএজি। ৮টি অনিয়মের ৪টি সড়ক মন্ত্রকের বিরুদ্ধে। আয়ুষ্মান ভারতে প্রকল্পেও অর্থ বরাদ্দ নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে সিএজি।

বুধবার : যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র মৃত্যুর পর একশান প্ল্যান

তৈরির কথা বললেন রাজ্যপাল। এই প্ল্যান প্রকাশ্যে আসবে বলেও তিনি জানিয়ে দেন। এছাড়াও বিশ্ববিদ্যালয়ের কোর্টের বৈঠক ডেকেছেন রাজ্যপাল।।

বৃহস্পতিবার : যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে মৃত পড়ুয়াকে মেরে

ফেলার পিছনে ষড়যন্ত্র করার অভিযোগে আরও ৬জনকে গ্রেফতার করল পুলিশ। এই নিয়ে মোট ৯ জনকে ধরা হল। তদন্ত চলছে।

শুক্রবার : টাকা দিয়ে শিক্ষকের চাকরি পাওয়ার তদন্ত করছে

সিবিআই। এবার ভুয়ো নথি দিয়ে শিক্ষক হওয়ার খোঁজখবর নিতে বিশেষ অনুসন্ধান কমিটি গড়ে দিল কলকাতা হাই কোর্ট। তারা রিপোর্ট দেবে আদালতে।।

সবজান্তা খবরওয়ালা

মেধার আড়ালে শয়তানি সাধনা

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

ওঙ্কার মিত্র

শুধু মেধা আর পুঁথিগত কুশলতা যে প্রকৃত মানুষ তৈরি করতে অক্ষম তা আরও একবার প্রমাণ করল যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়। যাদবপুর সেরা, যাদবপুর এগিয়ে– এসব তকমা নিয়েও যাদবপুর দেখালো সেখানে শুধু মেধার চর্চা হয় না, তার আড়ালে সেখানে চলে শয়তানি মন্ত্র সাধনা যা নাকি তৈরি করবে শোষণমুক্তি সংগ্রামের নেতা। এরাই নাকি রক্ত পতাকা হাতে নেতৃত্ব দেবে নিপিড়িত, শোষিত মানুষকে! তাই এরা এদের যথেচ্ছ কার্যকলাপে সমর্থন পায় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের, অধ্যাপকদের। তাই তো সুপার হোস্টেলে ঢুকতে পারেন না, ডিন ভয় পান, রেজিস্টার ঢাকা দেন অপরাধ। কারণ এরা আগামীর লাল মুক্তিদূত, কমরেড। অতীতের তন্ত্রসাধক ডাকাতদের মত এদেরও সাধনার বলি চাই। স্বপ্নদীপরা সেই মুক্তিমাতৃকার নিবেদন যাদের দিয়ে তৈরি হয়েছে শয়তানি সাধনার পঞ্চমুন্ডির আসন যাদবপুরের মেন হোস্টেল। স্বপ্নদীপ সেই আসনের বাইরে এসে পড়েছে, তাই জনসমক্ষে এতো হৈচৈ। এমন কত বলিপ্রদত্তের কান্না হোস্টেলের ভিতরে গুমরে মরেছে, আমরা শুনতেই পাইনি। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ নিশ্চই এই সাধনার অঙ্গ নাহলে তারা খোদ ইউজিসির গাইডলাইনকে উপেক্ষা করতেন না। আর এখন কোনো দায় না নেওয়া অধ্যাপকদের ভাবটা এমন যে, মাইনে পেয়েছেন তাই ভালো রোজগারী ছাত্র, নেতা তৈরি করেছেন কিন্তু মানুষ তৈরি করার দায় তাদের নেই।

স্বপ্নদীপরা সেই মুক্তিমাতৃকার নিবেদন যাদের দিয়ে তৈরি হয়েছে শয়তানি সাধনার পঞ্চমুন্ডির আসন যাদবপুরের মেন হোস্টেল। স্বপ্নদীপ সেই আসনের বাইরে এসে পড়েছে, তাই জনসমক্ষে এতো হৈচৈ।

মারিয়া ম্যানেস বলেছিলেন, একজন বুদ্ধিমান মানুষের লক্ষণ হল যুক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে তাদের আবেগ নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা। ফ্রাঙ্ক হারবার্ট বলেছেন, শিক্ষা বুদ্ধির বিকল্প নয়। নেলসন ম্যান্ডেলা বলেছেন, একটি ভাল মাথা এবং ভাল হৃদয় সর্বদা একটি দুর্দান্ত সংমিশ্রণ। আলবার্ট আইনস্টাইন বলে গেছেন, শিক্ষা হল ঘটনা শেখা নয়, চিন্তা করার জন্য মনকে প্রশিক্ষণ দেওয়া। মার্টিন লুথার কিং জুনিয়র বলেছিলেন, শিক্ষার কাজ হল একজনকে নিবিড়ভাবে চিন্তা করতে এবং সমালোচনামূলকভাবে চিন্তা করতে শেখানো। বুদ্ধিমত্তা এবং চরিত্র এটাই প্রকৃত শিক্ষার লক্ষ্য। সর্বোপরি কে নেতা হবে, সেই প্রসঙ্গে স্বামী বিবেকানন্দ বলেছিলেন, যে শিরদার, সেই সর্দার। অর্থাৎ যে পরের জন্যে 'শিরদার' অর্থাৎ নিজের মাথা কেটে দিতে পারে, সেই সর্দার অর্থাৎ নেতা হতে পারে। সে এই ত্যাগ স্বীকার করবে 'বহুজনহিতায় বহুজনসুখায়'। অর্থাৎ সমষ্টির জন্য ব্যক্তি এই ত্যাগ স্বীকার করবে।

যাদবপুরেও সামনে 'বহুজনহিতায় বহুজনসুখায়', পিছনে লাল নেতাদের থিওরি মেনে জোর করে, মাথা মুড়িয়ে, অত্যাচার করে বিপ্লবী তৈরির শয়তানি সাধনা। স্বামীজী, ঋষি অরবিন্দ এদের আদর্শ নয়। তাই এখানে বহুজনহিতায় নেতা তৈরি হয় না, বিপথগামী সন্ত্রাসী বিপ্লবী তৈরী হয় যাদের আমরা পরিচয় পেয়েছি ১৯৭২ থেকে ১৯৭৭ নকশাল নামে, পরে মাওবাদী নামে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রাবস্থা টগবগে যৌবন। এরাই দিনবদলের কারিগর। আবার ঠিকমত হাল না ধরলে এদেরই বিপথগামী হওয়ার সম্ভাবনা প্রবল। শুধু যাদবপুর নয় ভারতের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে আজ যারা শিক্ষকতা করছেন তাদের বেশিরভাগই হাল ধরবার গুরুমশাই নয়, মাস মাহিনার পক্ষপাতদুষ্ট টিচার। তাই নিজেদের দখল নেওয়ার আকচাআকচি ছেড়ে প্রকৃত গুরুমশাই খোঁজায় মন না দিলে পরিস্থিতি বদলানো মুশকিল।

আইন বিশেষজ্ঞদের মতে, মুখ্যমন্ত্রী যাদবপুরকে আতঙ্কপুর বলে আখ্যা দিলেও র‍্যাগিংএর অভিযোগে গ্রেফতার হওয়াদের আইনি পরিভাষায় শাস্তি দেওয়া খুব সহজ নয়। কারণ র‍্যাগিংয়ের প্রত্যক্ষ প্রমাণ জোগাড় করা দুঃসাধ্য। আমাদের জটিল আইন ব্যবস্থায় জনমানসের আকাঙ্খিত শাস্তির বিধান নিয়ে আসা সুলভ নয়। কিন্তু এইসব শয়তানের কারিগর যারা আজ পর্দার আড়ালে মুখ লুকিয়ে আছে তাদের টেনে বের করে আনটাই আসল কাজ। সে কাজে প্রশাসন কতটা সফল হয় সেটাই এখন দেখার।

ছবি : অরুণ লোধ

চিংড়িপোতা ও হাড়ালে

বাজি ক্লাসটার তৈরিতে তৎপরতা

নিজস্ব প্রতিনিধি : মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশমতো গত ১৮ আগস্ট বজবজ বিধানসভার অন্তর্গত চিংড়িপোতা গ্রাম পঞ্চায়েতের নন্দরামপুর মৌজায় একটি বাজি ক্লাসটার তৈরির জন্য চিহ্নিত হওয়া জমি পরিদর্শনে আসেন দক্ষিণ ২৪ পরগনার জেলাশাসক সুমিত গুপ্তা সঙ্গে ছিলেন ডায়মন্ড হারবার জেলা পুলিশের পুলিশ সুপার রাহুল গোস্বামী, বিধায়ক অশোক দেব ও প্রশাসনের উর্দ্ধতন আধিকারিকরা। মোট ৮.৫ একর জমিতে তৈরি হবে এই বাজি ক্লাস্টারটি। এর মধ্যে ১.৮ একর খাস মহলের জমি। তবে চিহ্নিত হওয়া জমিতে প্রবেশের যে মূল পথ সেটি যথেষ্ট ঘিঞ্জি হওয়ায় এই মুহূর্তে ক্লাস্টার তৈরি হবে না। প্রথম অবস্থায় এই রাস্তাটি চওড়া হওয়ার কাজ হবে পরবর্তী সময়ে ক্লাস্টার তৈরির কাজ শুরু হবে। সুমিত গুপ্তা সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে জানান, এর ফলে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই সমস্ত প্রকার দুর্ঘটনা এড়িয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা প্রবল। বিগত দিনের হয়ে যাওয়া দুর্ঘটনা থেকে শিক্ষা নিয়েই রাজ্য সরকারের এই চিন্তা ভাবনা। এই চিংড়িপোতা গ্রাম পঞ্চায়েতেই ২০ মার্চ বাজি দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয় এক মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী সহ তিনজনের। পরবর্তী সময়ে আবার দুর্ঘটনা হয় ২১ মে সেখানেও মারা যায় তিনজন। আর এর পরেই সরকারি নির্দেশ অনুযায়ী সমস্ত বাজি ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের গ্রেপ্তার করা হতে থাকে। কর্মহীন হয়ে পড়ে বেশ কিছু বাজি ব্যবসার সঙ্গে জড়িত মানুষজন।

এরপর পাঁচের পাতায়

জেলা পরিষদের নতুন সভাধিপতি ও সহকারী সভাধিপতি

বেশ কিছু নদী বাঁধ কংক্রীটের করতে হবে : নীলিমা

কুনাল মালিক

দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা পরিষদের নতুন সভাধিপতি হলেন বাসন্তীর চুনাখালী থেকে নির্বাচিত নীলিমা মিস্ত্রি বিশাল। সহকারী সভাধিপতি হলেন নামখানা থেকে নির্বাচিত শ্রীমন্ত মালী। গত ১৪ আগস্ট ডায়মন্ড হারবার রবীন্দ্রভবনে জেলা পরিষদের সদস্য সদস্যারা শপথ গ্রহণ করলেন সেই সঙ্গে সভাধিপতি ও সহকারী সভাধিপতির নাম ঘোষণা করা হয়। সভায় উপস্থিত ছিলেন সুন্দরবন উন্নয়ন মন্ত্রী বঙ্কিম চন্দ্র হাজরা। নীলিমা মিস্ত্রি বিশাল ২০১৩ সাল থেকে জেলা পরিষদের সদস্যা ছিলেন। শ্রীমন্ত মালি বিগত বোর্ডের উপাধ্যক্ষ পদে ছিলেন। এবারের সভাধিপতি পদে নতুন মুখ তুলে এনে শাসকদল একটা চমক দিল। সেই সঙ্গে সুন্দরবন এলাকাকে বিশেষ গুরুত্ব দিল।

জেলা সভাধিপতি জানান, সুন্দরবন এলাকার নদী বাঁধ একটা জ্বলন্ত সমস্যা, কিছু কিছু জায়গায় কংক্রীটের বাঁধ আছে। বেশ কিছু নদী বাঁধ সংস্কার করতে হবে। মমতা ব্যানার্জী ও অভিষেক ব্যানার্জীর নির্দেশেই তিনি কাজ করবেন। পাশাপাশি সুন্দরবন উন্নয়ন মন্ত্রী ও অন্যান্য সদস্যদের সহযোগিতায় জেলার উন্নয়নে কাজ করবেন।

উত্তর চব্বিশ পরগণাকে রাজ্যের এক নম্বরে উন্নীত করার বার্তা দিলেন নারায়ণ

কল্যাণ রায়চৌধুরী

রাজ্যের পঞ্চায়েত নির্বাচন শেষ হয়েছে প্রায় মাস দেড়েক আগে। কিন্তু উত্তর চব্বিশ পরগণা জেলা পরিষদ গঠন হতে জেলাবাসীকে অপেক্ষা করতে হল ১৬ আগস্ট পর্যন্ত। ফলাফল সামনে আসার পর থেকেই জোর চর্চা চলছিল জেলা সভাধিপতির পদ নিয়ে। অবশেষে সব জল্পনার অবসান ঘটিয়ে উত্তর চব্বিশ পরগণা জেলা সভাধিপতি হলেন অশোক নগরের বিধায়ক তথা শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেসের অন্যতম নেতৃত্ব নারায়ণ গোস্বামী ও সহ সভাধিপতি হলেন রীনা মণ্ডল। এদিন জেলা পরিষদ গঠনকে ঘিরে বারাসতে জেলা পরিষদ ভবনে বসেছিল চাঁদের হাট। রাজ্যের হেভিওয়েট নেতা–মন্ত্রীরা এদিন হাজির হয়েছিলেন এই অনুষ্ঠানে। উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের খাদ্যমন্ত্রী রথীন ঘোষ, দমকলমন্ত্রী সুজিত বসু, কৃষি মন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়, বিধানসভার মুখ্য সচেতক নির্মল ঘোষ, সাংসদ অর্জুন সিং, সেচমন্ত্রী পার্থ ভৌমিক, বনমন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক, বিধায়ক তাপস চট্টোপাধ্যায়, বিধায়ক তাপস রায় সহ অন্যান্য আধিকারিক। এছাড়াও ছিলেন মধ্যমগ্রাম পুরসভার পুর প্রধান নিমাই ঘোষ, বারাসত পুরসভার পুর প্রধান অশনি মুখোপাধ্যায়, উপ পুর প্রধান তাপস দাশগুপ্ত সহ বিজয়ী জেলা পরিষদ সদস্যবৃন্দ।

এদিন উত্তর চব্বিশ পরগণা জেলা সভাধিপতির দায়িত্ব গ্রহণের পর নারায়ণ গোস্বামী বলেন, 'এই জেলায় বাইশটি পঞ্চায়েত সমিতি ও ১৯৯টি গ্রাম পঞ্চায়েত আছে। উল্লেখযোগ্য বিষয় হল, আমাদের জেলার এক এক রকমের বৈশিষ্ঠ্য রয়েছে। দমদম, বারাকপুর মূলতঃ শিল্পাঞ্চল এলাকা। বারাকপুরের শিল্প পরিকাঠামো পরিকল্পনা যেমন, দমদমেরও কিছুটা অংশ, যেমন খড়দহ ব্লক পড়ে আমাদের জেলা পরিষদের মধ্যে। এছাড়া রয়েছে নদীমাতৃক মহকুমা বসিরহাট। যেখানে মানুষ জলে কুমীর আর ডাঙায় বাঘের সঙ্গে লড়াই করে বাঁচে। অন্যদিকে শস্য শ্যামলা মহকুমা বনগাঁ, যাকে বিভূতিভূষণ বন্দোপাধ্যায়ের ও দীনবন্ধু মিত্রের বনগাঁ বলেও অনেকে জানেন। সেই বনগাঁও আছে।

এরপর পাঁচের পাতায়

Alipur Barta: 57 year : Vol No.: 57, Issue No. 44, 19 August - 25 August, 2023

উত্তরের আঙিনায়

ফাঁসিদেওয়া বাজারে দুটি দোকানে চুরি

নিজস্ব সংবাদদাতা, শিলিগুড়ি : পরপর দুটি দোকানে চুরি, চুরির ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়াল ফাঁসিদেওয়া বাজারে। এদিন শনিবার সকালে দোকান খুলতে এসে দোকানদাররা দেখতে পান তাদের দোকানের তালা ভাঙা। এরপর তারা দোকানে ঢুকে দেখতে পান, দোকানের সব কিছু চুরি করে পালিয়েছে চোরের দল। ওই দুটি পান দোকানের নগদ টাকা এছাড়া কোল্ড্রিংস, গুটকা, সিগারেট এবং দোকানে রাখা আরো কিছু জিনিস চুরি করে পালিয়েছে চোরের দল। প্রশ্ন উঠছে ঢিলছোঁড়া দূরত্বই রয়েছে ফাঁসিদেওয়া পুলিশ স্টেশন। আর কিছুটা দূরে বাজারে ডিউটি করেন সিভিক পুলিশরা। তারপরেও কীভাবে বাজারে চুরির ঘটনা ঘটল? কিছুতেই বুঝতে পারছে না দোকানদাররা। চুরির ঘটনায় রীতিমতো বাজার এলাকায় চাঞ্চল্য, আতঙ্কিত স্থানীয় দোকানদাররা। এই ঘটনায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে ফাঁসিদেওয়া থানার পুলিশের কাছে। ঘটনার খবর পাওয়ার পড়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছায় ফাঁসিদেওয়া থানার পুলিশ। বিভিন্ন দোকানের সিসিটিভি ফুটেজ দেখবার পর চুরির ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

কন্যাশ্রী দিবস উদযাপন

নিজস্ব সংবাদদাতা, শিলিগুড়ি : রাজ্য সরকারের কন্যাশ্রী দিবসের দশম বর্ষে। শিলিগুড়ি দীনবন্ধু মঞ্চে কন্যাশ্রী দিবস উদযাপন করা হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন শিলিগুড়ি পুরো নিগমের ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকার ও অন্যান্য আধিকারিকগণ।

শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের ব্যবস্থাপনায় এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। শিলিগুড়ির বাংলা মাধ্যমিক বিভিন্ন স্কুলের ছাত্র–ছাত্রীরা ও শিক্ষক শিক্ষিকারাও উপস্থিত ছিলেন। রঞ্জন সরকার উপস্থিত সকলকে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করেন।

স্বাধীনতা দিবস পালন

সজল দাশগুপ্ত, শিলিগুড়ি : গোটা দেশে স্বাধীনতা দিবস উদযাপিত হচ্ছে। এদিন শিলিগুড়ি পুর নিগমের অন্তর্গত ১৪ নম্বর ওয়ার্ডে তৃণমূল কংগ্রেসের দলীয় কার্যালয়ে জাতীয় পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে স্বাধীনতা দিবস পালিত হয়। ছিলেন ওয়ার্ডের কাউন্সিলর শ্রাবণী দত্ত, সেক্রেটারি বিশ্বময় ঘোষ, প্রেসিডেন্ট কমল কর্মকার সহ আরো অনেকে। জাতীয় পতাকা উত্তোলন করার পর ওয়ার্ডের বিভিন্ন এলাকায় পরিবেশ দিবস উপলক্ষে বৃক্ষরোপণ করা হয়।

সাপ্তাহিক রাশিফল

প্রিয়া জ্যোতিঃশাস্ত্রী

১৯ আগস্ট – ২৫ আগস্ট, ২০২৩

মেষ রাশি : স্বাস্থ্য নিয়ে উদ্বেগের কারণ রয়েছে। অ্যালকোহল জাতীয় দ্রব্য অতিরিক্ত সেবন থেকে বিরত থাকুন। স্বামী–স্ত্রীর যৌথ প্রচেষ্টায় সমস্যার সমাধান। ব্যবসায় শুভ ফল। কর্মক্ষেত্রে বদলির সম্ভাবনা।

প্রতিকার : প্রতিদিন ২৭ বার 'ওঁ ভৌময় নমঃ' জপ করুন।

বৃষ রাশি : শিল্পীসত্ত্বার বিকাশ। ভাই–বোনের সঙ্গে সম্পর্কের উন্নতি, ব্যবসায় সাফল্য এলেও অর্জিত অর্থের ব্যয় বৃদ্ধি। কর্মক্ষেত্রে দায়িত্ববৃদ্ধি ও পদোন্নতির সম্ভাবনা। গুরুজনের স্বাস্থ্যের জন্য ব্যয় বৃদ্ধির সম্ভাবনা। শারীরিক পীড়া বৃদ্ধির সম্ভাবনা। এর দরুণ শয্যাশায়ীও হতে পারেন।

প্রতিকার : প্রতিদিন দুর্গা চালিশা পাঠ করুন।

মিথুন রাশি : স্বজনের সঙ্গে সম্পর্কের উন্নতি। কর্মোন্নতি ও পদোন্নতিতে বাধা। সন্তানকে নিয়ে উদ্বেগের কারণ থাকবে। চাকরি ক্ষেত্রে দক্ষতা সত্ত্বেও সাফল্যে বিলম্ব। তীর্থ ক্ষেত্রে ভ্রমনের সুযোগ। পারিবারিক সমস্যা সমাধানের সম্ভাবনা। সমাজসেবা ও অসহায় মানুষের সাহায্যের জন্য এগিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা।

প্রতিকার : প্রতিদিন 'ওঁ কেতবে নমঃ' জপ করুন।

কর্কট রাশি : কর্মক্ষেত্রে সতর্কতার সঙ্গে কর্ম করার প্রয়োজন নতুবা বিপত্তি ঘটতে পারে। রোগের প্রকোপ বৃদ্ধির সম্ভাবনা। আর্থিক সমৃদ্ধির সম্ভাবনা। বৈষয়িক বিষয়ে সুষ্ঠ সমাধানের পথ প্রশস্ত। দাম্পত্য সম্পর্কের অবনতি। গুপ্ত শত্রু থেকে সাবধান।

প্রতিকার : শনিবার দিন শনি গ্রহের পুজো করুন।

সিংহ রাশি : পারিবারিক ক্ষেত্রে সমস্যা সমাধানের পথ প্রশস্ত হওয়ার সম্ভাবনা। কর্মক্ষেত্রে উন্নতির সুযোগ রয়েছে। চক্ষু জনিত রোগের সমস্যা বৃদ্ধির সম্ভাবনা। সম্পত্তি সংক্রান্ত বিষয় আলাপ আলোচনার মাধ্যমে সমাধান হতে পারে। ভ্রমণের অভিলাষ বৃদ্ধি।

প্রতিকার : প্রতিদিন আদিত্য হৃদয়মের পাঠ করুন।

কন্যা রাশি : অতিরিক্ত পরিশ্রম সত্ত্বেও কর্মক্ষেত্রে সাফল্যে বাধা। অর্জিত অর্থের ব্যয় বৃদ্ধি। রাস্তায় সামধানে চলাফেরা করুন। শারীরিক পীড়া বৃদ্ধি। কর্মক্ষেত্রে মান সম্মান হানির সম্ভাবনা। সাংসারিক অনটন বৃদ্ধি। গুপ্ত শত্রু বৃদ্ধি। ভ্রমণ আপাতত স্থগিত রাখাই শ্রেয়।

প্রতিকার : প্রতিদিন বিষ্ণু সহস্রনাম জপ করুন।

তুলা রাশি : বৈদেশিক দ্রব্য আমদানি–রপ্তানিতে সাফল্যের সম্ভাবনা। সন্তানের পড়াশোনার প্রতি আগ্রহ বৃদ্ধি। কর্মক্ষেত্রে আশানুরূপ ফল পেতে বিলম্ব। সম্পত্তি সংক্রান্ত ব্যাপারে শুভ ফল লাভের সম্ভাবনা। গুরুজনের স্বাস্থ্য নিয়ে উদ্বেগ থাকলেও আরোগ্য লাগের সম্ভাবনা। অর্জিত অর্থ সঞ্চয় করার অভিলাষ।

প্রতিকার : প্রতিদিন শ্রী সূক্তের পাঠ করুন।

বৃশ্চিক রাশি : সৃষ্টিশীল কর্মে শিল্পীসত্তার বিকাশ। কর্মস্থলে সতর্কতার সঙ্গে কাজকর্ম করুন। প্রশাসনিক স্তরে কর্মোন্নতির সম্ভাবনা। উচ্চশিক্ষায় সাফল্যে বাধা। কর্মক্ষেত্রে দূরে যাওয়ার সম্ভাবনা। প্রেমের ক্ষেত্রে হতাশা বৃদ্ধি। প্রেমের ক্ষেত্রে হতাশা বৃদ্ধি। শারীরিক পীড়া বৃদ্ধির সম্ভাবনা।

প্রতিকার : প্রত্যহ ২১ বার 'ও গং গণপতয়ে নম' পাঠ করুন।

ধনু রাশি : সঞ্চিত অর্থের ব্যয় বৃদ্ধি। স্বজনের সঙ্গে সম্পর্কের অবনতি। কর্মক্ষেত্রে পদোন্নতির সম্ভাবনা। চক্ষু জনিত রোগের সমস্যা বৃদ্ধির সম্ভাবনা। সম্পত্তি সংক্রান্ত বিষয় আলাপ আলোচনার মাধ্যমে সমাধান হতে পারে। পারিবারিক সম্পর্কের অবনতি। চাকরি ক্ষেত্রে সমস্ত প্রতিকূলতা কাটিয়ে অগ্রগতি পথ প্রশস্ত। নৃত্য–গীত বা বিনোদন জগতের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের সাফল্য।

প্রতিকার : প্রতিদিন ১১ বার 'ওঁ রাহবে নমঃ' জপ করুন।

মকর রাশি : সন্তানের কর্মকাণ্ড চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়াবে। কর্মক্ষেত্রে প্রতিকূলতা কাটিয়ে উঠবেন। দাম্পত্য সম্পর্কের অবনতি। সাংসারিক খরচা সামাল দিতে নাজেহাল অবস্থা হওয়ার সম্ভাবনা। রোগের প্রকোপ বৃদ্ধি। ব্যবসায় সাফল্যে বাধা এলেও তা কাটিয়ে ওঠার সম্ভাবনা।

প্রতিকার : প্রতিদিন 'ও শিব ও শিবম' ৪১ বার জপ করুন।

কুম্ভ রাশি : স্বাস্থ্যের জন্য অর্থব্যয় বৃদ্ধি। ভ্রমণ আপাতত স্থগিত রাখাই শ্রেয়। অর্জিত অর্থের অতিরিক্ত ব্যয়। অসৎপথে উপার্জনের হাতছানি উপেক্ষা করাই শ্রেয়। চাকরিতে শুভ ফল লাভের সম্ভাবনা। সমাজসেবা মূলক কর্মে উন্নতির সম্ভাবনা। আর্থিক সহায়তা পাওয়ার সম্ভাবনা।

প্রতিকার : শনিবার দিন দিব্যাঙ্গদের সিদ্ধ ভাত দান করুন।

মীন রাশি : স্বজনের আচরণে মনোকষ্ট বৃদ্ধি। সন্তানের আচরণে মানসিক শান্তি ব্যহত হতে পারে। কর্মক্ষেত্রে অনিশ্চয়তা বৃদ্ধির সম্ভাবনা। কর্মক্ষেত্রে দূরে যাওয়ার সম্ভাবনা। প্রেমের ক্ষেত্রে হতাশা বৃদ্ধি। বিপরীত লিঙ্গের থেকে মানহানির সম্ভাবনা। শারীরিক পীড়ায় শয্যাশায়ী হওয়ার সম্ভাবনা।

প্রতিকার : বৃহস্পতিবার বৃদ্ধ ব্রাহ্মণদের দই ভাত দিন।

কাজের খবর

ব্যাঙ্কে ৬০ ম্যানেজমেন্ট ট্রেনি

নিজস্ব সংবাদদাতা : নৈনিতাল ব্যাঙ্ক লিমিটেড 'ম্যানেজমেন্ট ট্রেনি' পদে ৬০ জন লোক নিচ্ছে। মোট অন্তত ৫০% নম্বর পেয়ে যে কোনো শাখার গ্র্যাজুয়েট বা পোস্ট গ্র্যাজুয়েটরা আবেদন করত পারেন। কম্পিউটারে কাজ চালনোর মতো জ্ঞান থাকতে হবে। ব্যাঙ্কিং, ফিনান্সিয়াল প্রতিষ্ঠান বা, এন বি এফ সি ক্ষেত্রে অন্তত ২ বছর কাজ করার অভিজ্ঞতা থাকলে অগ্রাধিকার পাবেন। বয়স হতে হবে ৩০–৬–২০২৩'র হিসাবে ২১ থেকে ৩২ বছরের মধ্যে। তপশিলীরা ৫ বছর বয়সে ছাড় পাবেন। শুরুতে প্রবেশন। মাইনে মাসে ৪০,০০০ টাকা। শূন্যপদ : ৬০টি।

প্রার্থী বাছাই হবে লিখিত পরীক্ষার মাধ্যমে। ২০০ নম্বরের পরীক্ষায় প্রশ্ন হবে এই সব বিষয়ে : (১) টেস্ট অফ ইংলিশ, (২) টেস্ট অফ রিজনিং, (৩) টেস্ট অফ জেনারেল অ্যাওয়ারনেস, (৪) টেস্ট অফ কোয়ান্টিটেটিভ অ্যাপ্টিটিউড, (৫) কম্পিউটার নলেজ। প্রতিটি পার্টে থাকবে ৪০টি প্রশ্ন ও প্রতিটি প্রশ্নে থাকবে ১ নম্বর। সময় থাকলে ১৪৫ মিনিট। প্রতিটি প্রশ্নের ভুল উত্তরের জন্য প্রাপ্ত নম্বর থেকে ০.২৫ নম্বর কাটা যাবে। পরীক্ষা হবে দিল্লি, লখনৌ, মোরাদাবাদ, দেরাদুন, হওদওয়ানি। কল লেটার ওয়েবসাইট থেকে ডাউনলোড করতে পারবেন।

দরখাস্ত করবেন অনলাইনে ২৭ আগস্ট পর্যন্ত। এই ওয়েবসাইটে www.nainitalbank.co.in এজন্য বৈধ একটি ই–মেল আই ডি থাকতে হবে। এছাড়াও পাশপোর্ট মাপের ফটো ও সিগনেচার জে পি ই জি ফর্ম্যাটে স্ক্যান করে করে নেবেন। এছাড়াও নিচের এই প্যারাগ্রাফটি নিজের হাতে লিখে স্ক্যান করে নেবেন 'I .... (Name of the candidate), hereby declare that all the information submitted by me in the application form is correct, true and valid. I will present the supporting documents as and when required.'

প্রথমে ওপরের এই ওয়েবসাইটে গিয়ে যাবতীয় তথ্য দিয়ে সাবমিট করলেই নাম রেজিস্ট্রেশন হয়ে যাবে। এবার পরীক্ষা ফি বাবদ ১,৫০০ টাকা ডেবিট কার্ড, ক্রেডিট কার্ড, ইন্টারনেট ব্যাঙ্কিং, আই এম পি এস ক্যাশ কার্ড বা মোবাইল ওয়ালেটে জমা দেবেন।

এবার ওই ওয়েবসাইটে গিয়ে যাবতীয় তথ্য দিয়ে আর ফটো ও সিগনেচার অ্যাপলোড করে সাবমিট করলেই নাম রেজিস্ট্রেশন হয়ে যাবে। তখন সিস্টেম জেনারেটেড অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম ও ই রিসিপ্ট প্রিন্ট করে নেবেন।

ট্রেনিং দিয়ে নেভিতে চাকরি

নিজস্ব প্রতিনিধি : ট্রেনিং দিয়ে ৩৫ জন এক্সিকিউটিভ নিয়োগ করবে ভারতীয় নৌবাহিনী। ট্রেনিং দেওয়া হবে স্পেশাল ন্যাভাল ওরিয়েন্টেশন কোর্সে। নিয়োগ করা হবে শর্ট সার্ভিস কমিশনে, ইনফর্মেশন টেকনোলজি (এক্সিকিউটিভ ব্রাঞ্চ) এন্ট্রিতে। কেবল অবিবাহিত তরুণ–তরুণীরাই আবেদনের যোগ্য। প্রথমে ২ বছরের প্রবেশন। কোর্স শুরু হবে আগামী বছরের জানুয়ারি মাসে।

শিক্ষাগত যোগ্যতা : কম্পিউটার সায়েন্স, কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং, কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ারিং, ইনফর্মেশন টেকনোলজি, সফটওয়্যার সিস্টেমস, সাইবার সিকিউরিটি, সিস্টেম অ্যাডমিনিস্ট্রেশন অ্যান্ড নেটওয়ার্কিং, কম্পিউটার সিস্টেম অ্যান্ড নেটওয়ার্কিং, ডেটা অ্যানালিটিক্স, আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স– যে কোনও একটি বিষয়ে বিই বা বি টেক বা এম এসসি বা এম টেক। অথবা কম্পিউটার সায়েন্স বা ইনফর্মোন টেকনোলজিতে বি সি এ বা বি এসসি সহ এম বি এ ডিগ্রি। সব ক্ষেত্রেই প্রার্থীকে মোট অন্তত ৬০ শতাংশ নম্বর পেয়ে থাকতে হবে। সেই সঙ্গে মাধ্যমিক বা উচ্চ মাধ্যমিক ইংলিশে ৬০ শতাংশ নম্বর পেয়ে থাকতে হবে। এন সি সি সি সার্টিফিকেটরা নম্বর ৫ শতাংশ ছাড় পাবেন।

জন্মতারিখ : ২–১–১৯৯৯ থেকে ১–৭–২০০৪–এর মধ্যে হতে হবে। প্রার্থী বাছাই করা হবে প্রার্থীদের শিক্ষাগত যোগ্যতার ভিত্তিতে। ন্যাভাল ওরিয়েন্টশন কোর্স পড়ানো হবে এঝিমালার ইন্ডিয়ান ন্যাভাল আকাদেমিতে। তার পর ন্যাভাল শিপ অ্যান্ড ট্রেনিং এস্টাবলিশমেন্টে প্রফেশনাল ট্রেনিং হবে। কোর্স শেষে প্রার্থীদের সাব লেফটেন্যান্ট র‍্যাঙ্কে নিয়োগ করা হবে। অনলাইন আবেদন করতে হবে এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে : www.joinindiannavy.gov.in প্রার্থী চালু ই–মেল আই ডি থাকতে হবে। আবেদনের শেষ তারিখ ২০ আগস্ট।

মনে রাখবেন, অনলাইন আবেদনের সময় প্রার্থীর স্ক্যান করা আপলোড করতে হবে। দরখাস্ত সাবমিটের পর পূরণ করা দরখাস্তের এক কপি সিস্টেম জেনারেটেড প্রিন্ট আউট নিয়ে নেবেন। এটি ইন্টারভিউয়ের সময় প্রয়োজন হবে।

খুঁটিনাটি জানতে দেখুন ওয়েবসাইট।

ডব্লু বি. সি. এস প্রিলি পরীক্ষার ফল বেরোল

কাট অফ নম্বর হয়েছে জেনারেল ও বি সি–এ ক্যাটেগরি প্রার্থীদের

নিজস্ব সংবাদদাতা : দীর্ঘ প্রতিক্ষার পর পশ্চিমবঙ্গ পাবলিক সার্ভিস কমিশনের ডব্লু বি সি এস প্রিলিমিনারি পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হল। ২০২২ সালের ডব্লু বি সি এস প্রিলিমিনারি পরীক্ষা হয়েছিল গত বছর ১৯ জুন।

প্রায় ১৩ মাস পর ১০ আগস্ট প্রিলি পরীক্ষার ফল বেরোল। সফল হয়েছে ৫,৪৯৬ জন প্রার্থী।

এবার কাট অফ নম্বর হয়েছে জেনারেল, ও বি সি–এ ক্যাটেগরি আর ওবি সি–বি ক্যাটেগরির প্রার্থীদের একই অর্থাৎ ১৩০.৩৯ তপশিলি জাতির প্রার্থীদের ১২৪.৪৪, তপশিলী উপজাতির প্রার্থদের ১০৪.৩৭, প্রতিবন্ধী (দৃষ্টিহীন) প্রার্থীদের বেলায় ১০৭.৭৯, প্রতিবন্ধী (বধির) প্রার্থীদের ১০২.১৫, মেধাবী খেলোয়াড় (এম এম পি) প্রার্থীদের ১০৮.৮১।

সফলদের রোল নম্বরের তালিকা পাবেন এই ওয়েবসাইটে www.wbpsc.gov.in সফলদের মেনস পরীক্ষা হবে ২৯ সেপ্টেম্বর, ১ অক্টোবর ও ৩ অক্টোবর। অন্যদিকে, ২০২৩ সালে ডব্ল বি সি এস প্রিলিমিনারি পরীক্ষা হবে ৫ নভেম্বর।

এছাড়া ২০২১ সালের অডিট অ্যান্ড অ্যাকাউন্টস সার্ভিস প্রিলিমিনারি পরীক্ষার ফলও বেরিয়েছে।

সফল ৩০৮ জন প্রার্থীর মেনস পরীক্ষা হবে ৬ অক্টোবর ও ৯ অক্টোবর থেকে ১৩ অক্টোবর। এবার কাট অফ নম্বর হয়েছে জেনারেল, ও বি সি–এ ক্যাটেগরি প্রার্থীদের ১০৪.৭৭, তপশিলী জাতির প্রার্থীদের ৮৯.১০, তপশিলী উপজাতির প্রার্থীদের ৭৮.২০। পরীক্ষা সংক্রান্ত আরো বিস্তারিত জানতে পাবে ওই ওয়েবসাইটে।

কোল ফিল্ডে ১,১৯১ অ্যাপ্রেন্টিস

নিজস্ব সংবাদদাতা : ওয়েস্টার্ন কোল ফিল্ড লিমিটেড অ্যাপ্রেন্টিস হিসাবে ৮৭৫ জন লোক নিচ্ছে। মাধ্যমিক পাশের পর আই টি আই থেকে কম্পিউটার অপারেটর অ্যান্ড প্রোগ্রামিং অ্যাসিস্ট্যান্ট, ফিটার, ইলেক্ট্রিশিয়ান, ওয়েল্ডার, সার্ভেয়র, মেকানিক (ডিজেল), ওয়্যারম্যান, ড্রাফটসম্যান (সিভিল), পাম্প অপারেটর কাম মেকানিক, টার্নার, মেশিনিস্ট ট্রেডের সার্টিফিকেট কোর্স পাশরা সংশ্লিষ্ট ট্রেডের জন্য আবেদন করতে পারেন। শূন্যপদ : কম্পিউটার অপারেট অ্যান্ড প্রোগ্রামিং অ্যাসিস্ট্যান্ট– ২২৪টি, ফিটার ২২২টি, ইলেক্ট্রিশিয়ান ২২৫টি, ওয়েল্ডার ৫২টি, সার্ভেয়ার ৯টি, মেকানিক (ডিজেল) ৪২টি, ওয়্যারম্যান ১৯টি, ড্রাফটসম্যান (সিভিল) ৮টি। পাম্প অপারেটর কাম মেকানিক ৬টি, টার্নার ৩টি, মেশিনিস্ট ৫টি। মাধ্যমিক পাশরা 'সিকিউরিটি গার্ড'এর জন্য আবেদন করতে পারেন শূন্যপদ : ৬০টি।

ওপরের সব ট্রেডের বেলায় হতে হবে ১৬–৯–২০২৩'এর হিসাবে ১৮ থেকে ২৫ বছরের মধ্যে। তপশিলীরা ৫ বছর, ও বি সি রা ৩ বছর বয়সে ছাড় পাবেন।

ট্রেনিংয়ের সময় স্টাইপেন্ড পাবেন ১ বছরের আই টি আই পাশদের বেলায় মাসে ৭,০০০ টাকা, ২ বছরের আই টি আই পাশদের বেলায় ৮,০৫০ টাকা, ফ্রেশারদের বেলায় ৬,০০০ টাকা।

অ্যাপ্রেন্টিস ট্রেনিং নেওয়া হবে এইসব এলাকার জন্য। বল্লারপুর, চন্দ্রপুর, ওয়ানি নর্থ, ওয়ানি, মাজরি, আমরের, নাগপুর, স্কিল ডেভেলপমেন্ট সেন্টার, নাগপুর, পেঞ্চ, কানহান, পাঠাখেরা।

প্রথমে এইসব এলাকার প্রার্থীদের থেকে ট্রেনিংয়ে নেওয়া হবে। তারপর অন্যান্য রাজ্যের প্রার্থীদের থেকে নেওয়া হবে। এই পদের বিজ্ঞপ্তি নং : WCL/HRD/Noti./Trade Appr/2023-24/49, Dated : 07.08.2023.

প্রার্থী বাছাই হবে মাধ্যমিক ও আই টি আই কোর্সে পাওয়া নম্বর দেখে।আগ্রহী প্রার্থীদের প্রথমে নাম নথিভুক্ত করতে হবে এই ওয়েবসাইটে : www.apprenticeshipindia.org এরপর দরখাস্ত করবেন অনলাইনে, ১ সেপ্টেম্বর থেকে ১৬ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত। এই ওয়েবসাইটে : www.westerncoal.in এজন্য বৈধ একটি ই–মেল আই ডি থাকতে হবে। এছাড়াও পাশপোর্ট মাপের ফটো, সিগনেচার স্ক্যান করে নেবেন। এবার ওই ওয়েবসাইটে গিয়ে যাবতীয় তথ্য দিয়ে সাবমিট করলেই নাম রেজিস্ট্রেশন হয়ে যাবে। তারপর সিস্টেম জেনারেটেড অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম প্রিন্ট করে নেবেন। আরো বিস্তারিত তথ্য পাবেন ওই ওয়েবসাইটে।

শব্দবার্তা ২৬০

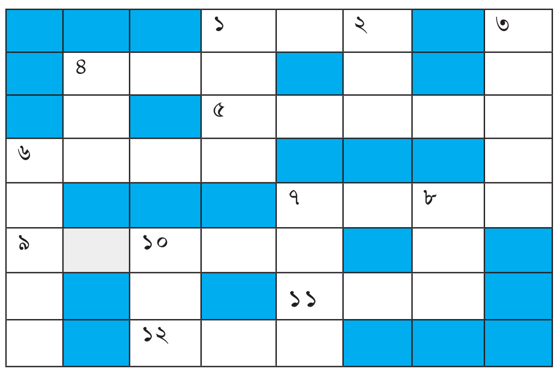

শুভজ্যোতি রায়

পাশাপাশি

১। প্রচুর ৪। অনুনয়–বিনয় ৫। ব্লাবজজ ৬। বিচারসভা, আদালত ৭। কাঁচা আমের সরু ও পাতলা টুকরো, আমশি ৯। ধার্মিক ১১। ছুতোরের অস্ত্র বিশেষ ১২। প্যাঁচ।

উপর–নীচ

১। হাতের এক বালা ২। চোর, অপহারক ৩। পদ্মবহুল জলাশয় ৪। সূর্য, তপন ৬। তিব্বতি বৌদ্ধদের সর্বোচ্চ নেতা ৭। আবার, পুনরায় ৮। লাগানি ভাঙানি ১০। জাল।

সমাধান : ২৫৯

পাশাপাশি : ১। পারাপার ৪। জনমেজয় ৫। দশ বিশ ৭। অনুরথ ৯। বরাত জোর ১০। তথাগত।

উপর–নীচ : ১। পারিষদ ২। রজনীশ ৩। খোঁজখবর ৬। শবেররাত ৭। অনুরত ৮। থতমত।

বিজ্ঞপ্তি

সভা, সাহিত্যসভা, সেমিনার, বই প্রকাশ, সিডি প্রকাশের জন্য আপনাদের অপেক্ষায়
হিন্দ্ সংঘ
যোগাযোগ
৮৫৮২৯৫৭৩৭০

বিজ্ঞপ্তি

কম খরচে পাত্র–পাত্রী, কর্মখালি, টেন্ডার নোটিশ সহ ক্লাসিফায়েড বিজ্ঞাপন দিতে যোগাযোগ করুন আলিপুর বার্তা দফতরে। ই–মেলেও বিজ্ঞাপন পাঠাতে পারেন।

কর্মখালি

দক্ষিণ ২৪ পরগনার বিষ্ণুপুরের সামালি এলাকায় সমাজ কল্যাণ দফতর অনুমোদিত আবাসিক হোমে ছেলেদের দেখাশোনা করার জন্য একজন মাঝ বয়সী লেখাপড়া জানা অভিজ্ঞ সর্বক্ষণের পুরুষ কেয়ার টেকার প্রয়োজন। সত্বর যোগাযোগ করুন এই নম্বরে : ৮০১৩৫২৩০৯৫/ ৯৮৩০২৮৪৯৯২

শরীর নিয়ে নানা কথা

কিডনি স্টোন

ডা: মানস কুমার সিনহা

কিডনিতে পাথরের সমস্যায় ভুগছেন এমন মানুষের সংখ্যা ক্রমাগত বেড়ে চলেছে। তাই কিডনি সম্বন্ধে কিছু তথ্য জেনে নেওয়া যাক।

কিডনি কোথায় অবস্থিত : কিডনি আমাদের পেটের ভিতরে পিঠের দিকে মেরুদন্ডের দুই দিকে অবস্থিত কিডনির আকৃতি অনেকটা সিমের বীজের মতো দেখতে।

কিডনির কাজ কি : কিডনি আমাদের শরীরের বর্জ্য পদার্থকে নিষ্ক্রমণের কাজ করে থাকে। কিডনিতে অবস্থিত নেফ্রন ফিল্টার পদ্ধতিতে আমাদের শরীরের জন্য প্রযোজনীয় পদার্থ গুলিকে রেখে অপ্রযোজেনীয় পদার্থ বর্জন করে প্রস্রাবের মাধ্যমে। এর সাহায্যে রক্তের পরিশোধন করা সম্ভব হয়। কিডনি আমাদের শরীরের বিভিন্ন ইলেকট্রোলাইটের ভারসাম্য এবং রক্তচাপও নিয়ন্ত্রণ করে বিভিন্ন হরমোন যেমন অ্যানজিওটেনসিন, অ্যালডোস্টেরন ইত্যাদির নিঃসরণের সাহায্যে। এ ছাড়া এরিথ্রোপয়িটিন নামক হরমোনটিও কিডনি থেকে নিঃসৃত হয় যা লোহিত কণিকা

সৃষ্টিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে।

কিডনির সাহায্যে আমাদের শরীরের সক্রিয় ভিটামিন ডি তৈরি হয় যা আমাদের অস্থিকে শক্ত রাখতে বিশেষ সাহায্য করে। এক কথায় কিডনি আমাদের শরীরের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ।

কিডনিতে পাথর কেন হয় : আমাদের প্রস্রাবের মধ্যে বেশ কিছু লবণ দ্রবীভূত থাকে। সাধারণত প্রস্রাবের দ্রব্য বেশি ঘন হয়ে গেলে তা ক্রিস্টাল বা কেলাস আকৃতির শক্ত পদার্থ বা পাথরে পরিণত হয়। সাধারণত শরীরে জলের মাত্রা কম হয়ে গেলে অর্থাৎ ডিহাইড্রেশনের ফলে কিডনি, মুত্রাশয়, ইউরেটারে বা মুত্রনালিতে পাথর হিসেবে থিতিয়ে পরে যাকে ডাক্তারি পরিভাষায় রেনাল ক্যালকুলাস বলা হয়ে থাকে। পাথরগুলি বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ক্যালসিয়াম অক্সালেট এর দ্বারা গঠিত হয় এছাড়াও ক্যালসিয়ামের বিভিন্ন সল্টের সাহায্যে পাথরগুলি তৈরি হয়ে থাকে। তাছাড়া ইউরিক অ্যাসিড স্টোনও হয়ে থাকে কিডনিতে।

উপসর্গ : সাধারণত ৫ মিলিমিটার বা তার কম সাইজের পাথর প্রস্রাবের সাথে কোন উপসর্গ ছাড়াই বের হয়ে যায়। পাথরের আকার বড় হলে তা কিডনি থেকে মুত্রাশয় অবধি যে কোন স্থানে আটকে যেতে পারি এবং তার ফলে বিভিন্ন উপসর্গ দেখা দিতে পারে।

*পিঠ থেকে তলপেটের দিকে ব্যথা (লয়েন টু গ্রয়েন পেইন)

*ঘন ঘন প্রস্রাব, প্রস্রাবে রক্ত, প্রস্রাব করার সময় যন্ত্রণা, প্রস্রাব আটকে যাওয়া

*বমি বমি ভাব

*অনেক সময় সংক্রমণের জন্য কাঁপুনি দিয়ে জ্বর আসতে পারে।

ডায়াগনোসিস : এক্সরে এবং আল্ট্রাসাউন্ড এর সাহায্যে রোগ নির্ণয় করা সম্ভব হয়ে থাকে।

চিকিৎসা : প্রচুর পরিমাণে জলপান। জীবন শৈলীর পরিবর্তন এবং ওবেসিটি নিয়ন্ত্রণ। রেডমিট, চকোলেট ইত্যাদি খাওয়ার উপর নিয়ন্ত্রণ। যে সমস্ত পাথরের আকার বড় অথবা আটকে গিয়ে সমস্যার সৃষ্টি করছে তাদের ক্ষেত্রে মাইক্রোসার্জারী লিথোট্রিপসির মাধ্যমে কম্পনের সাহায্যে পাথর গুড়ো করে দিয়ে বার করে দেওয়া হয়ে থাকে। তবে এর পরেও আবার কিডনিতে পাথর হবার সম্ভাবনা থেকে যায়।

আলিপুর বার্তার সার্কুলেশনের জন্য যোগাযোগ করুন এই নম্বরে
৯৮৭৪০১৭৭১৬

বোমাবাজীর অভিযোগ প্রাক্তন তৃণমূল প্রধানের বিরুদ্ধে, তদন্তে পুলিশ

সুভাষ চন্দ্র দাশ,বাসন্তী : এলাকার কর্তৃত্ব কায়েম করার জন্য ব্যাপক বোমাবাজী করার অভিযোগ উঠল একদা তৃণমূলের প্রাক্তন প্রধান বর্তমানে নির্দল আশ্রিত দীপু সরদার ও তার অনুগামী গৌতম সরদার,পরিক্ষীত সরদার, গোরা সরদার, কাশিনাথ সরদার, শ্রীমন্ত সরদার, বাপী সরদার, নিতাই সরদার, উত্তম মন্ডল সহ দুষ্কৃতিদের বিরুদ্ধে। মঙ্গলবার গভীর রাতে ভয়াবহ বোমাবাজীতে গোটা গ্রাম কেঁপে ওঠে। এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। ঘটনার খবর পেয়ে তদন্ত শুরু করেছে বাসন্তী থানার পুলিশ। এলাকায় চলছে পুলিশি টহল। বাসন্তী থানার অন্তর্গত উত্তর মোকামবেড়িয়া পঞ্চায়েতের হাড়ভাঙ্গী গ্রামের গোলামবারি মিঠাপুকুর পাড়া এলাকার ঘটনা। স্থানীয় ও পুলিশ সুত্রের খবর মঙ্গলবার দুপুরে পাড়াতে একটি ঝামেলা হয়। সেই ঝামেলাকে কেন্দ্র করে এলাকা উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। দীপু সরদারের নেতৃত্বে নির্দল আশ্রিত দুষ্কৃতিরা এক তৃণমূল কর্মীকে বেধড়ক মারধর করে মাথা ফাটিয়ে দেয় বলে অভিযোগ। ঘটনায় গুরুতর জখম হয় হাসেম আলি মোল্লা নামে এক তৃণমূল কর্মী। ঘটনার বিষয়ে বাসন্তী থানায় অভিযোগ দায়ের করেছেন আক্রান্ত ওই তৃণমূল কর্মী। ঘটনার খবর পেয়ে বাসন্তী থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী গিয়ে পরিস্থিতি সামাল দেয়। মঙ্গলবার রাতে আবারও উত্তপ্ত হয়ে ওঠে গোটা এলাকা। গ্রামবাসীদের অভিযোগ,তৃণমূল দলে থেকে ব্যাপক অত্যাচার চালাচ্ছিল দীপু। দল সেটা ভালো চোখে নেয়নি। যার ফলে পঞ্চায়েত নির্বাচনে দল দীপুকে টিকিট দেয়নি। ক্ষমতা ধরে রাখতে দলের বিরুদ্ধে গিয়ে দীপু নির্দল প্রার্থী হিসাবে পঞ্চায়েত নির্বাচনে লড়াই করে হেরে যায়। সন্ত্রাস সৃষ্টি করে পুণরায় ক্ষমতায় ফিরতে চাইছে। আরো অভিযোগ তৃণমূলের প্রাক্তন প্রধান তথা নির্দল আশ্রিত দীপু সরদারের নেতৃত্বে মঙ্গলবার গভীর রাতে এলাকায় বোমাবাজী হয়। ঘটনায় কুহেলি হালদার, প্রবীর সরদার, রামপ্রসাদ সরদারদের বাড়িঘর আক্রান্ত হয়।

এলাকার বর্তমান তৃণমূল পঞ্চায়েত সদস্য বিদেশ ঘরামীর দাবী, দীপু তার দলবল নিয়ে প্রতিনিয়ত এলাকায় সন্ত্রাস চালাচ্ছে,তৃণমূল কর্মীদের বেধড়ক মারধর করছে। পাশাপাশি বোমাবাজী করে লোকজনদের প্রাণ নাশের হুমকি দিচ্ছে। আমরা পুলিশ প্রশাসনকে জানিয়েছি দীপু ও তার দলবলকে গ্রেফতার করে শাস্তি দিক।'

এলাকার গৃহবধু কুহেলি হালদার জানিয়েছেন,আমরা তৃণমূল কংগ্রেসকে ভালোবাসি। সে কারণে তৃণমূলের প্রার্থী বিদেশ ঘরামীকে ভোট দিয়েছিলাম। দীপু সেটা মেনে নিতে পারেনি। এলাকায় বোমাবাজী করে প্রাণনাশের হুমকি দিচ্ছে। ওর উপযুক্ত শাস্তির দাবি জানিয়েছি পুলিশের কাছে।'

অন্যদিকে সমস্ত ঘটনার কথা অস্বীকার করেছেন দীপু সরদার। তিনি বলেন, তৃণমূল কংগ্রেস করতাম। এবার পঞ্চায়েত নির্বাচনে দল টিকিট দেয়নি। দলের নির্দেশ অমান্য করে নির্দল প্রার্থী হয়েছিলাম। হেরেও গিয়েছি। যারা জিতেছে তারাই এলাকায় বোমাবাজী করে সন্ত্রাস চালাচ্ছে। আমার নামে মিথ্যা অপবাদ করছে। তিনি আরো বলেন,মঙ্গলবার রাতে তৃণমূলে দুষ্কৃতিরা এলাকায় বোমাবাজি করে দুরাউন্ড গুলি চালায় আমাকে মেরে ফেলার জন্য। কোনোরকমে বরাত জোরে প্রাণে বেঁচে গিয়েছি। দুষ্কৃতিরা আমায় ও আমার বৌদিকে বেধরক মারধর করে।' ঘটনা প্রসঙ্গে বাসন্তী বিধায়ক শ্যামল মন্ডল জানিয়েছেন, কেউ যদি সন্ত্রাস করে থাকে তাকে শাস্তি পেতে হবে। সে যে রাজনৈতিক দলের হোক না কেন তা সমর্থন যোগ্য নয়।' অন্যদিকে গোটা ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে বাসন্তী থানার পুলিশ। এলাকায় রয়েছে চরম উত্তেজনা।

ফিরে দেখা ৫০

আলিপুর বার্তা গত ১৩ অক্টোবর ২০২২ ৫৬ পেরিয়ে পা দিয়েছে ৫৭ বছরে। নিরবিচ্ছিন্ন এই চলার পথে পাতায় পাতায় ছড়িয়ে রয়েছে অজস্র সংবাদ, প্রবন্ধ, গবেষণা ও সাহিত্য যা প্রকাশনা সমুদ্রের গভীরে থাকা এক একটি রত্ন স্বরূপ। অতীতের নস্টালজিক দর্পণে এই রত্ন আকর বলে যায় ৫০ বছর আগের দিনগুলির নানা কথা। এইসব শব্দহীন ইতিহাসের ভাষাকে বাঙ্ময় করে তুলতে সেদিনের শব্দচয়ন ও বানান অবিকৃত রেখে এবার আপনাদের সামনে তুলে ধরব ৫০ বছর আগের কিছু সংবাদ, প্রবন্ধ। কেমন লাগছে জানালে আপনাদের মতামত উৎসাহিত করবে আমাদের।— সম্পাদক

চোলাই মদের কারবারে বাধা নেই

নিজস্ব সংবাদদাতা

সারা রাজ্য জুড়ে যে জাঁকিয়ে বসেছে তা হ'ল ঘরে তৈরী চোলাই মদ। এতে নেশ জমে ভাল, অথচ সস্তা। তবে প্রাণ রক্ষার গ্যারান্টি নেই। তবুও প্রতিদিন উত্তর–দক্ষিণ, পূর্ব–পশ্চিম সব জায়গা থেকেই বড় বড় ব্লাডারে ভর্ত্তি চোলাই মদ কলকাতা এবং শহরতলী এলাকায় আসছে এবং যত্র তত্র বিক্রি হচ্ছে।

সম্প্রতি বেহালা অঞ্চলে একটি সমীক্ষা চালিয়ে দেখা গেল সাহাপুর ব্যায়াম সমিতির সামনের গলি, পিয়াসী সিনেমার সামনে বাঁশতলা, কৈলাস পণ্ডিত লেনের সামনে সাহাপুর লাইব্রেরির পাশে, বি, এল, সাহা রোডের দুধারে, এক রকম প্রকাশ্যে চোলাই মদের ব্যবসা চলছে। অনুসন্ধানে জানা গেল জনৈক সন্ন্যাসী হ'ল এই ব্যবসার মহাজন আর তার এজেন্ট হ'ল নারায়ণ সিং, পিযুষ ভট্টাচার্য্য প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ, আর ছোট ছোট চায়ের দোকান হ'ল বিক্রয় কেন্দ্র।

স্থানীয় অধিবাসীরা এই দৃশ্য দেখে শুনেও নীরব থাকতে বাধ্য হচ্ছে কারণ এই সব সমাজ বিরোধীরা থানা কর্ত্তৃপক্ষের নাকি পরোক্ষ সমর্থন পাচ্ছে। বুড়োশিব তলার অধিবাসীরা জানালেন– গত ৭২ সনের মার্চ্চ মাসে সাহাপুর শান্তিরক্ষা কমিটি গঠিত হয়েছে কিন্তু আজ পর্য্যন্ত স্থানীয় থানা তাকে অনুমোদন দেন নি। ২৪ পরগণা আবগারী দপ্তরে খবর নিয়ে জানা গেল তাঁরা এই অঞ্চলে অভিযান চালানোর জন্য পুলিশের সহযোগিতা চেয়ে বহু পত্র দিয়েছে কিন্তু সাড়া পাননি। সংবাদে আরও প্রকাশ যেখানে অতর্কিত অভিযান প্রয়োজন সেখানে থানা আগেই জানতে চান কবে, কখন হানা দেওয়া হবে। ফলে সেই অভিযান ব্যর্থ হতে বাধ্য। এই অব্যবস্থার দরুন একদিকে চোলাই মদের কারবারিদের সুযোগ বাড়ছে অন্যদিকে মদ খেয়ে মরছে গরীব শ্রমিক, কৃষকের দল আর সরকারের ক্ষতি হচ্ছে মোটা টাকার রাজস্ব।

৭ম বর্ষ, ২৯শ সংখ্যা, ১৮ই আগস্ট ১৯৭৩, ১লা ভাদ্র, ১৩৮০, শনিবার

বাইকের ধাক্কায় সাইকেল আরোহীর মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিনিধি : বাইকের ধাক্কায় মৃত্যু হলো এক সাইকেল আরোহীর। জখম হলেন তিন বাইক আরোহী। মৃতের নাম অশ্বিনী ঢালি (৬২)। মঙ্গলবার রাতে ঘটনাটি ঘটেছে ক্যানিং থানার অন্তর্গত ক্যানিং বারুইপুর রোডের ধলিরবাটি এলাকায়।

স্থানীয় মানুষজন বেশ কিছুক্ষণ বিক্ষোভ দেখায়। ঘটনার খবর পেয়ে ক্যানিং থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। পুলিশের সাথে ধ্বস্তাধ্বস্তিতে জড়িয়ে পড়ে এলাকার মানুষ। পরে ঘটনাস্থলে বিশাল পুলিশ বাহিনী গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। পাশাপাশি জখম সাইকেল চালক ও তিন বাইক আরোহীকে উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যায় ক্যানিং থানার পুলিশ। তবে শেষ রক্ষা হয়নি। সাইকেল চালক অশ্বিনী ঢালির মৃত্যু হয়। অন্যদিকে জখম তিন বাইক আরোহীর অবস্থা সঙ্কটজনক হওয়ায় চিকিৎসকরা তাদেরকে কলকাতার চিত্তরঞ্জন হাসপাতালে স্থানান্তরিত করেন।

মুখ্যমন্ত্রীর ছবি সরানো নিয়ে রণক্ষেত্র কড়িধ্যা

নিজস্ব প্রতিনিধি : ১১ আগস্ট সিউড়ি ১ নং ব্লকের কড়িধ্যা গ্রামপঞ্চায়েতে নবনির্বাচিত প্রধান বেলা দত্ত এবং উপপ্রধান সঞ্জীব বাগদী সহ বিজেপি সদস্যরা প্রধানের ঘরে থাকা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছবি সরিয়ে ভারত মাতার ছবি রাখতে গেলে বাধা দেয় তৃণমূল। শুরু হয় বচসা। ক্রমে পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে উঠে। ভাটিপাড়ার তৃণমূলকর্মী ওয়াসিম খান সবার সামনে এক বিজেপি কর্মী হুমকি দিয়ে বলে, তুই বাইরে বেরোতে পারবি না। নবনির্বাচিত প্রধান বেলা দত্ত এবং উপপ্রধান সঞ্জীব বাগদী বলেন, প্রধানের ঘরে ভারত মাতার ছবি লাগানোর জন্য পঞ্চায়েতের অফিসারকে বললে তৃনমূল বাধা দেয়। বোমা মারা, গুলি করার হুমকি দিচ্ছে। আমরা থানায় যাবো। পঞ্চায়েতের তৃণমূল সদস্য জয়দীপ মুখ্যাজী বলেন, পঞ্চায়েত রাজ্যের তাই মুখ্যমন্ত্রীর ছবি রাখতে হবে। ওরা মুখ্যমন্ত্রীর ছবি সরাতে গেলে বাধা দিই, বচসা হয়। বিজেপি বুথ সভাপতি প্রেমানন্দ সাহা বলেন, তৃণমূল লোক নিয়ে এসে ঝামেলা করছিল। বোমা মারবে গুলি করবে বলছিল। পঞ্চায়েত সেক্রেটারি মৌমিতা ভাদুড়ী বলেন, প্রথম প্রথম এইরকম হয় তারপর ঠিক হয়ে যায়। ঘটনাস্থলে আসে সিউড়ি থানার পুলিশ। ১০ আগস্ট সিউড়ি ১নং ব্লকের কড়িধ্যা গ্রামপঞ্চায়েতে বোর্ড গঠন করে বিজেপি। প্রধান হন বেলা দত্ত এবং উপপ্রধান সঞ্জীব বাগদী। কড়িধ্যা গ্রামপঞ্চায়েতে সাতেরো আসনের মধ্যে বিজেপি নয় এবং তৃনমূল আট আসনে জয়লাভ করে।

পৌরসভার বাড়ির নাম করে টাকা আদায়

নিজস্ব প্রতিনিধি : পৌরসভা বাড়ি করে দেওয়ার নাম করে ষাট হাজার টাকা নেওয়ার অভিযোগ ঘিরে চাঞ্চল্য সিউড়িতে। সিউড়ি পৌরসভা ৫ নং ওয়ার্ডের বাসিন্দা নূরজাহান বিবি বলেন, পৌরসভার বাড়ি ফের করে দেবো বলে সন্দীপ দাসকে ষাট হাজার টাকা দিয়েছিলাম। ছয়বছর হয়ে গেলো কিন্তু বাড়ি দিতে পারে নি। এখন টাকা ফেরত দিচ্ছে না। সিউড়ি পৌরসভা ১৭ নং ওয়ার্ডের ঘটনা। পৌরসভার ভাইস চেয়ারম্যান বিদ্যাসাগর সাউ বলেন, গরীব মানুষের টাকা নয়ছয় করেছে এটা মানব না। থানাতে এফআইআর করুক। একটা চিটিংবাজ চক্র কাজ করে। অভিযুক্ত সন্দীপ দাস বলেন, কন্ডাক্টারির কাজ করতাম। ঘর করে দেবো বলে নিয়েছিলাম। সন্দীপের বাড়ি সিউড়ি সেহেরাপাড়ায়।

আলিপুর সাব ডিভিশন
পাঁচটি ব্লকে কারা সভাপতি ও সহসভাপতি হলেন

নিজস্ব প্রতিনিধি : দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার আলিপুর সাব ডিভিশনের পাঁচটি ব্লক। ইতিমধ্যেই সব কটি ব্লকের সভাপতি ও সহসভাপতি হলেন কানাইলাল দাস এবং সহ সভাপতি হলেন নিত্যানন্দ বর্মন। বজবজ–২ ব্লকে সভাপতি হয়েছেন সুব্রত ব্যানার্জী (বুচান) এবং সহকারী সভাপতির দায়িত্ব পেয়েছেন রুনা দাস সাঁতরা। বিষ্ণুপুর–১ ব্লকে পুরানো মুখই ফিরে এসেছেন। সভাপতি মলি মণ্ডল গোমস এবং সহকারী সভাপতি হলেন পলাশ কর্মকার। বিষ্ণুপুর–২ ব্লকে নতুন মুখ উঠে এসেছেন। সভাপতি হলেন লিপিকা সামন্ত এবং সহকারী সভাপতি হলেন আব্দুল নইম মিস্ত্রি। ঠাকুরপুকুর–মহেশতলা ব্লকে সভাপতি হলেন স্নিগ্ধা মণ্ডল এবং সহকারী সভাপতি হলেন বিপ্লব মণ্ডল। প্রতিটি ব্লকে কর্মাধ্যক্ষ নির্বাচিত হবে।

গভীর রাতে চোর ধরলেন গৃহবধূ

সুভাষ চন্দ্র দাশ,ক্যানিং : প্রতিদিন এলাকায় চুরির ঘটনা লেগেই ছিল। ধরা পড়ছিলো না চোর বাবাজী। অবশেষে হাতের চুড়ি খুলে সন্তর্পনে দুজন চোরকে পাকড়াও করলো গ্রামেরই এক গৃহবধু। রাতের অন্ধকারে এমন চাঞ্চল্যকর ঘটনা চাউর হতেই এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। পুলিশ দুই চোরকে আটক করেছে। সোমবার গভীর রাতে ঘটনাটি ঘটেছে ক্যানিং থানার অন্তর্গত নিকারীঘাটা পঞ্চায়েতের সাতমুখী বাজার সংলগ্ন পশ্চিম খালপাড় গ্রামে।

স্থানীয় সুত্রে জানা গিয়েছে, প্রায় প্রতিদিনই পশ্চিম খালপাড় গ্রামের গৃহস্থের বাড়ি গুলোতে চুরির ঘটনা ঘটে চলছিল। কোন ভাবেই চোর পাকড়াও করতে পারছিলেন না গ্রামের বাসিন্দার। সোমবার রাত প্রায় ১ টা নাগাদ চন্দ্রাবতী সরদারের বাড়িতে দুই চোর ঢুকে পড়ে। অভিযোগ বাড়ির মধ্যে ঠাকুরঘরের পিতল কাঁসা এবং ঠাকুর ঘরের অন্যান্য জিনিসপত্র হাতিয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। এমন সময় গভীর রাতে ঠুকঠাক শব্দ শুনে চন্দ্রাবতী ধীর পায়ে এগিয়ে যান ঠাকুর ঘরের দিকে। উঁকি দিয়ে দেখেন চোরেদের। নড়াচড়া করতেই তাঁর হাতের চুড়ির আওয়াজ হয়। এক মুহূর্ত দেরী না করে ওই বধু তাঁর হাতের চুড়ি খুলে ফেলে অন্ধকারের মধ্যে দুই চোর কে জাপটে ধরে চিৎকার শুরু করেন। ওই বধু। গভীর রাতের অন্ধকারে গৃহবধুর চিৎকারে পাড়া প্রতিবেশীরা দৌড়ে আসে। তারা দুই চোরকে ধরে উত্তম মধ্যম দেয়। পরে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে দুই চোরকে আটক করে। চন্দ্রাবতীর এমন সাহসিকতাকে কুর্ণিশ জানিয়েছেন গ্রামের মানুষজন।

সিউড়ি পৌরসভার নতুন চেয়ারম্যান

নিজস্ব প্রতিনিধি : ৩১ জুলাই সিউড়ি পৌরসভা চেয়ারম্যান পদ থেকে প্রণব কর ইস্তফা দেওয়ার পর সিউড়ি পৌরসভার নতুন চেয়ারম্যান হন ৯ নং ওয়ার্ডের কাউন্সিলর উজ্জ্বল চট্টোপাধ্যায়। জেলা সমাহার্তার উপস্থিতিতে শপথবাক্য পাঠ করেন। বীরভূম লোকসভাকেন্দ্রের সাংসদ শতাব্দী রায়, রাজ্যের মন্ত্রী চন্দ্রনাথ সিংহ, সিউড়ি বিধানসভাকেন্দ্রের বিধায়ক বিকাশ রায়চৌধুরী। অনুষ্ঠানে ছিলেন না প্রাক্তন চেয়ারম্যান প্রণব কর। নব নিযুক্ত চেয়ারম্যান উজ্জ্বল চট্টোপাধ্যায় বলেন, আমরুট প্রকল্পে জল সমস্যার সমাধান হবে, সেইজন্য অ্যাকাউনট খোলা হয়েছে। হাটজনবাজার উড়ালপুলের কাজ দ্রুত শেষ না হলে একমাসের মধ্যে বৃহত্তর আন্দোলনে নামবো।

কেন্দ্রের বঞ্চনার বিরুদ্ধে ক্যানিংয়ে বিক্ষোভ অবস্থান

নিজস্ব প্রতিনিধি : কেন্দ্রের বঞ্চনার বিরুদ্ধে সরব হয়ে সমগ্র রাজ্য জুড়ে অবস্থান বিক্ষোভে শামিল হয়েছেন তৃণমূল কংগ্রেসের নেতানেত্রীরা। ব্যতিক্রম হয়নি ক্যানিং মহকুমা এলাকাতে। গোসাবা,বাসন্তী,ক্যানিং ১ ও ২ ব্লকের বিভিন্ন এলাকায় বিক্ষোভে শামিল হয়েছেন তৃণমূল কংগ্রেসের নেতানেত্রী থেকে সাধারণ কর্মীরা।রাজ্যের প্রতিটি ব্লকের ন্যায় ক্যানিং বাস ষ্ট্যান্ডে ক্যানিং পশ্চিমের বিধায়ক পরেশ রাম দাসের নেতৃত্বে রবিবার দুপুর ১২টা থেকে বিকেল ৪টে পর্যন্ত এই কর্মসূচি পালন করেছে তৃণমূল।

আবাস যোজনা এবং ১০০ দিনের কাজের প্রকল্পে বাংলাকে বঞ্চনার অভিযোগে মোদী সরকারকে নিশানা করেছে তৃণমূল। পাশাপাশি উঠে এসেছে মণিপুরে বিজেপির সন্ত্রাস ও নারী নির্যাতনের মতো ঘটনা নিয়ে কেন্দ্রের অবস্থানের প্রসঙ্গও।

ক্যানিং বাসস্ট্যান্ডে অবস্থান বিক্ষোভ মঞ্চ থেকে বিধায়ক পরেশ রাম দাস বলেন, দিল্লি থেকে হকের প্রাপ্য টাকা ছিনিয়ে আনতে হবে আমাদের। ওরা হয় আদালতে যায়, না হলে রাজ্যপালের কাছে যায়। বাংলার মানুষের জন্য কিছুই করে না। বাংলাকে ওরা শেষ করে দিতে চায়। তবে তৃণমূল কংগ্রেস সেটা হতে দেবে না। কড়ায় গন্ডায় বুঝে নিতে আমরা (তৃণমূল কংগ্রেস) প্রস্তুত। তাছাড়া অস্বাভাবিকভাবে মূল্য বৃদ্ধি হচ্ছে। সবকা সাথ সবকা বিকাশ' আজ বিজেপির বিকাশ ঘটছে। সাধারণ মানুষ রসাতলে যাচ্ছে। আগামী দিনে মোদিকে গোদিচ্যুত করেই ইন্ডিয়া জোটই বাংলা তথা দেশের অগ্রগতির পথ দেখাবে। সেই দিন শুধু মাত্র সময়ের অপেক্ষা।কারণ সাধারণ মানুষ বিজেপির কর্মকান্ডে বীতশ্রদ্ধ। ক্যানিং বাসস্ট্যান্ডে বিক্ষোভ মঞ্চে বিধায়কের পাশাপাশি উপস্থিত ছিলেন প্রাক্তন জেলাপরিষদ সদস্য তপন সাহা,সুশীল সরদার, প্রাক্তন পঞ্চায়েত প্রধান উত্তম দাস,ক্যানিং ১ ব্লক তৃণমূল যুব সভাপতি অরিত্র বসু সহ একাধিক নেতৃত্ব।

সাগরে বিরোধী শূন্য বোর্ড গড়ল তৃণমূল কংগ্রেস

কুনাল মালিক : সম্প্রতি সাগর পঞ্চায়েত সমিতি বোর্ড গঠন হল। ২৫টি আসনেই তৃণমূল কংগ্রেস জয় লাভ করেছে। বিরোধী শূন্য বোর্ডের সভাপতি হলেন সাবিনা বিবি এবং সহ সভাপতি হলেন স্বপন প্রধান। রুদ্রনগরে শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সুন্দরবন উন্নয়ন মন্ত্রী বঙ্কিমচন্দ্র হাজরা। শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানের পর জনগণের পক্ষ থেকে সভাপতি ও সহকারী সভাপতিকে সংবর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। সহ সভাপতি স্বপন প্রধান জানান, সাগরদ্বীপের উন্নয়ন করাই আমাদের মূল লক্ষ্য। সর্বদা মানুষের সাথে মানুষের পাশে থাকতে চাই। নদীবাঁধ ও পানীয় জলের সমস্যার দ্রুত সমাধান আমরা করব। মমতা ব্যানার্জী, অভিষেক ব্যানার্জীর নির্দেশে এবং সুন্দরবন উন্নয়ন মন্ত্রী তথা সাগরের নব রূপকার বঙ্কিম হাজরার পরামর্শে কাজ করব।

ডেঙ্গু মরশুমে রক্ত সংকট মোচনে এগিয়ে এল নতুন ভোর

জায়েত মিস্ত্রি : বারুইপুর স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা নতুন ভোরের উদ্যোগে গত রবিবার রক্তদান শিবির ও প্রাক্তন ফুটবলারদের সংবর্ধনা জ্ঞাপন করেন সংস্থার সম্পাদক সজল মিত্র। রক্তদান উৎসবে উপস্থিত ছিলেন বারুইপুর পশ্চিমের বিধায়ক তথা পশ্চিমবঙ্গের অধ্যক্ষ বিমান ব্যানার্জি সহ ইস্টবেঙ্গলের প্রাক্তন তিন তারকা ফুটবলার ভাস্কর গাঙ্গুলি, মিকাশ মাঝি ও মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য। বারুইপুর মহিলা থানার আইসি কাকলি ঘোষ, বারুইপুর পৌরসভার পৌর প্রশাসক শক্তি রায় চৌধুরী সহ ওয়ার্ডের কাউন্সিলর ও বিশিষ্ট ব্যাক্তিবর্গ। সজল বাবু বলেন, এই সময় বিভিন্ন ব্লাড ব্যাংকে রক্ত সংকট চলছে, রুগীরা রক্ত পাচ্ছে না। আমরা সেই সব অসহায় মানুষের কথা ভেবে এই রক্তদান শিবির আয়োজন করেছি। আমরা ভেবেছিলাম ১৭০ জন হবে, কিন্তু যারা লাইনে দাঁড়িয়ে থাকা মহিলা পুরুষ মিলিয়ে ২২০ পার হয়ে গিয়েছে। মানুষের ভালোবাসায় শ্রীবৃদ্ধি ঘটেছে নতুন ভোরের । পশ্চিমবঙ্গের অধ্যক্ষ বিমান ব্যানার্জি বলেন, আমি অনেক রক্ত দান দেখেছি কিন্তু নতুন ভোরের মতো এতো বড়ো রক্তদান আমার চোখে পড়েনি। দুই বছরে এরা এতো মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছে সেটা ভাবা যায়না। বাঙালির শ্রেষ্ঠ পুজো দুর্গা পুজো নিয়ে যখন ব্যস্ত হয়ে পড়ে সবাই তখন অসহায় মানুষগুলিকে পুজোর ৫ দিন এক টাকার বিনিময়ে পেট ভরে খাওয়ানো হয়েছে। তাছাড়াও স্কুল ছাত্র ছাত্রীদের বিনা খরচে বই কিনে দেওয়া, গরিব মানুষের পাশে থেকে তাদের সাহায্য করা, সব কিছুতে নতুন ভোর এগিয়ে। তাই নতুন ভোরের পাশে আমরা আছি থাকবো।

রাষ্ট্রপতি সেবা মেডেল পেলেন কাকদ্বীপের এসডিপিও প্রসেনজিৎ ব্যানার্জি

সুব্রত মন্ডল : প্রসেনজিৎবাবু কর্মজীবনে প্রথম ওসি হিসেবে কাজে যোগ দিয়েছিলেন ২০১০ সালে মন্দিরবাজারে এরপর ক্যানিং, কুলপি, ডায়মন্ড হারবার ঘুরে আবার আসেন মন্দির বাজার থানাতে। ওখান থেকে প্রসেনজিৎ বাবু হয়ে আই সি সোনারপুর থানায় আসেন ২০১৪ সালে। চারটি বছর ভীষণ সুনামের সঙ্গে জনসংযোগ এর মধ্য দিয়ে সোনারপুরের মানুষের মন কেড়ে নিয়েছিলেন। শুধু তাই নয়, হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের কণ্ঠে দারুন গান করেন প্রসেনজিৎবাবু। উনি যখন স্টেজে গান করতেন, সাধারণ মানুষ মুগ্ধ হয়ে শুনতেন। সোনারপুর থানায় যখন আইসি হয়ে যোগদান করলেন দক্ষিণ ২৪ পরগণায় কোন থানায় তখন ক্রাইম টিম ছিলনা। প্রসেনজিৎ বাবু প্রথম ক্রাইম টিম তৈরি করেন এবং দারুণভাবে সাফল্য পান। ২০১৮ সাল সোনারপুর থেকে চলে যান দমদম এয়ারপোর্ট থানায়। দমদম এয়ারপোর্টে দু বছর কাটানোর পর ওখান থেকে প্রমোশন নিয়ে এসডিপিও হয়ে চলে যান জঙ্গিপুর।

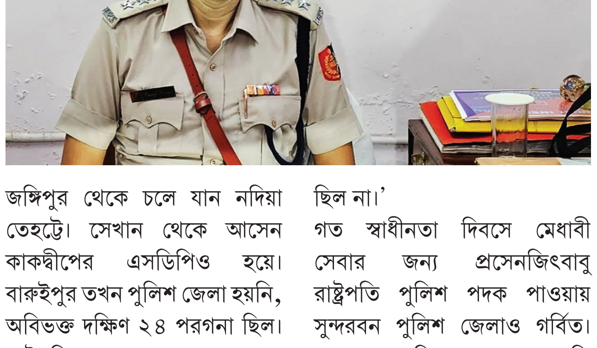

জঙ্গিপুর থেকে চলে যান নদিয়া তেহট্টে। সেখান থেকে আসেন কাকদ্বীপের এসডিপিও হয়ে। বারুইপুর তখন পুলিশ জেলা হয়নি, অবিভক্ত দক্ষিণ ২৪ পরগনা ছিল। রাষ্ট্রপতি মেডেল পেয়ে আপনার কেমন লাগছে? প্রশ্নের উত্তরে বলেন, জীবনে অনেক পুরস্কার পেয়েছি কিন্তু রাষ্ট্রপতি মেডেল পেয়ে খুবই ভালো লাগছে। আমার জীবনের সেরা সম্মান। তবে আমার সমস্ত অফিসার এবং সহকর্মীদের সমন্বয়েও তাদের একান্ত সহযোগিতা এবং ভালোবাসা না থাকলে একার পক্ষে এটা সম্ভব ছিল না।'

গত স্বাধীনতা দিবসে মেধাবী সেবার জন্য প্রসেনজিৎবাবু রাষ্ট্রপতি পুলিশ পদক পাওয়ায় সুন্দরবন পুলিশ জেলাও গর্বিত। সুন্দরবন পুলিশ জেলার এসপি কটকেশ্বর রাও তাকে শুভকামনা জানান। অন্যদিকে কাকদ্বীপ ফিশার মেন ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন ও ওয়েস্ট বেঙ্গল ইউনাইটেড ফিশারমেন অ্যাসোসিয়েশন এর পক্ষ থেকে প্রসেনজিৎ বাবুর হাতে জোড়া ইলিশের একটি স্মারক ও উপহার তুলে দেন। সংগঠনের নেতা বিজন মাইতি ও অন্যান্য সদস্যরা।

নিখিল বঙ্গ কল্যাণ সমিতির স্বাধীনতা দিবস পালনে বারুইপুর নেহেরু যুব কেন্দ্রের উদ্যোগে মেরি মাটি মেরা দেশ কর্মসূচি

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত ১৫ আগস্ট ৭৭তম স্বাধীনতা দিবস উদ্‌যাপিত হল নিখিল বঙ্গ কল্যাণ সমিতির বিবেক নিকেতন প্রাঙ্গণে।

ঐদিন ভারত সরকারের যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রকের অধিনস্ত সংস্থা বারুইপুর নেহেরু যুব কেন্দ্রের উদ্যোগে এবং নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতির ব্যবস্থাপনায় দক্ষিণ ২৪ পরগণার বিষ্ণুপুরের সামালিতে জেলা পর্যায়ের মেরি মাটি মেরা দেশ কর্মসূচির সমাপ্তি অনুষ্ঠান হয়। প্রথমে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন প্রাক্তন সেনা সুবেদার সুভাষ চন্দ্র খাঁড়া। নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতির পতাকা উত্তোলন করেন সাধারণ সম্পাদক প্রণব গুহ। ঐদিন বৃক্ষরোপণও করা হয়। একটি কলসিতে সামালির মাটি সংগ্রহ করা হয়। সেটি দিল্লিতে নব নির্মিত অমৃত বাটিকায় যাবে।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বারুইপুর নেহেরু যুব কেন্দ্রের ডেপুটি ডিরেক্টর ডা. রজত শুভ্র নস্কর, অধ্যাপক আদিত্য দাস, আশিস রায়, কামিনী কুমার গুছাইত, প্রাক্তন সেনা সুবেদার নব কুমার খাঁড়া সমিতির সভাপতি কল্লোল গুহঠাকুরতা সহ কোষাধ্যক্ষ বাসবী চ্যাটার্জী, সদস্য সঞ্জীব মুখার্জি, কুনাল মালিক, অরুণ লোধ, বিশ্বনাথ চ্যাটার্জী, প্রিয়ম গুহ, মনীন্দ্রনাথ ঘোষ ও বিবেক নিকেতনের আবাসিক ও কর্মীরা। ঐদিন নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতিতে যোগা প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের উদ্বোধন করা হয়। প্রশিক্ষক ডাঃ প্রাণকৃষ্ণ প্রামাণিক যোগ ব্যায়াম প্রশিক্ষণ দেন।

উত্তিষ্ঠিত জাগ্রত প্রাপ্য বরাণ নিবোধত

আলিপুর বার্তা

কলকাতা : ৫৭ বর্ষ, ৪৪ সংখ্যা, ১৯ আগস্ট – ২৫ আগস্ট, ২০২৩

বুদ্ধি শুদ্ধির উদয় ঘটুক

বাংলায় দীর্ঘকাল থেকে একটি প্রবাদ বাক্যের চল আছে তা হল শিক্ষার সঙ্গে দীক্ষা ও বুদ্ধির সঙ্গে শুদ্ধি। সাধারণ ভাবে এই আপ্তবাক্য বহু যুগ ধরেই চলে আসছে, একদা সমাজের গুরুজন ব্যক্তিরা চপল মতি বালক বালিকাদের আশীর্বাদ করতেন যাতে বুদ্ধি শুদ্ধি ও শিক্ষা দীক্ষা হয়। নানা অনুশাসনের সুনির্দিষ্ট পথেই মানব সভ্যতার সুস্থ পথ চলা সম্ভব। এই সত্য মুনি ঋষি থেকে শুরু করে সমাজ সংস্কারক জ্ঞানী গুণি মহাজনরা নানা বিধান দিয়েছিলেন। স্বয়ং ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের 'বর্ণ পরিচয়' বইতে আমরা পাই 'গোপাল বড় সুবোধ বালক সে কখনো মিথ্যা কথা বলে না, কাহারো সঙ্গে কলহ করে না...' ইত্যাদি। ছোট বেলার মূল্য বোধের পাঠ পরবর্তী জীবনকে এবং সমাজকে সুস্থ পথে চালিত করে সর্বকালে সর্বদেশে।

মনোবিদরা যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সাম্প্রতিক ছাত্র হত্যা কিংবা খড়্গপুরের ছাত্র হত্যাকে বৈজ্ঞানিক পরিভাষায় বিশ্লেষণ করবেন, সময়ের নিয়মে সমাজ ভুলে যাবে, পরিজনদের ক্ষতও হয়ত ফিকে হয়ে যাবে। আবার এমন ধরনের ঘটনা ঘটলে প্রশাসন ও রাজনীতির লোকজন সক্রিয় হবেন। দিনের পর দিন প্রগতিশীল সভ্যতার দাবিদার দলগুলি যাদের হাতে ছাত্র আন্দোলনের সুতো তাঁরাও ভোট রাজনীতির কথা ভেবে আন্দোলনের পাল্টা আন্দোলন করবেন। ব্যধিকে সমূলে বিনাশ করার প্রয়াস থাকলেও প্রতিজ্ঞা থাকে না। যে সমস্ত ছাত্র ছাত্রীদের আন্দোলনের মুখ বানায় রাজনৈতিক দলগুলি তারা তাদের আদর্শবাদ পরবর্তীকালে বিস্মৃত হন এবং যে কজন হাতে গোনা পড়ুয়া মূল স্রোতের রাজনীতিতে আসেন তাঁরাও দলতন্ত্রে যাঁতাকলে অতীতের আদর্শ ভুলে সাম্প্রতিক অতীতে লক্ষাধিক ছাত্রের 'হোক কলরব' নামে এক মহামিছিল মহানগরী কলকাতার সাময়িক বিস্ময় সৃষ্টি করেছিল। সেদিনের কত জন ছাত্র আজ প্রকাশ্যে এমন ছাত্র নিধনের বিকৃত উল্লাসের বিপক্ষে সোচ্চার হয়েছেন এ নিয়ে ইতিমধ্যে প্রশ্ন উঠে গেছে।

স্বপ্নদীপ কিংবা ফয়জানের ওপর নির্যাতন এবং হত্যা নিয়ে রীতিমতো সোচ্চার গণমাধ্যম এবং তদন্তও দ্রুত এগিয়ে চলেছে। কিন্তু দুর্ভাগ্য সহপাঠীর হত্যার পরেও হত্যাকারী ও নির্যাতনকারীদের বাঁচাতে সেই সব রাজনীতির মায়াজালে আবদ্ধ ছাত্রছাত্রীরা বিশ্ব বিদ্যালয়ের হোস্টেলে সিসি টিভি না বসানোর বিপক্ষের পুলিশকে ধাঁধা দিচ্ছে, সহমর্মিতা জানাতে যে সব প্রতিপক্ষ রাজনৈতিক দল বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে আসছে তাদের বিপক্ষে আক্রমণাত্মক হয়ে উঠছে। ছাত্র আন্দোলন এক সময় পরাধীন দেশের গৌরব ছিল, পরবর্তীকালে 'ছাত্রদল' অনেক ইতিহাস গড়লেও বর্তমান কালে বিদ্রোহী কবি নজরুল কথিত সেই তরুণের হাতে ভোট ভিক্ষার ঝুলি প্রবল ভাবে ছাত্র স্বার্থকে বিঘ্নিত করছে। একটাই প্রার্থনা মূল্যবোধের শিক্ষা ফিরিয়ে আনা হোক। বিপথ গামী ছাত্র ছাত্রীদের মনে বুদ্ধি সুদ্ধির উদয় ঘটুক। ফয়জান আর স্বপ্নদীপদের জীবনের দীপ শিখা নিভে না যায়।

যোগবশিষ্ঠ সংবাদ

'উৎপত্তি প্রকরণ'

ঐ বীজ বা জগৎ, যা সেই বীজের ব্যক্ত অবস্থা, তা যদি সত্য হত তবে পুরুষ কখনও তা উচ্ছেদ করে মুক্ত হতে পারত না। কারণ সত্য ককনও উচ্ছিন্ন হতে পারে না। জীবন্মুক্ত মুণি–ঋষিগণ মিথ্যা এই দৃশ্য জগতের বিলোপসাধন করেই মুক্ত হয়েছেন। বর্হিজগৎ বাইরে থাকুক ক্ষতি নেই, কিন্তু অন্তরে দৃশ্যদর্শনই বন্ধনের কারণ। অন্তরের যতদিন দৃশ্যের প্রকাশ থাকবে ততদিন কোন উপায়েই বন্ধন–মুক্তি অসম্ভব। এই যে বাইরের আকাশ, ব্রা ইত্যাদি ভূত সমূহ এবং অন্তরে অহঙ্কার, বুদ্ধি ইত্যাদি তত্ত্ব ব্যবহারিক ভাবে জগৎ পদবাচ্য হলেও পরমার্থিক বোধে সমস্তই ব্রহ্ম। দৃশ্য–দর্শন–দ্রষ্টা এই তিন ভাবের প্রকৃতই কোন সত্যতা নেই।

রাম বললেন, – আপনার কথা শুনে মনে হচ্ছে 'বন্ধ্যানারীর পুত্র পর্বতে উঠেছে' এই জাতীয় অবিশ্বাস্য। এই জগৎ সমূহ যদি মিথ্যাই হয়, তবে এ যা দেখছি তা কী? 'জগৎ অস্তিত্বশূন্য' এই কথার অর্থই বা কী? বশিষ্ঠ বললেন সত্যই এই জগৎ বন্ধ্যাপুত্রের মতই অসত্য। স্বপ্নে দেকা বস্তুর মত জগৎ শুধু চিত্তের ভাব ছাড়া আর অন্য কিছু নয়। ঐ চিত্তও আবার অনুৎপাদিত বস্তু। নেহাৎই অসত্য মন দেহ কল্পনা করে ইন্দ্রজালের মত এই জগৎ বিস্তৃত করে চলে। মনই প্রকৃতপক্ষে নানা আকারে স্ফূরিত হয়ে চলে, মনই গমনগমন করে, মনই নিজের কারণে বদ্ধ হয় আবার সেই বন্ধন ঘুচিয়ে মুক্তি লাভ করে। সুতরাং জগৎ মনের কার্য ছাড়া অন্য কিছু নয়।

রাম বললেন– মন যে মিথ্যা, তার কারণ কি? মন কিভাবে কোথা থেকে জন্মেছে? বশিষ্ঠ বললেন, হে রাম! মহাপ্রলয়কালে সমগ্র দৃশ্যজগৎ বিলুপ্ত হল একমাত্র ব্রহ্মই থাকেন। তাঁর জন্ম নেই, বিকারও নেই। তিনি নিত্য, সর্বস্বরূপ, পরমেশ্বর, পরমাত্মা এবং সর্বশক্তির আধার।

উপস্থাপক : শ্রী সুদীপ্তচন্দ্র

ফেসবুক বার্তা

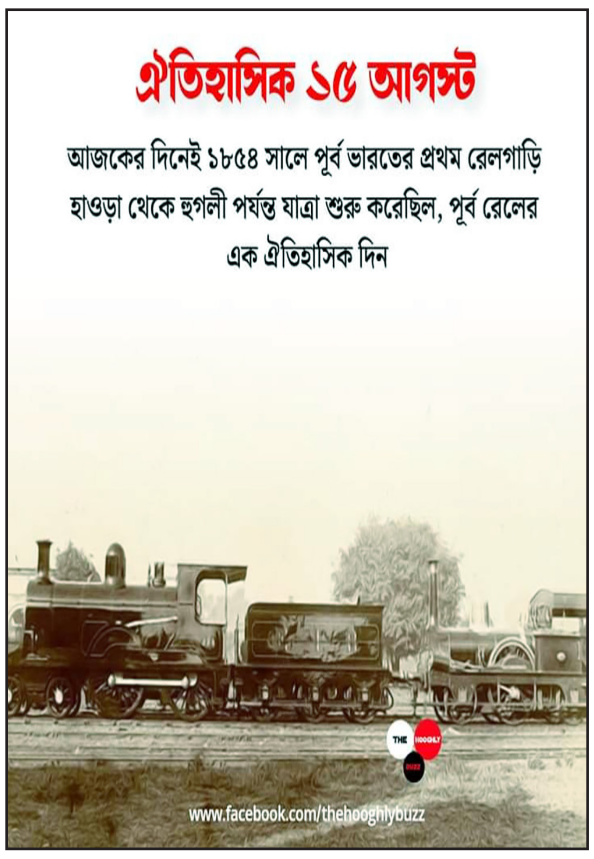

বামপন্থীরা যেন পথ হারা নবকুমার

নির্মল গোস্বামী

নবকুমারকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, 'পথিক, তুমি পথ হারাইয়াছ?'' আজকের বামপন্থীরা যেন নবকুমার। এবং এই নবকুমারেরা সত্যসত্যিই পথ হারাইয়াছে। যে বা যাহারা পথ হারা হয়, প্রথমে তারা পথ ভ্রষ্ট হয়। নির্দিষ্ট গন্তব্যে যাবার জন্য নর্দেশিত পথ চিনতে না পারলে অন্য পথে ঘুরে মরতে হয় পথিককে। আমাদের দেশের বামপন্থী তথা কমিউনিস্টরা প্রথমে আদর্শ চ্যুত হয়েছে। এবং আদর্শচ্যুত হওয়ার কারণেই তারা পথ ভ্রষ্ট হতে বাধ্য হয়েছে।

সদ্য সমাপ্ত পঞ্চায়েত নির্বাচনে কে বা কার সঙ্গে জোট করেছে, বা জয়ী সদস্যরা রাম–বাম–কংগ্রেসের সঙ্গে গাঁটছড়া বেঁধে পঞ্চায়েত গঠন করেছে এই সব ঘটনা আদর্শচ্যুতি বা পথ ভ্রষ্টের উদাহরণ হিসাবে ধর্তব্য নয়। কারণ গ্রামের পঞ্চায়েত রাজনীতি মুক্ত হওয়াই বাঞ্চনীয়। সেখানে আপাত দৃষ্টিতে নীতিহীন জোট গড়া মানে, তারা রাজনীতিকে দূরে সরিয়ে রেখেছে সে ব্যক্তি স্বার্থেই হোক কিংবা গ্রামের উন্নয়নের স্বার্থেই হোক দলীয় রাজনীতির উর্ধ্বে ওঠাটা গ্রাম্য পরিবেশের শান্তির স্বাস্থ্যের পক্ষে মঙ্গলজনক।

নীতি আদর্শ বা মত ও পথের প্রেক্ষিত রচিত হয় দেশের সামগ্রিক রাজনীতি এবং অর্থনীতির গতিবিধির নিরিখে। আমাদের দেশে যতগুলি কমিউনিস্ট নামধারী পার্টি আছে তাদের বেশির ভাগের গঠনকাল হল স্বাধীনতার আগে। আমাদের স্বাধীনতা আন্দোলনও দুটি ধারায় প্রবাহিত হয়েছিল। এক অংশ আপোষহীন ধারার প্রতিনিধিত্ব করেছেন। অপর দিকে কংগ্রেস সহ গান্ধিজী আপোষমুখী ধারার প্রতনিধিত্ব করেছেন। ভারতের কমিনিস্ট পার্টি সেই সময়ও দিশাহীন ছিল। তাদের শ্রমিক কৃষক সংগঠন তেমন ভাবে গড়ে ওঠে নি যে তারা সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে লড়াই শুরু করবে। অথচ স্বাধীনতা আন্দোলনে তারা অংশগ্রহণও করতে পারছে না। কারণ শ্রমিক কৃষকের নেতৃত্বে স্বাধীনতা আন্দোলন হচ্ছিল না। তাদের ব্যাখ্যা মতে সামন্ত প্রভু এবং জোতদার জমিদার শ্রেণির স্বার্থ রক্ষা কল্পেই স্বাধীনতা আন্দোলন। এই কংগ্রেসের নেতৃত্বে স্বাধীনতা হলে শোষণ মুক্তি ঘটবে না। এই স্বাধীনতার ফলে সর্বহারা শ্রেণির মঙ্গল হবে না। বাস্তবে ঘটেছেও তাই। বর্তমানে স্বাধীন ভারতের রাজনীতি ও অর্থনীতিতে ভারতের বুর্জোয়া অর্থাৎ পুঁজিপতি শ্রেণির নিয়ন্ত্রণ প্রশ্নাতীত। তৎকালীন বামপন্থীদের উচিত ছিল আপোষহীন ধারার সর্বশ্রেষ্ঠ প্রতিভূ নেতাজিকে সমর্থন করা, আইএন–এর লড়াইয়ে সামিল হওয়া, তাকে জনসমর্থন দেওয়া। কারণ সুভাষ বোসের নেতৃত্বে স্বাধীনতা এলে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ভারত এক ধাপ এগিয়ে থাকত– যেটা বামপন্থীদের ঘোষিত কর্মসূচি ছিল। সিপিআই তখন সুভাষকে গালাগাল দিল আর স্বাধীনতার পরে নেহেরুকে সমর্থন করল। নেহেরু ভারতে পুঁজিবাদকে কনসোলিডেটেড করার সুযোগ পেল। ৭৫ বছর পরে আজ ভারতের পুঁজি একচেটিয়া পুঁজির রূপ ধরে বিশ্ব পুঁজির সঙ্গে পাঞ্জা লড়তে সক্ষম হয়েছে।

যাই হোক অতীতের ভুল নিয়ে তর্কাতর্কি হতেই পারে। এদেশের বামপন্থীদের দিশাহীন রাজনীতির অতীত নজির একটু তুলে ধরলাম পরবর্তীকালে বোঝার সুবিধার্থে। দেশের স্বাধীনতার পর শিক্ষা স্বাস্থ্য, বেকারী, মূল্যবৃদ্ধি, কালোবাজারী, দুনীর্তির প্রশ্নে বামপন্থীরা আন্দোলন সংগঠিত করেছে অনেকগুলি রাজ্যে। তার মধ্যে কেরলে, ত্রিপুরা এবং পশ্চিমবঙ্গে শাসন ক্ষমতা দখল করতে সমর্থ হয়।

কিন্তু রাজ্যের ক্ষমতা দখল করা বামপন্থীদের কর্মসূচি নয়। রাষ্ট্র ক্ষমতা দখল করা এবং সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করাই ছিল ঘোষিত কর্মসূচি। রাষ্ট্র চরিত্র নিয়ে মতভেদ ছিল বামেদের মধ্যে। আরএসপি, এসইউসি, আরসিপিআই, ফরোয়ার্ড ব্লক, সিপিআই, কৃষক প্রজাপার্টি বিভিন্ন বামপন্থীদের মধ্যে মত ও পথ নিয়ে বিতর্ক ছিল। আবার ৬৪ সালে সিপিআই ভেঙে সিপিএম হল। আর ৬৯ সালে সি পি এম ভেঙে নকশাল হল। কেউ বলে ভারতবর্ষ হল পুঁজিবাদী রাষ্ট্র। তাই এখানে জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবের প্রয়োজন। একদিন যে বামপন্থীদের বিরাট শক্তি ছিল, সংগঠন ছিল তা উত্তোরত্তর বাড়ার বদলে ক্ষীয়মান হল। যে বামেদের ৬০/৭০টা এম পি থাকত পার্লামেন্টে এখন তা ২/৩টে ঠেকেছে। ফলে তাদের মত ও পথের যর্থার্থতা নিয়ে প্রশ্ন উঠবেই। সোভিয়েত রাশিয়া এবং পূর্ব ইউরোপের বিভিন্ন দেশে সমাজতন্ত্র ভেঙে পড়ার পর থেকে শুধু ভারতবর্ষ নয় পৃথিবীর অন্যান্য দেশেও বামপন্থী বা কমিউনিস্টদের সামনে আদর্শের সংকট দেখা দেয়। যে সমাজতন্ত্রের আদর্শকে হাতিয়ার করে শ্রমিক কৃষক, খেটে খাওয়া মানুষদের মধ্যে তারা সংগঠন করতে যেত, সেই শ্রমিক কৃষকের মনে সমাজতন্ত্র নিয়ে প্রশ্ন চিহ্ন দেখা দিল। ফলে খুব স্বাভাবিক ভাবেই কমিউনিস্টরা পিছনের সারিতে পৌঁছে গেল। অন্য দিকে পুঁজিবাদ তার শোষণের কৌশল বদলালো। পুঁজিবাদী রাষ্ট্রগুলো এখন জনকল্যাণ রাষ্ট্রের তকমায় ভূষিত হতে লাগল।

দিশাহারা বামপন্থীরা বিপ্লবের স্বপ্ন দেখা ছেড়ে দিল। সংসদীয় গণতন্ত্রে ক্ষমতার রসাস্বাদনে লোভাতুর হয়ে উঠল। বঙ্গে ৩৪ বছরের রাজত্বে কৃষিতে কিছু সংস্কার ছাড়া বামপন্থীরা উল্লেখযোগ্য উন্নয়নের সাক্ষর রাখতে পারেনি। পুঁজিবাদী অর্থনীতির সকল কুফলের ভাগীদার তাকেও হতে হল। কেন্দ্রের শাসন ক্ষমতায় সংখ্যাগরিষ্ঠতা না পেলে যাবে না। জ্যোতি বসুকে প্রধানমন্ত্রী হতে দিল না পার্টি। কিন্তু রাজ্যে জোটে যেতে আপত্তি নেই। বামপন্থীদের মূল দোষ হল এরা যতটা না দেশের তার থেকে বেশি আন্তর্জাতিক। আন্তর্জাতিক সমস্যা নিয়ে বেশি মাথা ঘামাচ্ছে। ওয়াই২কে চুক্তি কি তা কেউ ভালোভাবে জানে না। সে শ্রমিক কৃষকের কি ক্ষতি করবে তাও জানা নেই। অথচ এই চুক্তি বাতিলের দাবিতে মনমোহন সরকারের থেকে সমর্থন তুলে নিলেন কারাট সাহেব। ফলে সিআইএ উঠে পড়ে লাগল সিপিএমকে পশ্চিমবঙ্গ থেকে ক্ষমতা ছাড়া করতে। তাদের প্রচেষ্টা সফল হল। সিঙ্গুর নন্দীগ্রামের ইতিহাস তো মানুষ ভুলে যায় নি। তাই ইচ্ছা থাকলেও বামপন্থীরা নিজেদের অন্য দলের থেকে আলাদা এই কথাটা বলতে পারছে না, বা বললেও মানুষ তা গিলবে না। নীতিহীন জোটের জটে তারাও আটকে পড়ছে। আগে বামেদের একটা সার্টিফিকেট ছিল যে নেতারা ব্যক্তিগত দুর্নীতিতে জড়িত নয়। সেই সততা একাবারে যে মুছে গেছে তাও নয়। কিন্তু যে লালুপ্রসাদ চোরের সাজা খেটেছে সেই তার পাশে একমঞ্চ যদি বাম নেতারা বসে তাহলে সততার বার্তা কি জন মনে প্রভাব ফেলবে? বামপন্থীদের এসইউসিএর পথ অনুসরণ করা উচিত ছিল। কোন অবাম দলের সঙ্গে জোট নয়। বুর্জোয়া দলগুলোর চরিত্র একই। পুঁজিবাদের সেবা করা। পুঁজিবাদের সেবা করলেই নিজেদের আরাম আয়েসের ব্যবস্থা পাকা হয়। বৃহত্তর বাম দল সিপিএম তা বুঝেছে এবং একবার মধুভান্ডের যে স্বাদ সে পেয়েছে তা কি সহজে ভুলতে পারা যায়? তাই গণ–আন্দোলনের উপর ভরসা করে দিনযাপনে তারা নারাজ। রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার কাছাকাছি তারা থাকতে চায়। ফলে বামেদের আলাদা চরিত্র বলে কিছু আর অবশিষ্ট থাকছে না।

শারদোৎসবের মুখে তাঁতশিল্পীদের হাসি ফোটাতে এবারও হাজির তন্তুজ

দেবাশিস রায়

সপ্তাহের বাছাই বিষয়

দোরগোড়ায় কড়া নাড়ছে দুর্গাপুজো। ইতিমধ্যেই শারদোৎসবের প্রস্তুতি সর্বত্রই কমবেশি শুরু হয়েছে। এই উৎসবের মুখে এবারও বঙ্গের তাঁতশিল্পীদের হাসি ফোটাতে এবারও হাজির হয়েছে 'তন্তুজ'। দুর্গাপুজো তথা শারদোৎসবকে সামনে রেখে সরকারি প্রতিষ্ঠান তন্তুজ ইতিমধ্যেই বাংলার তাঁতিদের কাছ থেকে নিত্যনতুন চোখধাঁধানো ডিজাইনের শাড়ি, কাপড় প্রভৃতি কিনতে শুরু করেছে। বাংলার ঐতিহ্যবাহী এসব বস্ত্রসামগ্রী এরপর নিজস্ব বিপণী সহ একাধিক মাধ্যমে দেশবিদেশের ক্রেতাদের কাছে পৌঁছে যাবে। এই উদ্দেশ্যে ১২ আগষ্ট শনিবার রাজ্যের মন্ত্রী স্বপন দেবনাথের উপস্থিতিতে পূর্ব বর্ধমান জেলার পূর্বস্থলীর শ্রীরামপুরে তাঁতকাপড়ের হাট থেকে তন্তুজ সরাসরি শাড়ি কেনা শুরু করল। বাঙালির প্রিয় শারদোৎসবকে কেন্দ্র করে এই মুহূর্তে কার্যত মাতোয়ারা সকলেই। পাড়ায় পাড়ায় কুমোরটুলিতে প্রতিমা তৈরির কাজ চোখে পড়ছে। তবে, দুর্গা প্রতিমা তৈরির ব্যস্ততা এখনও সেভাবে শুরু হয়নি। বারো মাসে তেরো পার্বণ'–এর উৎসবমুখর বঙ্গের কুমোরটুলি এসময়টা কার্যত মনসাদেবী এবং বিশ্বকর্মাদেব দখল করে নেন। অবশ্য তাঁদের মধ্যেই দুর্গাদেবীর সাজগোজেরও প্রস্তুতি চলতে থাকে। এসবের পাশাপাশি দুর্গাপুজো উদ্যোক্তাদের দফায় দফায় মিটিংসিটিং চলছে। কলকাতা সহ মফঃস্বলের বেশকিছু বিখ্যাত পুজো উদ্যোক্তা তাদের খুঁটি পুজোর কাজকর্ম শেষ করেছেন। মেদিনীপুর, নবদ্বীপ, বাদকুল্লা, পারুলিয়া প্রভৃতি এলাকার মণ্ডপশিল্পীরা এবারেও নতুন কিছু চমক সৃষ্টিতে ব্যস্ত। চন্দননগরের সুবিখ্যাত আলোকশিল্পীরাও নিত্যনতুন পরিকল্পনায় মগ্ন। পূর্ব বর্ধমান জেলার বনকাপাসির শোলাশিল্পীদের এসময়টা অত্যন্ত ব্যস্ততার মধ্যেই কাটছে। শারদোৎসবের প্রাকমুহূর্তে প্রতিটি মহল্লায় বাসিন্দাদের বাড়ি–ঘর সাজানোর ব্যস্ততাটাও নেহাত কম নয়। তাই রাজমিস্ত্রী থেকে শুরু করে রংমিস্ত্রী, কলমিস্ত্রী, ইলেকট্রিশিয়ান প্রভৃতি কারও ফুরসত নেই। উৎসবে মাতোয়ারা রাজ্য সরকারও। রাজ্য সরকার নিয়ন্ত্রণাধীন একাধিক সংস্থা এবারেও শারদোৎসবকে কেন্দ্র করে বহুমুখী পরিকল্পনা রচনার কাজে হাত দিয়েছে। এসবের মধ্যে বস্ত্রবিপণী, খাদ্যবিপণী, হস্তশিল্পবিপণী সহ পর্যটন, পরিবহণ প্রভৃতি রয়েছে। একইসঙ্গে বিভিন্ন বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানে উৎসবের সেরা পসরায় সাজিয়ে তোলার পরিকল্পনা চলছে বেশ জোরকদমে। বিশেষ করে বস্ত্র, পোশাক প্রস্তুতকারক, আসবাবপত্র ও গৃহস্থালী সরঞ্জাম এবং পর্যটন কেন্দ্রিক প্রতিষ্ঠানগুলি নবরূপে সেজে উঠছে। রাজ্য সরকার নিয়ন্ত্রণাধীন সংস্থা তন্তুজ বিগত কয়েক বছর ধরে বিভিন্ন জায়গার তাঁতশিল্পীদের কাছ থেকে সরাসরি কয়েক কোটি টাকার শাড়ি সহ বিভিন্ন তাঁতবস্ত্র কিনে থাকে। এবারও যার ব্যতিক্রম হয়নি। একাধিক সূত্রে জানা গিয়েছে, এই মুহূর্তে নদিয়ার শান্তিপুর, ফুলিয়া, ধনিয়াখালি হুগলির বেগমপুর, বাঁকুড়ার বিষ্ণুপুর, পূর্ব বর্ধমানের সমুদ্রগড়, ধাত্রীগ্রাম, আমডাঙা–মুস্থূলী, কেতুগ্রাম, দক্ষিণ দিনাজপুরের গঙ্গারামপুরে তাঁতশিল্পীদের ব্যস্ততা তুঙ্গে। পাশাপাশি মালদা, মুর্শিদাবাদ এবং বীরভূমের বিভিন্ন জায়গায় সিল্ক, তসর এবং কাঁথাস্টিচের শাড়ি তৈরির কাজে ব্যস্ত শিল্পীরা। এরই সঙ্গে পুজোর মুখে বাংলার বিভিন্ন জায়গায় নানাবিধ শৌখীন সামগ্রী তৈরির হস্তশিল্পীদেরও ব্যস্ততা বেড়েছে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আন্তরিক প্রচেষ্টায় রাজ্য সরকার বাংলার হস্তশিল্পের উন্নতিতে নানাভাবে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেওয়ায় সমৃদ্ধ হচ্ছেন হস্তশিল্পীরাও।

দেশ দেশান্তরে

মৃত্যু উপত্যকা

প্রণব গুহ

সনাতন হিন্দু শাস্ত্র অনুযায়ী বর্তমানে মানব সভ্যতার শেষ লগ্ন বা কলি কাল চলছে। শাস্ত্র বলছে এই যুগে অরাজকতা, ব্যাভিচার, হানাহানি, প্রাকৃতিক দুর্যোগ ধীরে ধীরে মানব সভ্যতাকে ধ্বংসের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাবে। মৃত্যু উপত্যকায় পরিণত হবে ব্রম্ভাণ্ড। পন্ডিতদের মতে ধ্বংসের এখনও ঢের বাকি। শাস্ত্রের গণনা অনুযায়ী এখনও সে সময় আসেনি। সেই ধ্বংস আসতে হয়তো লেগে যাবে আরও কয়েকশো বছর।

কিন্তু ইতিমধ্যে প্রকৃতি ও মানুষ নিজে যুগপৎ যেভাবে নিধন যজ্ঞে শামিল হয়েছে তাতে কলিকাল অচিরেই তার ভয়াবহতা নিয়ে হাজির হবে বলেই বিশ্বাস জন্মাতে শুরু করেছে মানুষের। রাশিয়া যেভাবে ইউক্রেনে ধ্বংসলীলা অব্যাহত রেখেছে বা আফ্রিকার সুদান যেভাবে নিজেদের মধ্যে হানাহানিতে নেমেছে তাতে প্রতিদিন মৃত্যু উপত্যকার পরিধি বাড়ছে। খাবার ও ওষুধের অভাবে যেভাবে সুদানে প্রতিদিন মানুষ মারা যাচ্ছে তা দেখে চিন্তিত রাষ্ট্রপুঞ্জ। ইতিমধ্যে ১০লক্ষ সুদানি প্রতিবেশী রাষ্ট্রে আশ্রয় গ্রহণ করেছে। ইউক্রেনেও একই অবস্থা চলছে বহুদিন ধরে। কালাহান্ডি সহ দরিদ্র ভুখন্ডগুলোতে স্রেফ অনাহার আর বিনা চিকিৎসায় প্রাণ দিয়ে যাচ্ছে অগণিত মানুষ। পাকিস্তান, শ্রীলঙ্কা সহ সংকটপূর্ণ দেশগুলোতে মৃত্যুই হয়ে উঠছে ভবিতব্য।

মানুষ যখন নিজেই নিজেকে মারছে তখন প্রকৃতিও নিধনে শামিল। ভারতে অতিবৃষ্টি ও পাহাড়ি ভূমি ধসে তার প্রকাশ হিমাচল প্রদেশ ও উত্তরাখন্ডে তো ভয়াবহ দাবানল রূপে প্রকাশ হাওয়াইয়েই মাউই কাউন্টির লাহাইনা ও কুলা শহরে। আগাম সতর্কতা থাকা সত্বেও সেখানে দাবানলে ইতিমধ্যে ৯৩জন প্রাণ হারিয়েছেন বলে খবর। ভারতে তো হিমাচল ও উত্তরাখন্ডে বাড়ি–ঘর সমেত ধসে পড়ছে অগণিত প্রাণ। যদিও এসব প্রাকৃতিক দুর্যোগের সঙ্গে মানব সভ্যতার অতিলোভের সম্পর্ক যে রয়েছে তা অস্বীকার করা যায়না। এরপর রয়েছে প্রতি বছরের

বন্যা, খরা, ভূমিকম্প, অগ্নুৎপাত ও বিশ্ব উষ্ণায়ন। আছে সাইক্লোন, জলোচ্ছ্বাসের মতো ভয়ঙ্কর আপদ। ফলে কলি যুগের মারণ পর্ব যে তীব্র গতিতে শুরু হয়ে গিয়েছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। ধ্বংস একদিন আসবেই, এবং সেটা আসবে মানব সভ্যতার হাত ধরেই। এতেও কোনো সন্দেহ নেই। যে পৃথিবীটা একদিন কোলাহলশূন্য প্রাকৃতিক খন্ড ছিল সে ফের ফিরে যাবে সেই চেহারায় মৃত্যু মিছিলের ওপারে। সে দিনটাকে নিজেদের হানাহানিতে এগিয়ে নিয়ে আসছে মানুষই। কিছুতেই বুঝতে পারছে না উৎসের দিকে তাকালে জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সকলেই এক। ফলে ধ্বংস শুরু হয়ে গিয়েছে। বাকিটা শুধু শেষের অপেক্ষা।

পাঠকের কলমে

জেল খাটা আইনজীবীকে খোলা চিঠি..

মনে রাখবেন ধর্ষণ পকসো মামলা করে নারী ক্ষমতায়ন প্রতিষ্ঠা করা যায় না.....

গায়ে কালো কোট চাপালে টিকিট পরীক্ষক হওয়া যায় ঠিকই, কিন্তু..ধর্ষণ পকসো আইনের অপব্যবহার করে প্রতিষ্ঠিত আইনজীবী হওয়া যায় না....

৫০ টাকা দিয়ে একের পর এক মামলা করলেই আইনের উর্ধ্বে ওঠা যায় না.... কয়েকশো মহিলাদের দিয়ে সমাজের নিরাপরাধ–অসহায় মানুষদেরকে ফাঁসিয়ে নিজেকে বাবাসাহেব ভেবে নেবেন না।

মনে রাখবেন পুরুষরাও একা নয়.....

আমরা আছি তাদের পাশে...

মহিলাদের দিয়ে মিথ্যে মামলায় ফাঁসিয়ে কোটি কোটি টাকা তুলে, যে ব্যবসার জাল বুনেছেন..... সেই নিপীড়ন অত্যাচারের জাল আমরা ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করে ছাড়বো এবং অসহায়–নিপীড়িত–নিরপরাধ পুরুষদের জন্য আমরা রুদ্রা ওয়েলফেয়ার ফাউন্ডেশন মূহূর্মুহু প্রতিবাদের আওয়াজ তুলবো...

মনে রাখবেন জেল খাটা বিশিষ্ট আইনজীবী... আপনার এই বিভীষিকা সাধারণ মানুষের সামনে পরিষ্কার হয়ে গেছে....বছর বছর ধরে মহিলা আইনের অপব্যবহার করে, যে মিথ্যা মামলার প্রাসাদ তৈরি করেছেন..... তা কিন্তু আগামী দিনে আপামোর জনগণ প্রতিবাদের বুলডোজার দিয়ে ভেঙে গুঁড়িয়ে দেবে...

আর মনে রাখবেন জেল খাটা আইনজীবী, আপনি কিন্তু বর্তমানে অন্তর্বর্তী জামিনে' আছেন......তিহার কিন্তু বেশি দূরে নয়....দিল্লি কা লাড্ডু....যো হ্যায়....অভি বড়া সদিষ্ঠ হ্যয়....

বিবেকানন্দ সেনগুপ্ত
কার্যকরী সভাপতি
রুদ্রা ওয়েলফেয়ার ফাউন্ডেশন (লিঙ্গ নিরপেক্ষ আইনের দাবিতে আন্দোলনকারী সংগঠন)

বেহালা চৌরাস্তার পুনরাবৃত্তি হতে পারে বাখরাহাট রোডে

দক্ষিণ শহরতলির ঠাকুরপুকুর বাজার থেকে ডানদিকে সোজা চলে গেছে ৭৫ নম্বর বাস রুট যা বাখরাহাট রোড নামে খ্যাত। অত্যন্ত ব্যস্ত এই রাস্তায় বাস অটো, টোটো সহ লরি ও একাধিক স্কুলের গাড়ি চলাচল করে। কিন্তু সম্প্রতি এই রাস্তার বেহাল অবস্থায় নাজেহাল নিত্যযাত্রীরা। পিচের রাস্তায় বড় বড় গর্ত তৈরি হয়েছে। বৃষ্টির জল জমে পরিস্থিতি ভয়ানক হয়েছে। প্রতিদিন বিভিন্ন যানবাহনে প্রচুর ছাত্র–ছাত্রীরা এই পথে যাতায়াত করে। বেহালা চৌরাস্তার মতো দুর্ঘটনার ঘটনাও এখানে ঘটতে পারে। এই রাস্তার দ্রুত সংস্কার চাই।

তপন চ্যাটার্জী
সামালি, দক্ষিণ ২৪ পরগণা

সমস্ত বক্তব্য পাঠকের নিজের, এতে সম্পাদক বা কর্তৃপক্ষ দায়ী নয়।

সুফলা বঙ্গের কৃষি কথা

চন্দননগরে রঙিন মাছের প্রশিক্ষণ ও কর্মশালা

নিজস্ব প্রতিনিধি : চন্দননগর মৎস্য নিলয়ের উদ্যোগে গত বৃহস্পতিবার ৩ আগস্ট চুঁচুড়া মীনভবনে বেকার যুবক যুবতীদের জন্য রঙিন মাছের কর্মশালা ও প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হল। বিভিন্ন জেলা থেকে ১৫০ জন ছাত্র, শিক্ষক, গবেষক হাজির ছিলেন। মৎস্য নিলয়ের কর্ণধার ও রঙিন মাছের গবেষক পতিত পাবন হালদারের একান্ত প্রচেষ্টায় এই কর্মশালাটি সফল হয়। চন্দননগর নিরঞ্জন নগর এলাকার বাসিন্দা পতিত পাবন হালদার দীর্ঘ ২৫ বছর ধরে রঙিন মাছের ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন। বেকার যুবকদের জন্য রঙিন মাছ নিয়ে তিনি বেশ কিছু বই লিখেছেন। তাঁর বইগুলি হল রঙিন মাছের পরিচর্চা ও রোগমুক্তি, অ্যাকোরিয়াম পরিচর্চার মূল বিষয়, রঙিন মাছের হাট, রঙিন মাছের দ্বারা সহজে উপার্জন। রঙিন মাছ কিভাবে দেশ-বিদেশ থেকে খুবই কষ্টের মাধ্যমে সাধারণ লোকের কাছে পৌঁছায় তার একটি ডেমোস্ট্রেশন থেকে শুরু করে অ্যাকোরিয়াম তৈরির ডেকোরেশন সহ মাছকে সিজন করিয়ে অ্যাকোরিয়ামে ছাড়ার বিষয়টি সুন্দর ভাবে হাতে কলমে দেখান হয় কর্মশালায়। এই মাছ চাষে বেকার যুবক-যুবতীরা বিনা পুঁজিতেই কিভাবে স্বাবলম্বী হবে তা জানানো হয়। এদিন রঙিন মাছের চাষবাসের উপর একটি তথ্যচিত্র দেখানো হয়। এছাড়া স্কটিশ চার্চ কলেজের বোটানি বিভাগের প্রথম বর্ষের ছাত্র অগ্নিদ্যুতি হালদারের তৈরি বিভিন্ন গাছের উপর স্লাইড শো হয়। প্রশিক্ষণে উপস্থিত ছিলেন ডক্টর সঞ্জিত দাস শাস্ত্রী, এডিএফ ডক্টর সুব্রত সরকার, গৌর হরি হালদার, কবিতা হালদার, ইতিহাস গবেষক বিশ্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ফুল বিশারদ কমলকৃষ্ণ বিশ্বাস।

পশ্চিমবঙ্গ মাছ চাষে অন্যতম

নিজস্ব প্রতিনিধি : পশ্চিমবঙ্গ কৃষিকাজ ও মাছচাষের দিক থেকে ভারতবর্ষের মধ্যে অন্যতম। এখানে মাছ চাষ অনেক বিস্তৃত। পশ্চিমবঙ্গের জলবায়ু ও পরিবেশের তারতম্য অনুযায়ী মিষ্টি জল,নোনা জল,সামুদ্রিক ও পাহাড়ি অঞ্চলের বিভিন্ন ঝোড়াতে বিভিন্ন প্রজাতির মাছ চাষ করা হয়ে থাকে,যার স্থানীয় ও বৈদেশিক দু-ধরনের বাজারই আছে।মাছ চাষমূলত: ছোটবড়ো পুকুর, দীঘি, বিল ইত্যাদি জায়গায় হয়ে থাকে।

এই সবের পাশাপাশি উত্তর-২৪ -পরগনা , দক্ষিণ-২৪-পরগনা,পূর্ব-মেদিনীপুরে যেখানে মাছের একটি ভালো বাজার আছে সেখানে খালগুলিতে বিজ্ঞানসম্মতভাবে পরিকল্পনামাফিক মাছ চাষ করা সম্ভব । এই খালগুলি জলসেচের কাজেও লাগে যা পুরো কৃষিকাজের জলের চাহিদার ১৭ % পূরণ করে ও মাছ চাষের জন্য ভীষণভাবে উপযুক্ত। মূলত পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ক্ষুদ্রসেচ দপ্তর অথবা জলসম্পদ দপ্তর থেকে মজা খাল থাকলে তা সংস্কার করানো অথবা নতুন খাল খনন করানো যেতে পারে।এই খালগুলিতে চাষীরা সংঘবদ্ধ হয়ে বিভিন্ন গ্রুপ তৈরির মাধ্যমে মাছ চাষ করে জীবন ও জীবিকা দুই নির্বাহ করতে পারেন। খালগুলির মধ্যেও দুটি ভাগ আছে ১) মরসুমি খাল (যেগুলি বৃষ্টির জলধারণ করে ও ৬ মাস জল থাকে),বহুবর্ষজীবীখাল (সারা বছর জল থাকে)। গেছে যে উত্তর ও দক্ষিণ-২৪-পরগনা জেলার একটি অনেক বড়ো অংশ দখল করে আছে এইখালগুলি।যদি সঠিকভাবে এই খালগুলি পরিচালনা করা যায় তাহলে একটা বড়ো অংশের মানুষ এই খালে মাছ চাষ করে ও খালের জল তার পার্শবর্তী চাষের জমিতে ব্যবহারের মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহ করতে পারেন। খালগুলির পাড়ে কিছু সবজি (শশা, কুমড়ো , ঢেড়শ, নারকেল ইত্যাদি) লাগিয়ে ভূমিক্ষয় রোধ করে পাড়গুলিকে মজবুত রাখা যেমন সম্ভব তেমন এই সবজি চাষ থেকে কিয়দাংশে উপার্জনও সম্ভব, এবং এই কাজগুলিতে গ্রামের মহিলারা সহজেই অংশগ্রহণ নিতে পারবেন।

খালগুলির মধ্যে কিছু আছে মিষ্টি জলের খাল ও কিছু নোনা জলের খাল। এই খালগুলিতে চাষ করতে হলে প্রথমে আমাদের সেটি কি প্রকৃতির খাল তা নির্ধারণ করতে হবে, এরপর খালটিতে প্রতি ১ কিলোমিটার জলাশয়ের আয়তন অনুযায়ী সেটিকে বাঁশের পাটা ও নাইলন জাল দিয়ে ঘিরে একটি করে গ্রুপ তৈরি করে তাদেরকে সেখানে মাছ চাষে নিযুক্ত করা যেতে পারে।এইভাবে প্রতিটি খালের যা আয়তন তার ভিত্তিতে প্রতিটি খালপিছু যতগুলি গ্রুপ হচ্ছে তাদেরকে বিজ্ঞানসম্মতভাবে মাছ চাষে নিযুক্ত করতে হবে। এই ছোট ছোট গ্রুপগুলি নিয়ে একটি এসোসিয়েশন তৈরি করে সুষ্ঠুভাবে গ্রুপগুলি ও খালগুলি পরিচালনা করা যেতে পারে। খালের গভীরতা যেন মাছ চাষের উপযুক্ত (৬-৮ ফুট) হয় সেটি অবশ্যই দেখে নিতে হবে। নোনা খালগুলিতে আমরা ভেটকি, পার্শে ইত্যাদি চাহিদাবান প্রজাতির মাছ চাষ করতে পারি, মিষ্টি জলের খালগুলিতে পলিকালচার হিসাবে গলদা চিংড়ি ও রুই কাতলার চাষ করা যেতে পারে, এছাড়াও পাবদা,গলদা চিংড়ির মনোকালচার করা যেতে পারে। খালগুলিতে চাষের সময় একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় লক্ষ্য রাখতে হবে, যে খালগুলি নদীর সাথে যুক্ত অথবা যেগুলি বন্যায় ভেসে যায় সেখানে কখনোই তিলাপিয়া,পাঙ্গাস ইত্যাদি আক্রমনাত্বক (ইনভেসিভ) বা কোনো বৈদেশিক প্রজাতির মাছ চাষ করা যাবে না।

এই খালগুলিতে ছোট ছোট খাঁচাতে (Cage culture) শিঙি, কই, দেশি মাগুর, ট্যাংরা ইত্যাদি প্রজাতির মাছ চাষে মহিলাদের নিয়োজিত করা যেতে পারে। যদি অনেক বড়ো আয়তনের খালে কেউ চাষ করেন তবে সেক্ষেত্রে মাছ আহরণে ও খাল পরিচালনাতে অনেক সমস্যা হয়ে থাকে। সর্বশেষে বলা যায় আমাদের রাজ্যের প্রধান মাছ উৎপাদন জেলাগুলিতে যে বিপুল পরিমান আয়তনের খাল আছে সেগুলিকে সঠিক ব্যবহারের দ্বারা বিপুল কর্মসংস্থান ও মাছের উৎপাদন বাড়ানো সম্ভব।

সাগরে পঞ্চায়েতের বোর্ড গঠনে নতুন মুখ

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত ১০ আগস্ট দক্ষিণ ২৪ পরগণার সাগর ব্লকের সব পঞ্চায়েত বোর্ড গঠন হল। প্রধান ও উপপ্রধানের ক্ষেত্রে এবারে নতুন মুখকেই প্রাধান্য দিয়েছে শাসক তৃণমূল কংগ্রেস। নীচে প্রতিটি পঞ্চায়েতের প্রধান ও উপপ্রধানের নাম দেওয়া হল।

১) ঘোড়ামারা গ্রাম পঞ্চায়েত
প্রধান-আম্বিয়া খাতুন বিবি (নতুন মুখ)
উপপ্রধান-সঞ্জীব সাগর
২) মুড়িগঙ্গা-১ গ্রাম পঞ্চায়েত
প্রধান-অনিল দাস(নতুন মুখ)
উপপ্রধান-শিবশংকর রক্ষিত(নতুন মুখ)
৩) মুড়িগঙ্গা-২ গ্রাম পঞ্চায়েত
প্রধান-গোবিন্দ মন্ডল
উপপ্রধান-অলকা মন্ডল
৪) ধসপাড়া সুমতিনগর-১ গ্রাম পঞ্চায়েত
প্রধান-রাধারানী জানা(নতুন মুখ)
উপপ্রধান-অমিত ঘোড়ুই(নতুন মুখ)
৫) রামকরচর্ক গ্রাম পঞ্চায়েত
প্রধান-সন্ধ্যা মাইতি (এক্স কর্মাধ্যক্ষ)
উপপ্রধান-দেবকুমার গায়েন (নতুন মুখ)
৬) ধসপাড়া সুমতিনগর-২ গ্রাম পঞ্চায়েত
প্রধান-স্বপন পাত্র (নতুন মুখ)
উপপ্রধান-বিপিন পড়ুয়া
৭) রুদ্রনগর গ্রাম পঞ্চায়েত
প্রধান-নমিতা হাজরা
উপপ্রধান-অনুরাধা দলুই (নতুন মুখ)
৮) বংকাটা গ্রাম পঞ্চায়েত
প্রধান-প্রতিমা মাইতি (নতুন মুখ)
উপপ্রধান-সজল কান্তি বারিক
৯) গঙ্গাসাগর গ্রাম পঞ্চায়েত
প্রধান-অঞ্জলি সিংহ (নতুন মুখ)
উপপ্রধান-হরিপদ মন্ডল

ক্যানিং মহকুমায় স্বাধীনতা দিবস

নিজস্ব প্রতিনিধি : ক্যানিং মহকুমার বিভিন্ন এলাকায় যথাযোগ্য মর্যাদার সঙ্গে পালিত হল ৭৭ তম স্বাধীনতা দিবস। বাসন্তীর চুনাখালি হাইস্কুলে অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয়ের এক অনুষ্ঠানে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার নব নির্বাচিত সভাধিপতি নিলীমা বিশাল মিস্ত্রী। উপস্থিত ছিলেন বিদ্যালয়ের প্রধান তথা শিক্ষারত্ন শিক্ষক নিমাই মালি, চুনাখালি পঞ্চায়েত প্রধান দিপালী বৈরাগী, উপপ্রধান নরেশচন্দ্র নস্কর সহ অন্যান্যরা। গোসাবার শম্ভুনগর পঞ্চায়েত এলাকার একাধিক সরকারি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে পালিত হয় স্বাধীনতা দিবস। জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন শম্ভুনগর পঞ্চায়েতের নবনির্বাচিত উপ প্রধান চিত্ত ওরফে বরুণ প্রামাণিক।ক্যানিংয়ে বিধায়ক পরেশ রাম দাসের উদ্যোগে বিধায়ক ভবনে পালিত হয় স্বাধীনতা দিবস।জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন বিধায়ক। উপস্থিত ছিলেন ক্যানিং ১ পঞ্চায়েত সমিতির নবনির্বাচিত সভাপতি উত্তম দাস, সহ সভাপতি নিলীমা মিস্ত্রী, জেলাপরিষদ সদস্য সুশীল সরদার, ক্যানিং ১ ব্লক তৃণমূল যুব সভাপতি অরিত্র বসু সহ অন্যান্যরা। ক্যানিংয়ের সরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নিউ ইন্ট্রিগ্রেটেড গভঃ স্কুলে। পতাকা উত্তোলন করেন ক্যানিংয়ের মহকুমা শাসক প্রতিক সিং। উপস্থিত ছিলেন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টার সুরজিৎ ভড়, নিউ ইন্ট্রিগ্রেটেড গভঃ স্কুলের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক অভিজিৎ দাস সহ অন্যান্য বিশিষ্টরা। অন্যদিকে স্বাধীনতার বীর শহীদদের প্রতি

সম্মান জানিয়ে ক্যানিংয়ের দিঘিরপাড় অঞ্চল যুব তৃণমূল কংগ্রেস এক রক্তদান উৎসবের আয়োজন করে। দ্বিতীয় বর্ষের এই রক্তদান উৎসবে ৯১ জন রক্তদাতা স্বেচ্ছায় রক্তদান করেন। উপস্থিত ছিলেন দিঘীরপাড় পঞ্চায়েতের নবনির্বাচিত পঞ্চায়েত প্রধান শিলাদিত্য রায়, উপপ্রধান বিশ্ব দাস, সৌভিক হালদার সহ অন্যান্যরা। রক্তদান উৎসব কমিটির সম্পাদক তন্ময় দাস (দীপু) জানান, যে সমস্ত বিপ্লবীরা তাঁদের রক্ত দিয়ে দেশের স্বাধীনতা অর্জন করছিলেন সেই ঋণ কোনদিনও শোধ হবে না। তাঁদের আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা সমবেদনা জানিয়ে আমাদের এই মহতি রক্তদান উৎসব।'

রপ্তানিতে শক্তি বাড়বে অর্থনীতির

নিজস্ব প্রতিনিধি : ২০৩০-এর মধ্যে দুই ট্রিলিয়ন রপ্তানি ছোঁয়ার লক্ষ্য এই শীর্ষক একটি আলোচনা সভায় উপস্থিত ছিলেন প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সুরেশ প্রভু। মার্চেন্ট চেম্বার অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি বণিক মহলের সদস্যরা এদিনের আলোচনা সভায় তুলে ধরেন রপ্তানি বিষয়ক বিভিন্ন তথ্য। শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী বন্দরের চেয়ারম্যান রথেন্দ্র রামন রপ্তানি সংক্রান্ত বহু তথ্য তুলে ধরে বলেন, যত সুন্দর ব্যবস্থাপনা তৈরি করা যাবে তত রপ্তানি আরও বাড়বে। তাই বন্দরগুলিকে ঢেলে সাজানোর ব্যবস্থা নিয়েছে কর্তৃপক্ষ। সকলেই রপ্তানিতে আশার আলো দেখছেন এবং রপ্তানি হৃষ্টপুষ্ট হলে বাড়বে অর্থনৈতিক পরিকাঠামো যা ভারতের কাছে ভবিষ্যতে হয়ে উঠবে এক এগিয়ে যাওয়ার পথ।

বাজি ক্লাস্টার

প্রথম পাতার পর

তখন থেকেই বিভিন্ন বাজি শ্রমিক সংগঠনের সঙ্গে নবান্নর আধিকারিকরা কথা বলে এই ক্লাস্টার তৈরির সিদ্ধান্তে আসে। সেই জমি পরিদর্শনেই এসেছিলেন এসপি এবং ডিএম।

প্রসঙ্গত, গত বুধবার দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার বারুইপুরের হাড়ালেও বাজি ক্লাস্টার তৈরির জন্য জেলা শাসক সুমিত গুপ্তা প্রশাসনিক আধিকারিকদের নিয়ে একটি জমি পরিদর্শনে যান। সরকারের এই উদ্যোগে বাজি কারিগররা অত্যন্ত খুশি।

পুজো কমিটির দায়িত্বভার নিয়ে মারপিঠ

উজ্জ্বল বন্দোপাধ্যায় : গড়দেওয়ানিতে পুজো কমিটির দায়িত্ব ভার কার হাতে থাকবে

এই নিয়ে বচসা ও মারপিটের ঘটনায় আহত বেশ কয়েকজন ভর্তি হাসপাতালে। বুধবার বেলায় জয়নগর ২ নং ব্লকের বকুলতলা থানার গড়দেওয়ানি পঞ্চায়েতের গড়দেওয়ানি দক্ষিণ পাড়াতে পুজো কমিটির দায়িত্ব ভার নিয়ে দুই পক্ষের মধ্যে প্রথমে বচসা ও পরে মারপিঠের ঘটনাকে ঘিরে এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়ায়। খবর পেয়ে ঘটনা স্থলে বকুলতলা থানার পুলিশ চলে আসে। আর এই ঘটনায় দুপক্ষের বেশ কয়েকজন আহত হন। আহতদের প্রথমে নিমপীঠ রামকৃষ্ণ গ্রামীন হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকেরা কলকাতা হাসপাতালে স্থানান্তরিত করেন।আর সেখানেই বর্তমানে চিকিৎসা চলছে। আর এই ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে বকুলতলা থানার পুলিশ।

বার্তা দিলেন

প্রথম পাতার পর

আর মাঝখানে রয়েছে উত্তর চব্বিশ পরগণা জেলা শহর বারাসত। যেখানে সব মিলিয়ে মিশিয়ে রয়েছে। এক এক জায়গায় এক এক রকম অর্থনীতি, মানুষের জীবন যাত্রার মান, সমাজনীতি, সংস্কৃতির ধরণ একটু আলাদা। আমাদের কাজ হল এদের সবাইকে নিয়ে মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যে উন্নয়নটাকে পৌঁছে দিতে চান, সেই উন্নয়নকেই প্রত্যেক মানুষের ঘরে ঘরে যাতে পৌঁছায় সেই ব্যবস্থা করা চাই। এর পাশাপাশি জেলা পরিষদের নির্বাচিত সদস্যগণ সহ ২২টি পঞ্চায়েত সমিতি এবং ১৯১টি গ্রাম পঞ্চায়েতকে পাশে পেতে চাই। আমরা সবাই মিলেই তো একটা পরিবার। তাই আমরা সবাই মিলে এই জেলাকে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশ এবং পরামর্শ নিয়ে রাজ্যের এক নম্বরে নিয়ে যেতে চাই। এটাই আমার চ্যালেঞ্জ।'

কলেজের অধ্যক্ষের সাথে দুর্ব্যবহার করার অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি : কলেজের অধ্যক্ষকে হুমকি দেওয়ার অভিযোগ উঠল কলেজেরই কয়েকজন অশিক্ষক কর্মীর বিরুদ্ধে। ঘটনাটি ঘটেছে দক্ষিণ ২৪ পরগনার বাসন্তী থানার কুলতলী সুকান্ত কলেজে। ইতিমধ্যেই ওই বিষয়টি নিয়ে বাসন্তী থানাতে অভিযোগ জানিয়েছেন কলেজের অধ্যক্ষ। ঘটনা তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। অভিযুক্ত ওই দুই অশিক্ষক কর্মীর নাম ফিরোজ খান ও সইফুদ্দিন খান। ফিরোজ ওই কলেজের গার্ড এবং সাইফুদ্দিন ওই কলেজের পিয়ন। উল্লেখ্য কলেজে অধ্যক্ষ হিসেবে যোগদানের পর থেকেই অধ্যক্ষের সঙ্গে যথেষ্ট দুর্ব্যবহার করেন ওই দুইজন। গত ১৮ মাস ধরে ওই দুই অশিক্ষক কর্মীর দুর্ব্যবহার স্বীকার বলে জানিয়েছেন অধ্যক্ষ। এ বিষয়ে অধ্যক্ষ ধ্রুবরঞ্জন

হোতা বলেন, 'আমি কলেজে যোগদানের পর থেকে বিভিন্ন বিষয়ে আমাকে ওই দুজন অপমান করার চেষ্টা করে থাকেন। বারবার ওনাদেরকে বুঝিয়ে বলার পরও কোন কাজ হয়নি। শুক্রবার ওনারা কলেজে দেরিতে আসেন। এবং তা নিয়ে বলতে গেলেই অশ্লীল ভাষায় আক্রমণ করা হয় আমাকে।' তবে অভিযুক্ত ওই দুজন অধ্যক্ষের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করার কথা অস্বীকার করেছেন।

গাছ পড়ে জখম

নিজস্ব প্রতিনিধি : শুক্রবার বিকালে ক্যানিং-বারুইপুর রোডে চলন্ত অটোর উপর আস্ত একটি খিরীচ গাছ হুড়মুড় করে পড়ে গুরুতর জখম হলেন ৫ অটোযাত্রী। জখমদের মধ্যে দুই অটোযাত্রীর অবস্থা সঙ্কট জনক। স্থানীয়রা তালদির ঋষিরাজ নস্কর ও গোসাবার চন্ডিপুর এলাকার পবন গায়েন কে উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যায়। স্থানীয় সুত্রে জানা গিয়েছে, ক্যানিং-বারুইপুর রোডের পাশে জেসিবি গাড়ি দিয়ে মাটি খুঁড়ে বিশুদ্ধ পানীয় জলের পাইপ বসানোর কাজ চলছিল বেলেগাছি এলাকায়। সেখানে একটি খিরীচ গাছের গোড়া থেকে মাটি আলগা হয়ে যায়। অন্যদিকে বারুইপুর থেকে যাত্রী বোঝাই অটোটি ক্যানিংয়ের দিকে আসছিল। আচমকা খিরীচ গাছ হুড়মুড় করে ভেঙে পড়ে চলন্ত অটোর উপর। কিভাবে এমন মর্মান্তিক ঘটনা ঘটলো সে বিষয়ে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

আম্বেদকর মেধা পুরস্কার

নিজস্ব প্রতিনিধি : উত্তর ২৪ পরগনা জেলা বারাসাত রবীন্দ্র ভবনে অনগ্রসর শ্রেণি কল্যাণ ও আদিবাসী উন্নয়ন দপ্তরের উদ্যোগে পশ্চিমবঙ্গ সরকার ডঃ বি আর আম্বেদকর মেধা পুরস্কার প্রদান করা হয়। এই অনুষ্ঠান মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন মহকুমা শাসক সোমা সাউ, প্রকল্প আধিকারিক অমাত্য চক্রবর্তী, এন.ডি.সি সুরেন্দ্রনাথ পতি, ডি.আই.সিও পল্লব পাল, অতিরিক্ত জেলাশাসক প্রমুখ। ডঃ বি আর আম্বেদকরকে শ্রদ্ধা জানানো হয় সঙ্গীতের মধ্য দিয়ে। তার প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করেন সরকারী আধিকারিকরা। মেধা

পুরস্কার পান অর্ক মণ্ডল, সমাদৃতা সেন, সুচেতনা রায়, শুভ্রনীল মজুমদার, সৃজনী দাস প্রমুখ। এই ধরণের ৯৩ জন ছাত্র ছাত্রীদের হাতে মেধা পুরস্কার তুলে দেন সরকারী আধিকারিকরা। প্রকল্প আধিকারিক সফল ছাত্র ছাত্রীদের কাছে দেশ গড়ার জন্য এগিয়ে আসার আবেদন করেন।

মানুষের জন্য রক্তদান

নিজস্ব প্রতিনিধি : বারাসত পুরসভার অন্তর্গত ২৬ নম্বর ওয়ার্ড এলাকায় বারাসত ডাকবাংলো মোড় ব্যবসায়ী কল্যাণ সমিতির উদ্যোগে ১৩ আগস্ট রবিবার মিলন ভবনে অনুষ্ঠিত হয় রক্তদান, চক্ষু পরীক্ষা, দন্ত পরীক্ষা এবং ফিজিওথেরাপি। উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন আনন্দময় দিব্যপুরুষ সমীরেশ্বর ব্রহ্মচারী, ডাঃ সৌরভ চক্রবর্তী, কার্তিক দত্ত, ডাঃ তন্ময় চট্টোপাধ্যায়, ডাঃ সৌভিক দাস, সম্পাদক সৌরভ গুহ, ভগবানলাল প্যাটেল, সভাপতি আশিস ভরদ্বাজ সহ আরো অনেকে। অভিজিৎ নাগচৌধুরী বলেন, ডাকবাংলো মোড় এলাকার দোকানদারদের এবং

পথচলতি মানুষের দীর্ঘদিনের দাবি ছিল ডাকবাংলো মোড়ে এলাকায় একটা সুলভ শৌচালয়। সেই দাবি মাথায় রেখে বারাসত পুরসভার উদ্যোগে আগামী মাসে শৌচালয়ের কাজ শুরু করা হবে। এইকাজের জন্য প্রায় ৩ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হবে। রক্তদান করেন ৮৫ জন, চক্ষু পরীক্ষা করান ৬০ জন, দন্ত পরীক্ষা করান ৬০ জন, ফিজিওথেরাপি করান ৬০ জন।

স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি : প্রাক স্বাধীনতা যুগে বুড়ুল ছিল বিপ্লবী তৈরির আঁতুরঘর। বিপ্লবী সূর্য সেনের সহযোগী শহিদ অনুরূপ সেন ছিলেন কর্মকাণ্ডের মূল হোতা। তিনি দীর্ঘ দিন পরিচয় গোপন করে বুড়ুল স্কুলে শিক্ষকতা করেছেন। শুধু ইংরেজ বিরোধী আন্দোলন নয়, সেই সঙ্গে গড়ে তোলেন অনেক সামাজিক প্রতিষ্ঠান। সেই সূত্র ধরে বুড়ুল সমাজ কল্যাণ সমিতি বীর শহিদ স্বাধীনতা সংগ্রামীদের স্মৃতির উদ্দেশ্যে রক্তদান শিবিরের আয়োজন করে। গত ১৩ আগস্ট। এই রক্তদান শিবির আয়োজনে সক্রিয় সহযোগী ছিল বাখরাহাট লায়ন্স ক্লাব। বেহালা লায়ন্স ক্লাবের নিজস্ব ব্লাড ব্যাঙ্ক থেকে বহু মানুষ ন্যায্য মূল্যে পরিষেবা পেয়ে থাকে। সেই লায়ন্স ক্লাব এ বছর রক্ত সংগ্রহ করে। ১০৫ জন রক্তদাতা তাদের রক্তদান করে অচেনা অজানা মুমূর্ষ মানুষদের সঙ্গে রক্তের বন্ধনে আবদ্ধ হন। উল্লেখ থাকে যে বুড়ুল সমাজ কল্যাণ সমিতি প্রতিবছর রক্তদান শিবিরের আয়োজন করে থাকে। উক্ত শিবিরে বাখরাহাট লায়ন্স ক্লাবের পক্ষ থেকে উপস্থিত ছিলেন সভাপতি সুপ্রিয় রায়, কোষাধ্যক্ষ অশোক দাস এবং চেয়ারম্যান কাজল দত্ত।

খাবার ও বস্ত্র বিতরণ

নিজস্ব প্রতিনিধি : স্বামী বিবেকানন্দের বিখ্যাত বাণী 'জীবে প্রেম করে যেজন, সেই জন সেবিছে ঈশ্বর'-কে সঙ্গী করে ভারতের ৭৭তম স্বাধীনতা দিবসে আধুনিক সঞ্চয়িতা ও চেতনা ফাউন্ডেশনের যৌথ উদ্যোগে

বিখ্যাত রামকৃষ্ণপুর ঘাট এবং হাওড়া ডুমুরজলা স্টেডিয়াম সংলগ্ন স্থানে প্রায় ৩০০ জন দুঃস্থ পথচারী শিশু ও অভুক্ত মানুষকে দুপুরে খাবারের প্যাকেট দেওয়া হয়। এরই সাথে ওই অনাথ শিশু ও প্রৌঢ়াদের বস্ত্র বিতরণ করা হয়। আধুনিক সঞ্চয়িতার যুগ্ম সম্পাদক সায়ন কুণ্ডু ও অরুণেশ অধিকারী বলেন, তাঁদের এই কর্মপ্রয়াসে যাঁদের অবদান বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য তাঁরা না থাকলে এই কর্মকাণ্ড একেবারেই সম্ভব হতো না। উল্লেখ্য এই উদ্যোগে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেয় বঙ্গভূমি সাহিত্য পত্রিকা, মঙ্গলদীপ সাহিত্য পত্রিকা নব দিগন্ত পরিবার ও বিশ্ব বাংলা সাহিত্য মঞ্চ। বিশ্ব বাংলা সাহিত্য মঞ্চের সহ সম্পাদক অর্ণব দত্ত, সহদেব দোলুই, সুরজিৎ কোলে, রিয়া দলপতি, অধ্যাপিকা মৌসুমী বীর, ঈশান পাল, রাজু হোড়, সুস্মিতা সিংহ, বীথি সুন্দর রায়, শুভ্র ব্যানার্জী প্রমুখরা ঐদিন মধ্যাহ্নে মুষলধারে বৃষ্টির মধ্যে ও সংগঠনের নবীর যুবক যুবতীরা গঙ্গার ঘাটে অভুক্ত গরিব শিশু ও দিনমজুরদের খাওয়ানোর ব্যবস্থা করেন।

স্বাধীনতা দিবসে তেরঙ্গার ঢেউ বর্ধমানে

দেবাশিস রায় : ভারতের ৭৭ তম স্বাধীনতা দিবস উদযাপন উপলক্ষ্যে মঙ্গলবার পূর্ব বর্ধমান জেলাজুড়ে তেরঙ্গার ঢেউ নজর কাড়ল। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন সদর শহর বর্ধমান সহ জেলার বিভিন্ন প্রান্তে বেশ কিছু জায়গায় ভারতের ত্রিবর্ণ রঞ্জিত পতাকার অনুকরণে সুদীর্ঘ সংস্করণ সহ বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা বের হয়। বর্ধমান শহরের এই শোভাযাত্রায় তেরঙ্গা সুদীর্ঘ সংস্করণটির আয়তন ছিল তিন হাজার বর্গ মিটার। এই জেলার ভাতার বাজার এলাকায় এরকমই একটি শোভাযাত্রায় আয়োজিত তেরঙ্গা সংস্করণের দৈর্ঘ্য ছিল ২৫০ ফুট। এই উদ্যাপনায় পিছিয়ে ছিল না জেলার সীমান্তবর্তী

মহকুমা শহর কাটোয়াও। এই শহরে বিগত কয়েক বছর ধরে এরকমই নজরকাড়া শোভাযাত্রার আয়োজন হচ্ছে। এবারে কাটোয়া শহরের উদ্যোক্তাদের শোভাযাত্রায় আয়োজিত তেরঙ্গা সংস্করণটির দৈর্ঘ্য ছিল ৩০০ ফুট। গেরুয়া, সাদা এবং সবুজ রঙের কাপড় এবং অপরের সঙ্গে লম্বালম্বিভাবে সেলাই করে এবারের সংস্করণ তৈরি হয়েছে। কোথাও তেরঙ্গা কাপড়ে তৈরি এই সংস্করণের ওপর অশোক চক্রের অনুকরণেও আঁকা হয়। প্রতিটি জায়গায় উদ্যোক্তাদের সুদীর্ঘ সংস্করণটির দু'পাশ হাতে ধরে নিয়ে শোভাযাত্রা সহকারে দীর্ঘ পথ অতিক্রম করেছেন। দেখে মনে হচ্ছিল দীর্ঘ পথজুড়ে যেন তেরঙ্গার ঢেউ খেলে যাচ্ছে। এই অসাধারণ দৃশ্য এলাকাবাসীর নজর কেড়ে নেয়। এরই পাশাপাশি জেলার সর্বত্রই সরকারি ও বেসরকারি বিভিন্ন দপ্তর, সংস্থা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ক্লাব, গণ সংগঠন সহ একাধিক রাজনৈতিক দলের পক্ষ থেকে যথাযথ মর্যাদায় দেশের স্বাধীনতা দিবস উদযাপন করা হয়।

স্বাধীনতা দিবস উদযাপন

নিজস্ব প্রতিনিধি : উত্তর ২৪ পরগনা বারাসত জেলা শাসকের দপ্তরে ৭৭তম স্বাধীনতা দিবস উদযাপন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত

ছিলেন বারাসতের সাংসদ ডাঃ কাকলী ঘোষ দস্তিদার, এডিএম(ডি) শ্যামা পরভিন, এদিন জেলা পরিষদ ইন্দ্রনীল ভট্টাচার্য, এন ডি সি সুরেন্দ্রনাথ পতি, মহকুমা শাসক সোমা সাউ, মণিশ মিশ্র, সঞ্চালক ডিআইসিও পল্লব পাল। পতাকা উত্তোলন করেন শ্যামা পারভিন। উদ্বোধনী সঙ্গীত পরিবেশন করেন পুলিশ দল। আবৃত্তি পাঠ করেন স্তব আবৃত্তি গোষ্ঠীর শিশুরা। জাতীয় সঙ্গীতের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি হয়। এই অনুষ্ঠানে ৫০ জন প্রতিযোগী শিল্পীদের শংসাপত্র দেওয়া হয়।

মহানগরে

পাথুরিয়াঘাটায় বাড়ি ভেঙে মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিনিধি : উত্তর কলকাতার ২৪ নম্বর ওয়ার্ডের ৬৫বি, পাথুরিয়াঘাটা স্ট্রিটের নেতাজী স্ট্যাচুর কাছে একটা পুরনো বাড়ির বারান্দার একাংশ ভেঙে এক মহিলার মৃত্যু হয়েছে। ১৬ আগস্ট রাত পৌনে ১১টা নাগাদ ১০০ বছরের অধিক সময়ের পুরনো পাঁচতলা বাড়িটির তিনতলার বারান্দার একাংশ ভেঙে পড়ে। ধ্বংস স্তূপের নীচে চাপা পড়েন এক দম্পতি ইলা ও অজয় আগারওয়াল। ওদিকে ঘরে আটকে পরে তাদের নাবালক ছেলে রাঘব। দমকল, বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী ও পুলিশ কর্মীরা প্রায় ৪ ঘণ্টার চেষ্টায় ওই ৩জনকে উদ্ধার করে। গুরুতর জখম ওই দম্পতিকে কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে মহিলা(৪৮) মৃত বলে ঘোষণা করা হয়। চিকিৎসাধীন রয়েছেন তার স্বামী অজয় আগারওয়াল। এদিকে কলকাতা পৌরসংস্থা অনেকদিন আগেই এই বাড়িকে 'বিপজ্জনক বাড়ি' বলে ঘোষণা করে তারও বোর্ডও বাড়িটিতে আটকে দেওয়া হয়েছিল। ১৭ আগস্ট বৃহস্পতিবার সকালে সেখানে আসেন কলকাতা পৌরসংস্থার বিল্ডিং দফতরের দায়িত্বপ্রাপ্ত কলকাতার মহানাগরিক ফিরহাদ হাকিম। তিনি এলাকার লোকজনের সঙ্গে কথা বলেন। কিন্তু এই ঘটনার পরেও স্থানীয় ৪ নম্বর বরোর বিল্ডিং দফতরের এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার সানতনু বোড়াল সেখানে না আসায় মহানাগরিক তাকে সাসপেন্ড করেছেন বলে খবর। এদিকে, এই ধরনের ভগ্নপ্রায় বাড়ির ভাড়াটিয়াদের আশ্বস্ত করে মহানাগরিক বলেন, এটা আমাদের দুর্ভাগ্য যে পৌরসংস্থা থেকে এতো করে বলার পরও জানছেন না লোকে যে, আমাদের যদি বিপজ্জনক বাড়ি হয়, তবে যারা ভাড়াটিয়া আছে,তাদের প্রত্যেকের জন্য এখন আইন তৈরি হয়ে গিয়েছে যে, সার্টিফিকেট অফ অকুপেনসি দিয়ে দেওয়া হচ্ছে। অর্থাৎ আপনি এখানে থাকতেন, তার সার্টিফিকেট দিয়ে দেওয়া হবে। এবং সেটা কলকাতা পৌরসংস্থার অ্যাসেসমেন্ট বুকেও নথিভুক্ত হয়ে যাবে। আর তারপর যখনই এই বাড়িটি ডেভলপাররা ডেভেলপমেন্ট করবে, তখনই এই বাড়ির ভাড়াটিয়াদের সুনিশ্চিত করতে হবে, যে, যতটা স্কোয়ার ফিটে তারা বসবাস করত, ততোটা স্কোয়ার ফিট জায়গা, তাদের দিতে হবে। এবং প্ল্যানের মধ্যেই তাদের নাম গুলি দিয়ে, তাদের রেকর্ড থাকবে।

হকারদের এবার আইনি স্বীকৃতি

নিজস্ব প্রতিনিধি: দীর্ঘ দেড় দশকের ভাবনাচিন্তার পর ১১ নভেম্বর কলকাতা পৌর এলাকার পথ হকারদের 'সচিত্র সার্টিফিকেট অফ ভেন্ডিং' দেওয়া হল। কেন্দ্রীয় পৌরভবনে মহানাগরিক ফিরহাদ হাকিম, হকার্স পুনর্বাসন স্কিমের মেয়র পারিষদ সদস্য দেবাশিস কুমার ও টাউন ভেন্ডিং কমিটি চেয়ারম্যান পৌর মহাধ্যক্ষ বিনোদ কুমার এবং কো-চেয়ারম্যান মেয়র পারিষদ দেবব্রত মজুমদারের হাত দিয়ে এদিন নিউমার্কেট ভেন্ডিং জোনের পাঁচ জনকে, উত্তর কলকাতার শ্যামপুকুর-হাতিবাগান ভেন্ডিং জোনের ১০ জনকে এবং গড়িয়াহাট ভেন্ডিং জোনের ৪জনকে মোট ১৯ জনকে এদিন সচিত্র ভেন্ডিং সার্টিফিকেট তুলে দেওয়া হল। আগামীদিনে ধাপে ধাপে কলকাতা শহরের নথিভুক্ত সর্বমোট ৫৯ হাজার পথ হকারদের এই ভেন্ডিং সার্টিফিকেট দিয়ে পথে ব্যবসা করার আইনি অধিকার দেওয়া হবে। মহানাগরিক জানান, এই সার্টিফিকেট পাওয়ার পরে কেউ যদি তাঁর নির্দিষ্ট ভেন্ডিং জোনে'র বাইরে গিয়ে হকারি করে এবং নির্দিষ্ট করে দেওয়া ১৫ স্কোয়ার ফিটের অধিক জায়গা দখল করে, তবে তার সার্টিফিকেট বাতিল হবে। যাদবপুর, টালিগঞ্জ, বেহালা ও জোকাসহ কলকাতা পৌর এলাকার ৫৮টি গুরুত্বপূর্ণ রোড জংশন থেকে ৫০ ফুট ছেড়ে হকারদের বসতে হবে। তবে মেয়র পারিষদ দেবাশিস কুমার বলেন, কলকাতা পৌর এলাকার ছোটোবড়ো সমস্ত ক্রসিং থেকে ৫০ ফুট ছেড়ে হকারদের বসতে হবে। এবং সার্টিফিকেটে নেচার অফ বিজনেস' যে বিষয়ের কথা উল্লেখ আছে, তারই বিজনেস করতে হবে। এবং ১১ আগস্ট থেকে একবছর বাদে ৫০০ টাকা ফিজ জমা দিয়ে এই সার্টিফিকেট গুলি নবীকরণ করতে হবে। তবে এবার থেকে ইচ্ছে মতো যত্রতত্র ডালা পেতে হকারদের বসার দিন শেষ। সার্টিফিকেটে ভেন্ডিং জোন হিসাবে যে জায়গার নাম লেখা আছে, সেখানে বসতে হবে। নিয়মানুযায়ী এই সার্টিফিকেটে যার নাম লেখা আছে, তারাই একমাত্র হকারি করতে পারবে। তবে ডালা ভাড়া খাটানো বা ডালা বিক্রি করার দিন এবার শেষ হল। যদি এমন কোনও সার্টিফিকেট ধরা পরে তবে সেই সার্টিফিকেট বাতিল হবে।

এবারও পুলিশের তালিকায় গুরুত্ব পেল না বেহালা চৌরাস্তা ক্রসিং

বরুণ মণ্ডল

মুখ্যমন্ত্রীর মুখে বেহালা কনজেসটেড এরিয়া। অথচ তাঁরই পুলিশ দফতরে তার কোনও প্রতিফলন নেই। কলকাতা শহরের গুরুত্বপূর্ণ রোড জংশনের ৫৮টি ক্রসিং-এর যে প্রস্তাবিত তালিকা কলকাতা পুলিশের তরফ থেকে প্রকাশিত হয়েছে, তাতে তারাতলা-ডায়মন্ড হারবার রোড ক্রসিং দিয়ে শেষ হয়েছে। ফলে ডায়মন্ড হারবার রোড বরাবর তারাতলা মোড় থেকে জোকা ঢালাই পোল পর্যন্ত দীর্ঘ প্রায় ৯ কিলোমিটার পথে বেহালা-চৌরাস্তা মোড় সহ প্রায় ৮টি ছোটোবড়ো ক্রসিং-এর একটিও এই তালিকায় স্থান পেল না।

এই তালিকায় যে ৫৮টি ক্রসিং-এর নাম আছে তার অধিকাংশই হয় মধ্য কলকাতা নয় তো মধ্য-উত্তর কলকাতার ক্রসিং। শ্যামবাজার পাঁচ মাথার মোড়, বিধান সরণির একাধিক ক্রসিং, চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনিউ'র একাধিক ক্রসিং, লেনিন সরণি, বি বি গাঙ্গুলি স্ট্রিট, জওহরলাল নেহরু রোড, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র ও আচার্য জগদীশচন্দ্র বোস রোড, ব্রেবোর্ন রোডের একাধিক ক্রসিং, কার্জন পার্ক ক্রসিং, রফি আহমেদ কিদওয়াই রোড, মহাত্মা গান্ধী রোডের একাধিক ক্রসিং, পার্ক সার্কাস পাঁচ মাথার মোড়, নারকেল ডাঙা মেন রোড, সিআইটি রোডের একাধিক ক্রসিং, কাঁকুরগাছি-থ্রি এ বাস স্ট্যান্ড ক্রসিং, শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি রোড, রাসবিহারী অ্যাভিনিউ'র একাধিক ক্রসিং ইত্যাদি। ওই তালিকায় সুদীর্ঘ ডায়মন্ড হারবার রোডের মাত্র দু'টি ক্রসিংয়ের উল্লেখ রয়েছে। ডায়মন্ড হারবার রোড-মোমিনপুর ক্রসিং আর ডায়মন্ড হারবার রোড-তারাতলা রোড ক্রসিং। যদিও কলকাতা পৌরসংস্থার হকার্স পুনর্বাসন স্কিম দফতরের মেয়র পারিষদ দেবাশিস কুমার বলেন, কলকাতা পৌর এলাকাস্থিত ছোটোবড়ো যতগুলি ক্রসিং আছে প্রতিটি থেকে, হাসপাতালের লাগোয়া জায়গা গুলি থেকে এবং প্রত্যেকটি মেন জংশন থেকে নির্দিষ্ট রূপে ৫০ ফুট ছেড়ে হকার্সদের বসতে হবে। আর এই ছেড়ে দেওয়া ৫০ ফুটের মধ্যে যদি কোনও হকার বসে বা কোনও দোকানদার তাদের মালপত্র রাখেন, তাহলে সেইসব মাল আবশ্যিক রূপে বাজেয়াপ্ত করা হবে।

মশা রোধে মিলিটারিদের আবেদনে সাড়া কলকাতা পৌরসংস্থার

নিজস্ব প্রতিনিধি : মশাবাহিত রোগ ডেঙ্গু ম্যালেরিয়া চিকনগুনিয়া প্রতিরোধে প্রশিক্ষণ ও সহায়তা সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে ১০ আগস্ট কলকাতা পৌরসংস্থার কেন্দ্রীয় পৌরভবনে আসেন সিনিয়র এক্সিকিউটিভ মেডিক্যাল অফিসারে'র (আলিপুরস্থিত কমান্ড হাসপাতাল ও কলকাতাস্থিত অন্যান্য মিলিটারি স্টেশন) অফিসার কমান্ডিং লেফটেন্যান্ট কর্ণেল বন্দনা কুমারী ও অন্যান্য মিলিটারি অফিসাররা। তিনি কলকাতা পৌরসংস্থার স্বাস্থ্য দফতরের মেয়র পারিষদ অতীন ঘোষের সঙ্গে ডেঙ্গুর বাহক এডিস ইজিপ্টাই মশার লার্ভা নিবারণ সংক্রান্ত বিষয়ে সময়োপযোগী এক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক করেন। ওই বৈঠকে পৌর স্বাস্থ্য দফতরের ভেক্টর কন্ট্রোল বিভাগের প্রধান ডা.দেবাশিস বিশ্বাস, মুখ্য পৌর স্বাস্থ্য আধিকারিক ডা. সুব্রত রায়চৌধুরী ও অন্যান্য আধিকারিকরা উপস্থিত ছিলেন। কলকাতা পৌরসংস্থার ভেক্টর

কন্ট্রোল বিভাগের আধিকারিকদের দ্বারা মশাবাহিত রোগ প্রতিরোধে কলকাতা পৌরসংস্থার প্রশিক্ষণ ব্যবস্থায় কর্ণেল বন্দনা কুমারী সন্তোষ প্রকাশ করেন বলে পৌরসংস্থার আধিকারিকদের সূত্রে জানা যায়। মশাবাহিত রোগ প্রতিরোধে তাদের ইন্টিগ্রেটেড ভেক্টর ম্যানেজমেন্ট' টিমকে প্রশিক্ষণে পৌর স্বাস্থ্য ও ভেক্টর কন্ট্রোল বিভাগের তরফে সহযোগিতা করার জন্য বন্দনা কুমারী স্বাস্থ্য দফতরের মেয়র পারিষদকে বলেছেন বলে পৌরসংস্থা সূত্রে খবর। প্রশিক্ষণের বিষয়ে কলকাতা পৌরসংস্থা সার্বিকভাবে সহযোগিতা করবে বলে উপ-মহানাগরিক অতীন ঘোষ জানিয়েছেন। কলকাতা শহরের একাধিক মিলিটারি আবাসনের আবাসিকরা গতবারের মতো এবারও ডেঙ্গু আতঙ্কে কাঁপছেন। তাই ৪ আগস্ট স্বাস্থ্য দফতরের মেয়র পারিষদ অতীন ঘোষকে চিঠি দিয়েছিলেন লেফটেন্যান্ট কর্ণেল বন্দনা কুমারী। কলকাতা পৌরসংস্থা এলাকায় ১৮ টির বেশি মিলিটারি প্রতিষ্ঠান রয়েছে। তার মধ্যে ১৭২ একর জায়গা জুড়ে রয়েছে কেবল ফোর্ট উইলিয়াম। ঠিক মতো পরিষ্কার না হওয়ায় গতবার প্রায় ১০ জন সৈনিক ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়। ডা. রায়চৌধুরী জানান, মৌলালিতে ভেক্টর কন্ট্রোল বিষয়ে মিলিটারিদের নিয়ে মোট চারটি ভাগে দু'দিনের প্রশিক্ষণ হবে। উল্লেখ্য, ফোর্ট উইলিয়াম সহ কলকাতা মিলিটারি স্টেশনে মশাবাহিত রোগ প্রতিরোধ ও মোকাবিলা ইন্টিগ্রেটেড ভেক্টর কন্ট্রোল ম্যানেজমেন্ট, ন্যাশনাল সেন্টার ফর ভেক্টর বোর্ন ডিজিস কন্ট্রোল - ২০২২ নির্দেশিকা অনুসারে করা হয়। রোগ প্রতিরোধে প্রয়োজনে স্থানীয় ও রাজ্য স্বাস্থ্য কর্তৃপক্ষের সহযোগিতার ওপরও বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয় বলে চিঠিতে উল্লেখ করা হয়েছে। এবার মিলিটারিরাও সে পথেই হাঁটল।

প্রাক্তন সেনাকর্তাদের সম্বর্ধনা

নিজস্ব প্রতিনিধি : নেহেরু যুব কেন্দ্র দক্ষিণ কলকাতার তত্ত্বাবধানে চেতলার হিন্দ সংঘের সহযোগিতায় মেরা মাটি মেরা দেশ কর্মসূচি পালন করা হল চেতলা হিন্দ সংঘের প্রাঙ্গণে। দিনের এই অনুষ্ঠানে সহযোগী হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্স এবং সিআরপিএফের ব্যাটেলিয়ান সহ উচ্চপ্রদস্থ আধিকারিকেরা। বিএসএফ ও সিআরপিএফ এর জওয়ানসহ তাদের প্রাক্তন কর্তারা প্রথমে ই পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সূচনা করে। স্বাগত ভাষণ প্রদান করেন মেরু যুব কেন্দ্র দক্ষিণ কলকাতার ভারপ্রাপ্ত ডিস্ট্রিক্ট ইয়ুথ অফিসার প্রিয়াঙ্কা ঘোষ। বক্তব্য রাখেন হিন্দ সংঘের সভাপতি প্রণব ভূষণ গুহ এবং প্রাক্তন পুলিশ কর্তা প্রভাত দত্ত তার মহতি ভাসন প্রদান করেন। এছাড়াও দেশের প্রতি কর্তব্য নিয়ে বক্তব্য রাখেন সেন্ট্রাল পুলিশ ফোর্সের অ্যাসিস্ট্যান্ট কম্যান্ডার যোগেন্দ্র কুমার প্যাটেল এবং বিএসএফের সাব ইন্সপেক্টর রামন গাংওয়ার। এশিয়ান যোগা রিসার্চ ইনস্টিটিউট এর প্রধান উজ্জ্বল কুমার ঘোষ যোগার মাধ্যমে শরীর সুস্থ রাখা নিয়ে বক্তব্য রাখেন। উল্লেখ্য হিন্দ সংঘে শুরু হতে চলেছে যোগা চিকিৎসা কেন্দ্র তারও শুভ উদ্বোধন ঘটে এই দিন। বিশেষভাবে সমবর্ধনা জ্ঞাপন করা হয় বিএসএফের প্রাক্তন কর্তা মনোরঞ্জন সাহা এবং সিআরপিএফ এর প্রাক্তন কর্তা ইন্সপেক্টর ডিকে বিশ্বাসকে। এছাড়াও সম্মাননা জানানো হয় এলাকার প্রাক্তন সেনাবাহিনীর জওয়ান উপেন্দ্রার সিংকে। এলাকার বিভিন্ন জায়গায় কৈলাস বিদ্যামন্দিরের ছাত্রদের এবং প্রণবানন্দ মার্শাল আর্ট অ্যান্ড যোগা অ্যাসোসিয়েশনের চেতলা হিন্দ সংঘ শাখার ছাত্র-ছাত্রীদের সাথে বৃক্ষরোপণ করা হয়। হিন্দ সংঘ প্রাঙ্গণের কিছু মাটি সহ এলাকার কয়েকটি জায়গার মাটি সংগ্রহ করা হয় যা দিল্লিতে অমৃতবাটিকা তৈরি করতে সাহায্য করবে। সবশেষে যুব সমাজের কর্তব্য এবং দেশের প্রতি সকলের কর্তব্য নিয়ে শপথ বাক্য পাঠ

করানো হয়। অনুষ্ঠান শেষ হয় জাতীয় সংগীতের মাধ্যমে। অন্যদিকে, এই কর্মসূচি পালন করে নেহেরু যুব কেন্দ্র উত্তর কলকাতাও। বিএসএফ-এর প্রাক্তন কর্তা রথীন্দ্রনাথ ঘোষ, বায়ু সেনার প্রাক্তন ক্যাপ্টেন শারিফুল ইসলামকে সম্মাননা জ্ঞাপন করা হয় এবং সিআইএসএফ-এর স্বর্গীয় রাজকুমার যাদবকে মরনোত্তর সম্মানে ভূষিত করা হয়। এদিনের এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ১২ নং ওয়ার্ডের পুর প্রতিনিধি মীণাক্ষি গঙ্গোপাধ্যায়, নেহেরু যুব কেন্দ্রের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য অধিকর্তা রাজীব মজুমদার, পার্ট ইনস্টিটিউশনের প্রধান শিক্ষক সুপ্রিয় পাঁজা সহ অন্যান্যরা। সকল অতিথি এবং সংগঠনের যুব আধিকারিক প্রিয়াংকা ঘোষ বৃক্ষরোপণ কর্মসূচিতে সামিল হন এবং সবাই মিলে এলাকার মাটি সংগ্রহ করেন।

লেন্স বার্তা

নাচে গানে : ক্যালকাটা ইন্টার লিঙ্কের বিশেষ শিশুদের নিয়ে পালন করা হল স্বাধীনতা দিবস। উপস্থিত ছিলেন ছাত্রছাত্রীসহ সকল শিক্ষকেরা।

দেশমাতৃকা : এ বছরের ১৫ আগস্টে জাতীয় পতাকার সঙ্গে অলিতে গলিতে দেদার চলল ভারত মাতার পুজো।

আঁতুরঘর : দিনে দিনে বাড়ছে ডেঙ্গুর প্রকোপ, চার পাশের জমা জল নিয়ে তৎপর কলকাতা পুরসভা, তৎসত্ত্বেও জল জমছে ছাউনির প্লাস্টিকে।

ছবি : অভিজিৎ কর

ক্লান্তি আমার ... : চলন্ত গাড়িতে ঝুলন্ত ঘুম। দেশপ্রিয় পার্কের কাছে।

ভোগান্তি : অল্প একটু বৃষ্টি হলেই এলাকার প্রধান রাস্তা জলের তলায় চলে যায়। তা ঠেলেই পথচারীদের যাতায়াত। ১৭ আগস্ট মহেশতলা পৌরসভার ১৩২ নম্বর ওয়ার্ডের নুঙ্গি হাই স্কুলের সন্নিকটের চ্যাটার্জী পাড়া।

ছবি : অরুণ লোধ

জানা-অজানা সফরে

নানা রঙের ছবির কোলাজ বুকে নিয়ে হাতছানি দিচ্ছে জঙ্গল ঘেরা লবনধার

দেবাশিস রায়

দেয়ালে দেয়ালে নানা রঙে আঁকা রাশি রাশি ছবি।সেসব নিয়েই প্রকৃতিপ্রেমীদের হাতছানি দিচ্ছে জঙ্গল ঘেরা লবনধার গ্রাম।প্রকৃতি রক্ষার শপথ নিয়ে এই গ্রামের বাসিন্দাদের বছর তিনেক আগে এক ব্যতিক্রমী ধারায় পথ চলা শুরু হয়েছিল।স্থানীয় একটি এন জি ও'র তত্বাবধানে শতাধিক পরিবারের প্রায় প্রতিটি বাড়ির দেয়ালেই নানা রঙে আঁকা ছবির মাধ্যমে যেভাবে পরিবেশ-প্রকৃতি সচেতনতা এবং সংস্কৃতির পাঠ ছড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা হয়েছে তাকে কুর্নিশ জানাতেই হয়। প্রকৃতিদরদী গ্রামবাসীদের এই প্রচেষ্টার কাহিনি এক জায়গাতেই থেমে থাকেনি।সেই কথা একটু একটু করে দূরদূরান্তে ছ।িয়ে প।ার সঙ্গেসঙ্গেই জনমানসে আগ্রহ বা।তে থাকে।এককথায়, এই মুহূর্তে বর্ষাস্নাত সবুজে সবুজে মোড়া লবনধার গ্রামকে কেন্দ্র করে প্রকৃতিপ্রেমী পর্যটকরা যথেষ্টই কৌতূহলী।পূর্ব বর্ধমান জেলার সীমান্তবর্তী বুদবুদ থানার অধীন তথা আউসগ্রাম ২ ব্লকের দেবশালা পঞ্চায়েতের অন্তর্গত লবনধার গ্রাম। সুপ্রাচীন এই গ্রামের চারিপাশ ঘন জঙ্গল দিয়ে ঘেরা।শাল, সেগুন, শিশু, মহুয়া, পলাশ, শিমূলে ছাওয়া সেই গহিন অরণ্যের বুক চিড়ে যাওয়া প্রায় তিন কিলোমিটার ছায়াঢাকা শুনশান পথ পেরিয়ে তবেই লবনধার গ্রামের নাগাল পাওয়া যায়। স্থানীয় বাসিন্দাদের দাবি, লবনধার গ্রামটি চার শতাধিক বছরের পুরনো।অন্য জায়গা থেকে কিছু মানুষ এসে এখানে বসতি গড়ে তুলেছিল। গ্রামের নামকরণের পিছনে নানা মতের প্রচলন থাকলেও প্রকৃতিকে রক্ষার লড়াইয়ে সকলেই ঐক্যমত।গ্রামে প্রাচীন শিবমন্দিরের মতো সেকালের কিছু কিছু স্থাপত্যকীর্তির নিদর্শন এখনও রয়েছে।মানকর কিংবা পানাগ। স্টেশন থেকে পিচঢালা স।কপথে গাড়িতে ঘন্টা খানেকের জার্নিতে প্রেমগঞ্জ আসার পর বুনোপথে নামতেই সে যেন এক অনবদ্য নৈসর্গিক অনুভূতি। তরুছায়ায় পথে যেতে যেতে এক লহমায় ভুলিয়ে দেয় কংক্রিটের জঙ্গলে বসবাসের যাবতীয় একঘেয়েমি আর ক্লান্তিকে। প্রকৃতিপ্রেমীর মন হয়ে উঠবে উদাসী।আপনমনে গুনগুনিয়ে উঠবে সপ্তপদীর সেই কালজয়ী গানের কলি-এই পথ যদি না শেষ হয়'..., কিংবা কবিগুরুকে স্মরণ করে গাইতেই হবে কোথাও আমার হারিয়ে যাওয়ার নেই মানা...।' ছায়াশীতল বুনোপথে পায়ে পায়ে একসময় লবনধার পৌঁছে গেলেই দেখা যাবে নানারঙের অসংখ্য দেয়ালচিত্র। কোনও সুদীর্ঘ দেয়ালজুড়ে আঁকা রয়েছে গ্রাম্য জীবনযাপনের দৃশ্যপট।কোথাও আদিবাসী সংস্কৃতির ছোঁয়া মনে করিয়ে দেবে মানব সভ্যতার প্রাচীন সত্তাকে। কোনও দেয়ালজুনে ছড়িয়ে রয়েছে বন্য প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ সহ পৌরাণিক নানা উপাখ্যানের টুকরো টুকরো ঘটনার দৃশ্যাবলী। শিল্পীরা তাঁদের রঙ-তুলির পরশে প্রতিটি দেয়ালেই ভিন্ন ভিন্ন বার্তা সযত্নে ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করেছেন। এসবই সম্ভব হয়েছে প্রকৃতিপ্রেমী গ্রামবাসীদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায়। স্থানীয় সূত্রে জানা

গিয়েছে, এলাকার কয়েকজনকে নিয়ে গঠিত একটি এন জি ও'র উদ্যোগে ২০২১ সালে পরিবেশ-প্রকৃতি রক্ষার শপথ নেওয়া হয়েছিল।উক্ত এন জি ও'র সভাপতি তথা পেশায় শিক্ষক অর্ণব ঘোষ বলেন, আমাদের লবনধার গ্রামের চারিপাশেই গভীর জঙ্গল।নানাকারণে সেই অরণ্যসম্পদ নষ্ট হয়ে যাচ্ছিল। তারপর এলাকার পরিবেশ ও প্রকৃতিকে রক্ষার জন্য আমরা সাধারণ মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করে তুলতে সক্ষম হই। এজন্য বছরে একাধিকবার সেমিনার আয়োজনের পাশাপাশি বাসিন্দাদের বা।রি দেয়ালে আঁকা ছবির মাধ্যমেও ঘরে ঘরে প্রকৃতি-পরিবেশ রক্ষা বিষয়ক সচেতনতার বার্তা পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা করা হয়। এবারও কিছুদিনের মধ্যেই প্রায় একশো শিল্পীর সমন্বয়ে এলাকার দেড় শতাধিক দেয়ালে পরিবেশ রক্ষা ও সংস্কৃতি বিষয়ক আরও ছবি আঁকার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে।আমরা চাই, এখানকার অরণ্যের সৌন্দর্য উপভোগ সহ পরিবেশ সচেতন এলাকাবাসীর নান্দনিক কাজকর্ম প্রত্যক্ষ করতে লবনধার গ্রামে আরও বেশি সংখ্যক প্রকৃতিপ্রেমীর আগমণ ঘটুক।শুধুমাত্র প্রকৃতিপ্রেমী পর্যটকদের সুবিধার জন্য এখানে একটা হোম স্টে'র (ফোন নং-৮৪৩৬১৮৭৩৯৪) ব্যবস্থা রয়েছে এবং এজন্য অগ্রিম বুকিং আবশ্যক।এই পরিবেশ আন্দোলনের সঙ্গে রয়েছেন যুক্ত রয়েছেন সুমন মণ্ডল।তিনি বলেন, লবনধার গ্রামে আমার মামার বাড়ি। ছোট থেকেই সেখানে বেড়ে ওঠার সময় বুঝেছি প্রাকৃতিক পরিবেশকে রক্ষা করার গুরুত্বটা। গ্রামবাসীরা এখন অনেক বেশি প্রকৃতি সচেতন হয়ে উঠেছে। ভাতার এলাকার বাসিন্দা প্রকৃতিপ্রেমী তথা সমাজসেবক হুমকুমার রাণা সম্প্রতি লবনধার গ্রামে আয়োজিত পরিবেশ বিষয়ক দু'দিনের একটি সেমিনারে অংশগ্রহণ করতে গিয়েছিলেন। তিনি বলেন, পরিবেশ রক্ষায় জনসচেতনতা বৃদ্ধিমূলক ব্যতিক্রমী কাজকর্মে লবনধার গ্রাম অন্যান্যদের পথ দেখাচ্ছে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, অচিরেই লবনধার গ্রাম দেশব্যাপী প্রকৃতিপ্রেমীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হবে।

মাঙ্গলিকী

দম্পতির সৃষ্টিশীলতা ছিল প্রদর্শনীর প্রাণ

উজ্জ্বল সরদার : শিল্পী অভিনেতা দ্যুতিমান ভট্টাচার্যের আঁকা ছবি ও ওনার স্ত্রী রোশনি দাস ভট্টাচার্যের বুটিক আরবিই'-র পোশাক সংগ্রহ নিয়ে কলকাতার আইসিসিআর-এর বেঙ্গল গ্যালারিতে তিন দিনের বিশেষ প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হল। প্রদর্শনী চলল ১১ থেকে ১৩ আগস্ট বিকাল ৩টা থেকে রাত্রি ৮টা পর্যন্ত।

এই প্রদর্শনীতে সবসময় দর্শক ছিল পরিপূর্ণ। শিল্পী অভিনেতা দ্যুতিমান ভট্টাচার্য আদতে একজন উচ্চপদস্থ আইপিএস পুলিশ অফিসার। চূড়ান্ত ব্যস্ততার কর্মময় জীবনেও তিনি নিয়মিত সৃষ্টিশীল কাজেই মেতে থাকেন। প্রদর্শনীর শুরুতেই ওনার আঁকা ৩৯টি ছবি স্থান পেয়েছিল এই প্রদর্শনীতে। অ্যাক্রেলিক, কোলাজ, কার্টুন ছবির এক অপূর্ব সমাহার ছিল এই প্রদর্শনীতে। ব্যক্তিমানুষ, পোষ্য প্রাণী, সমকালীন সমাজ ও অন্যান্য বিষয় নির্ভর ছবিগুলি মনোযোগ কেড়ে নিয়েছে সকলের।

প্রদর্শনীতে ছবি কেনারও সুযোগ পেয়েছেন দর্শকরা। প্রদর্শনীর দ্বিতীয় অংশ রোশনি দাস ভট্টাচার্যের 'আরবিই' বুটিকের শাড়ি, কুর্তি, জামা, জুতা ও অন্যান্য পোশাকের সংগ্রহে ভরিয়ে তোলা হয়। এই অংশেও প্রদর্শনীর পাশাপাশি বিক্রির বন্দোবস্ত করা হয়। শাড়ির সংগ্রহ ছিল সত্যিই চোখ ধাঁধানো। বাঙলার ফুলিয়া, শান্তিপুর, বর্ধমান, ধনেখালির হাতে বোনা তাঁতের শাড়ি; পুরুলিয়ার তুঁষের শাড়ি, শান্তিনিকেতনের কাঁথাস্টিচের শাড়ি, বাটিক শাড়ি, বাঁকুড়ার বালুচুরি শাড়িগুলির নজরকাড়া সংগ্রহ ছিল দেখার মতো।

এছাড়াও পশ্চিমবঙ্গের বাইরে গুজরাটের ভুজোদি ও আজ্রাখ, ওড়িশার হাতে বোনা শাড়ি, লক্ষ্মৌ-এর চিকণকারী শাড়ি, দক্ষিণ ভারত ও উত্তর পূর্ব ভারতের বিভিন্ন ধরণের শাড়ির অনবদ্য সংগ্রহ এখানে ছিল। পূজার আগের মরশুমে শাড়ি পোশাকের এমন বিবিধ সংগ্রহ পেয়ে শহর কলকাতার মানুষজন খুশি। স্বামী-স্ত্রী দুজনে মিলেই জীবনের প্রতিটা দিন যে বিবিধ সৃষ্টিকর্মে মেতে আছেন তার এক ঝলক দেখার সুযোগ মিলল এই প্রদর্শনীতে।

রোটারি ক্লাবের আন্তঃস্কুল প্রতিযোগিতা

নিজস্ব প্রতিনিধি : রোটারি ক্লাব অফ ক্যালকাটার উদ্যোগে রোটারি সদনে ১০ আগস্ট মৈত্রী শিক্ষক আন্তঃ স্কুল সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা আয়োজন করা হয়েছিল। ২০টি বিদ্যালয়ের শতাধিক ছাত্রছাত্রী তাৎক্ষণিক বক্তৃতা, কুইজ এবং আবৃত্তি প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে। উপস্থিত ছিলেন সংস্থার সভাপতি কনক দত্ত। সভাপতির ভাষণ প্রদান করেন বিনোদবিহারী দত্ত। সংস্থার যুব কমিটির চেয়ারপারসন তথা যাদবপুর ইউনিভার্সিটির তথ্যপ্রযুক্তি বিষয়ের প্রফেসর শাশ্বতী মুখার্জী স্বাগত ভাষণ প্রদান করে। প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন প্রফেসর সমিত রায় এবং অতিথি ছিলেন প্রফেসর পবিত্র সরকার। বেলতলা গার্লস হাইস্কুলের ইন্দ্রানী রায় তাৎক্ষণিক বক্তৃতায় প্রথম স্থান অধিকার করেন এই বিষয়ে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন বালিগঞ্জ গভর্মেন্ট হাই স্কুলের স্বস্তিক চক্রবর্তী। কুইজে প্রথমস্থান অধিকার করে জে এস এম এস বয়েজ টাকি হাউসের অর্ণব দাস এবং আকাশ বিশ্বাস, এই বিভাগে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে শ্রীরামপুর গার্লস হাই স্কুলের অপলা দত্ত এবং অনন্যা মণ্ডল। আবৃত্তি প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান অর্জন করে ডিপিএস হাওড়ার বন্ধন মুখার্জি এবং দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে, হোলি চাইল্ড ইনস্টিটিউটের মৌগনি ভৌমিক। সকল অংশগ্রহণকারীকে শংসাপত্র প্রদান করা হয়। ছাত্রছাত্রীরা সকলেই অংশগ্রহণ করতে পেরে খুবই আপ্লুত।

শরৎ চন্দ্রের বাসভবনে মহানায়ক স্মরণ

শ্রেয়সী ঘোষ : বাংলা ছবির মহানায়ক উত্তম কুমার। অসংখ্য ছবির তিনি নায়ক। শিল্পীর এই পরিচয়ের পাশেও আরেকটি পরিচয় রয়েছে। তিনি বাংলা ছবির সফল প্রযোজক, সফল পরিচালক, সফল সুরকার। চিত্রনাট্য লেখাতেও তিনি পারদর্শী। তার এই সবগুণের বর্ণনা দিয়ে বিস্তারে আলোচনা করলেন বাংলা ছবির জনপ্রিয় অভিনেতা ও অধ্যাপক ড. শঙ্কর ঘোষ। শরৎ চন্দ্রের বাসভবনে শরৎ সমিতি আয়োজিত এই আলোচনা চক্রে শুক্রবার ১১ আগস্ট ড. শঙ্কর ঘোষ তার বক্তব্যে এইসব দিকগুলিকে তুলে ধরলেন শ্রোতাদের সামনে। টানা এক ঘণ্টা বক্তৃতার পর তিনি শোনালেন উত্তম প্রযোজিত, পরিচালিত এবং সুরারোপিত কয়েকটি ছবির নির্বাচিত গান। যার মধ্যে রয়েছে ওগো তুমি যে আমার, এই পথ যদি না শেষ হয়, যাই চলে যাই, ভোলা মন মন আমার, সেই বাসর নেই বাঁশরী নেই প্রভৃতি গানগুলি। মন্ত্রমুগ্ধের মতো শ্রোতারা শুনলেন এই মনোজ্ঞ অনুষ্ঠান। শুরুতেই স্বাগত ভাষণ দিলেন শরৎ সমিতির সম্পাদক মাননীয় ড. শ্যামল কুমার বসু।

রামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠে নিবেদিতা প্রসঙ্গ

নিজস্ব প্রতিনিধি : প্রতিমাসের তৃতীয় বুধবার রামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠের অভেদানন্দ হলে পুণ্য জীবন কথা শীর্ষক আলোচনা সভা বসে। আলোচক প্রখ্যাত অভিনেতা, লেখক, গায়ক, অধ্যাপক ড. শঙ্কর ঘোষ।

আগস্ট মাসে পুণ্য জীবন কথায় তিনি স্মরণ করলেন ভগিনী নিবেদিতাকে। এক ঘণ্টার এই সান্ধ্য অধিবেশনে নিবেদিতার জীবনকে সুন্দরভাবে তুলে ধরা হল। কথার ফাঁকে ফাঁকে গান শোনান তিনি। সেই তালিকায় রয়েছে একবার বিরাজগো মা, জয় রামকৃষ্ণ রামকৃষ্ণ বল আমার মন, জয় বিবেকানন্দ সন্ন্যাসী, আর কিছু নাই, বাংলার মাটি বাংলার জল, মায়ের দেওয়া মোটা কাপড়, কামনা যে জন প্রভৃতি গানগুলি। শিল্পীকে তবলায় সহযোগিতা করলেন সুকমল দাস।

"উমার পৃথিবী"নারী ক্ষমতার উত্তরণ

নিজস্ব প্রতিনিধি : ১৮ জুলাই গিরিশমঞ্চে অনুষ্ঠিত হল নারিকেলডাঙ্গা নর্থ পাঞ্চালী প্রযোজিত ও সম্পূর্ণ মহিলা শিল্পী দ্বারা নির্মিত নাটক "উমার পৃথিবী"। পরাণ বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত নাটক "উমার পৃথিবী" অন্ধকারে থাকা মানুষদের আলোর দিশা দেখায়।নাটকটি শুরু হয় গৃহকর্ত্রী ছন্দার কণ্ঠে "এই আকাশে আমার মুক্তি আলোয় আলোয়" গানটির দু কলি দিয়ে। বাড়ির পরিচারিকা উমাকে সে শিক্ষার আলোয় আলোকিত করার নিরন্তর প্রচেষ্টা চালায়। কিন্তু বাধাপ্রাপ্ত হয়। বাড়ির পরিচারিকাকে লেখাপড়া শেখানোর বিষয়টি প্রাচীন পন্থী ছন্দার শাশুড়িমার বিশেষ পছন্দ হয় না। এই নিয়ে শাশুড়ি বউমার বচসা শুরু হয়। দৃশ্যটি বেশ উপভোগ্য হয়। শাশুড়ি বনাম বউমার যুদ্ধ তো কোনোদিনই থামবার নয়। যথারীতি এক্ষেত্রেও থামে না-উত্তরোত্তর বাড়তে থাকে। অগ্নিতে ঘৃতাহুতি দিতে এগিয়ে আসে ছন্দার দেওর শঙ্করের বিএ পাশ প্রেমিকা নীলা। উমার লেখাপড়া শেখাটা সেও সহজ ভাবে মানতে পারে না, গ্রাম্য সহজ সরল মেয়েটাকে নানাভাবে ছোট করতে থাকে। লেখাপড়া শেখার জন্য ছন্দার কাছে উমার আর্তি ফ্ল্যাশ ব্যাক

সিনটির মাধ্যমে সুন্দর ও মানবিক ভাবে দেখান হয়েছে। শঙ্করেরও ইচ্ছা উমা লেখাপড়া শিখে নিজের পায়ে দাঁড়াক। ছন্দার এই উক্তি নীলা মানতে পারে না। শুধু তাই নয় শঙ্করের এই ইচ্ছাটাকে উমার প্রতি শঙ্করের দুর্বলতা বলে কলুষিত করে। ছন্দা নীলাকে নানাভাবে বোঝানোর চেষ্টা করেও ব্যার্থ হয়।হীন ষড়যন্ত্রের শিকার হয়ে ছন্দা উমাকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিতে বাধ্য হয়। মঞ্চে বিষাদের আবহ তৈরি হয়ে যায়। এইবারে আসে নাটকের আসল টুইস্ট। মনিব ছন্দার কাছে যেটুকু প্রাথমিক শিক্ষা পেয়েছিল সেই জ্ঞানটুকুকেই উমা উজাড় করে দিতে চেষ্টা করে তারই মত পরিচারিকা সাবিত্রী-নূপুরদের মধ্যে। লড়াই করে নিজের মত ভাবে উমা সৃষ্টি করতে চায় এক নতুন পৃথিবী।

উমার চরিত্রে প্রিয়াঙ্কা সরোজ যথাযথ ভাবে মানানসই সুন্দর অভিনয় করেছেন। অঞ্জু চ্যাটার্জী দজ্জাল শাশুড়িমার চরিত্রটিতে বেশ দাপটের সঙ্গে অভিনয় করেছেন। শিক্ষিত, মার্জিত, আধুনিক মনস্কা, স্নেহশীলা গৃহকর্ত্রী ছন্দার চরিত্রে অরুন্ধতী চৌধুরী প্রাণ ঢেলে অভিনয় করেছেন। এই নাটকের নির্দেশকও তিনি। নীলার নেগেটিভ ক্যারেক্টারটি সুপ্রিয়া পাল অনবদ্য ভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। কাজের লোক সাবিত্রীর চরিত্রে সুজাতা ঘোষ এবং নূপুরের চরিত্রে অষ্টমী মাঝি প্রানবন্ত অভিনয় করেছেন। আবহ ভাবনায় অঞ্জু চ্যাটার্জী, প্রয়োগে অমিত ঘোষ, পোশাক পরিকল্পনায় সুপ্রিয়া পাল, মঞ্চসজ্জায় রাজীব ঘোষ, আলোক প্রক্ষেপণে তপন ভট্টাচার্য্য ছিলেন। নারিকেলডাঙ্গা নর্থ পাঞ্চালীর কর্ণধার শ্রীঅরবিন্দ ঘোষের নেতৃত্বে এবং সমস্ত শিল্পী ও কলাকুশলীদের সম্মিলিত প্রয়াসে সমগ্র নাটকটি এক বিশেষ মাত্রা পেয়েছে।

মানুষের দেহ মন আত্মার সুষম বিকাশের মাধ্যম হল শিক্ষা যা প্রত্যেকটি মানুষের জন্মগত অধিকার।শুধু নিজে শিক্ষিত হলেই হবে না, শিক্ষার আলোক ছড়িয়ে দিতে হবে প্রত্যেক ঘরে। তবেই এক সুন্দর সমাজ গড়ে উঠবে। "উমার পৃথিবীর" এই বার্তা খুবই সময়োপযোগী।

সাহসী পদক্ষেপে হাজির 'দিনান্তিকা'

নিজস্ব প্রতিনিধি : স্মরণে মননে বাইশে শ্রাবণ-এর মাধ্যমে দিনান্তিকার মুখ্য উপস্থাপনা 'কণ্ঠে কণ্ঠে নিবেদিত' তুমি কোন কাননের ফুল – নন্দিনী – যাকে সংকলিত করা হয়েছে। রক্তকরবী ছাঁকা নন্দিনী হিসেবে... বাংলা নাট্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ এবং কাঠিন্যের তকমায় ভূষিত 'রক্তকরবী' কে যারা প্রথম পদক্ষেপেই শিরোধার্য করে তাদের ভিত যে বেশ শক্তপোক্ত তা উপলব্ধি করা যায়। তারা তাদের উপস্থাপনাতেও তার প্রমাণ রেখেছে। 'বহুরূপী'র-রোদ্দুর ও অমলকান্তি নাট্যের নির্দেশক গৌরীশংকর মুখোপাধ্যায়ই এদিনের নাট্য নিবেদনের সংকলক ও নির্দেশক। কণ্ঠ সামর্থে তাঁর সঙ্গে যোগ্য তাল মিলিয়েছেন নন্দিনীর ভূমিকায় অন্তরা দাশগুপ্ত, কিশোর – মাস্টার ভার্গব রায়, অধ্যাপক – বিপ্লব মন্ডল, ফাগুলাল – তাপস দাস, চন্দ্রা – মধুশ্রী মুখোপাধ্যায়, বিশু পাগল – আশিস মুখোপাধ্যায় এবং রাজার ভূমিকায় গৌরীশংকর মুখোপাধ্যায়... আর সংকলিত খণ্ডগুলির সূত্র

ধরিয়ে দেওয়ার কাজটি যাঁর কণ্ঠে নিবেদিত হয়েছে তিনি অমৃতা হালদার রায়। রাগ অনুরাগ মিউজিক আকাডেমি (যোধপুর পার্ক) মঞ্চে এদিনের সান্ধ্য শ্রদ্ধা নিবেদনের অনুষ্ঠানে প্রথমার্ধে রবীন্দ্রসংগীত পরিবেশন করেন নন্দিনী দ্বিবেদী, সুব্রত চৌধুরী, ভাস্বতী দত্ত এবং অরিন্দম মুখোপাধ্যায়। একক তালবাদ্যে বিশিষ্ট তবলাবাদক তারক সাহা।

দর্শকানুকুল্যের ঘাটতির অভিঘাত এই সময়ের সাংস্কৃতিক কর্মীদের হামেশাই সইতে হয়। বিশেষ করে শ্রাবণ- ধারা-বরিষনে-সিক্ত সন্ধ্যায়! দিনান্তিকা প্রথম প্রয়াসেই যে প্রত্যাশা জাগিয়ে তুলল তাতে পরবর্তীতে তাদের কাছে আরো কিছু আলোকিত নিবেদনের প্রত্যাশা করাই যায়।

কবিতা

স্বাধীনতা
সন্ধ্যা ধাড়া

স্বাধীনতা নয় শুধু শব্দ, নয় অতি তুচ্ছ
স্বাধীনতার প্রথম ও শেষ নির্মল স্বচ্ছ
স্বাধীনতা আনে মুক্তি, নবীন প্রাণের ছন্দ
সবাই থাক সবার জন্য অনাবিল স্বাচ্ছন্দ্য
মানে না অনাচার অবিচার, অন্যায় প্রতিবাদে সোচ্চার
নয় ভীত প্রাণ বয়ে, নির্ভীক দুর্জয় বারবার
বিবেক চেতনা সদা জাগ্রত, চিরদিন অম্লান
পরাধীনতার শৃঙ্খল ছিঁড়ে রাখা দেশমাতার সম্মান
আজ আমরা যে ভীরু, দুরু দুরু বুকে ত্রাসে
স্বাধীনতা আজ দিগভ্রান্ত পশ্চিমী হাওয়ায় ভাসে।
(ইছাপুর, দেবীতলা, উত্তর ২৪ পরগণা)

সম্পর্ক
কানন পোড়ে

দুঃখের বর্ষার যখন নামল চোখের জল
অট্টহাস্যে পুকুর জলে
রুই কাতলা নাচল বার বার।
সেদিন ব্যথার পাহাড় ভাঙতে ভাঙতে
তোমার বাণী মনে রেখে –
কাজের সাথে সম্পর্ক আষ্টেপৃষ্টে
জড়িয়ে রাখা ব্যাথা পাঁকে দিলাম পুঁতে।
দিন যায় ক্ষণ যায়
নীরবে বসে বারান্দায় মৃদুমন্দ আলো পড়ল এসে
বিরহে সমস্ত অগ্নিদাহ গেঁথে নিলাম মনে।
(আমতলা, দঃ ২৪ পরগণা)

বঞ্চনার ইতিহাস
স্বস্তিকা ঘোষ

ইট কাঠ পাথরের সভ্যতা
আজ বিবর্ণ ধ্বংসের পথে
প্রকৃতির রোষে হরপ্পা যেমন বিলীন
তেমন আমরাও একদিন ইতিহাস হব
তখন প্রদীপের নীচে আঁধারে যারা থাকে
তাদের কথাও পাঠক জানতে পারবে।
তখন ভেদাভেদ, হানাহানি, নেতৃত্বের স্পৃহা
বন্দিত হবে না নিন্দিত হবে – সময় বলবে।
(দৌলতাবাদ, বিষ্ণুপুর, দঃ ২৪ পরগণা)

ছুঁয়ে
রীণা কুণ্ডু

তোমার জন্য বাস স্টপেজে অপেক্ষা করেছি,
ছুটে ছাদে গিয়ে দাঁড়িয়েছি
খিড়কি খুলে দেখেছি,
পথে দাঁড়িয়ে রয়েছি।
বর্ষ শেষ হয়ে গেলো তবুও এলে না
অপেক্ষা করতে করতে দিশেহারা ...
পনেরোই বৈশাখ এসে আমার মাথা গাল গলা
ছুঁয়ে ছুঁয়ে ভিজিয়ে দিলে ...
তোমাকে নিজের মতো ভালবাসলাম ১৪৩০ কালবৈশাখী।
(দেশবন্ধুনগর, বর্ধমান)

সোঁদা গন্ধ
দত্তা রায়

স্বপ্নের শিকড়ে লেগে থাকে হতাশার গন্ধ
মৃত্তিকার গভীর থেকে
যে রসাস্বাদন করার ইচ্ছে ছিল
সোঁদা সোঁদা গন্ধে ভুলে গেছি সে কবে থেকেই।
আকাশকে ছোঁওয়ার স্বপ্ন ছিল,
কখনও আকাশকে নামিয়ে আনার কথা ভাবিনি
আজ মননে চিন্তনে
নিজেকে রোপন করব স্বপ্নের বুননে।
(গঙ্গারামপুর, দঃ ২৪ পরগণা)

সাদা রঙ
ভীম ঘোষ

শরীর ছুঁয়ে আছি হৃদয় স্পর্শিত কিছু কথায়।
রংবাহারী মনে রহস্যভাবে জড়িয়ে
প্রশ্ন থাকছে আঁচল পেতে রাখা ব্যাকরণে,
উচ্ছ্বাসিত উল্লাসে পদধ্বনি শুনছি পুরানো স্মৃতিপটে
অতীতের কাহিনী ঢেকে দিচ্ছে কালো রঙে
প্রতিবাদের একটি শব্দ জড়ো করেছি।
লড়াইয়ে শেষ প্রান্তে বোবা হয়ে দাঁড়িয়ে তুমি
সমস্তটাই চঞ্চলতা ঘিরে রঙের স্বাদ আলোছায়ায়।
হৃদয়ের মানচিত্র এঁকেছি সীমান্তে সাদা রঙের পোষাকে।
স্পষ্ট দেখছি নবীন ঘাসের ডগায় নতুন পৃথিবী।
(শতল, কলসা, দঃ২৪ পরগণা)

আশায় ভাসা
আব্দুল হান্নান

খেটে-খাওয়া মানুষগুলি পথে ঘোরে রোজ
জীবন নিয়ে ভাবে রাতে বাস্তব করে খোঁজ
দিনের আলোয় স্বপ্ন দেখে রাতে গোণে তারা
সুখের আশায় দুখে তাদের ঢাকে বদ্ধ কারা।
জীবন তাদের বন্দীদশায় নেই কো কোথাও ঠাঁই
ঢেউয়ের মত ধেয়ে বেড়ায় বাঁচা হয় বালাই।
সুস্থ সবল পথ যে খোঁজার কোথাও নেই বারণ,
এক চিলতে সুখের সাঁঝে লড়াই আমরণ।
এসব নিয়ে দরকার যাদের একটু ঘুরে ভাবা
মুখে তাদের প্রবল মুখর পাছে আখের থাবা।
(রামশরণপুর, দঃ২৪ পরগণা)

সংঘাত
সুনীতি কুমার পাত্র

হে অরণ্য তুমিই ধন্য, প্রাণীর প্রাণের প্রাণ
তোমার জন্য দূষণ শূন্য পৃথ্বীর অবদান
তোমার জন্য বৃষ্টি বাদল, মেঘের মাদল বাজে
উদাস হাওয়া মুক্ত হতেছে নবনীত নব সাজে
অবোধ বলেই অরণ্য-কে করেছিনু উতখাত
এখন বুঝেছি ত্রাণ নেই আর বেড়ে গেছে সংঘাত
বিপর্যয়ে পৃথিবী কাঁপিছে জনগণ অসহায়
প্রকৃতিদেবীর ধ্বংস লীলায় মানুষের প্রাণ যায়।
(নেবুতলা, দঃ২৪ পরগণা)

সবুজের ভেলা
পরিতোষ সামন্ত

যাচ্ছে ডুবে সবুজের ভেলা ধর-রে শক্ত হাল
উষ্ণায়ণে মেতেছে পৃথিবী হচ্ছে সবই বেসামাল
আগুনের গোলা ভাসে বাতাসে শুনি লু-এর পদধ্বনি
সবুজ প্রাণে লেগেছে শঙ্কা মণি-হারা দেখি ফণী
চাতক ডাকে করুণ সুরে পায় না বারি মোটে
ক্লান্ত পথিক শান্তি পেতে বৃক্ষছায়ায় ছোটে।
বিপর্যয়ের ধ্বনি শুনি নীরবে কেন করিস্ ধ্বংস সবুজ
বৃক্ষ লাগালে এ ধরণী হবে নব সৃষ্টিতে মজবুত।
(চিন্তামণিপুর, দঃ ২৪ পরগণা)

কেন নিরুদ্দেশ
কানাইলাল সুর

বিস্মৃত অতীতের রূপকথা,
কত আনন্দ কত ব্যাথা, বার বার ফিরে
আসে মনে, পরোয়ানা নিয়ে, ব্যর্থতার বিনিময়ে,
হিসাব নিতে চায়, শেষ পর্যন্ত,
আজও কেন বেঁচে নেই চির বসন্ত?
ভোরের পাখিদের অন্তরে বিকশিত
ছিল সবুজের গান, প্রান্তরের প্রান্তরে।
বেজেছিল রণরণি, সে তো জীবনের জয়ধ্বনি।
শুনিয়েছিল আকাশ, শুনিয়েছিল বাতাস।
প্রত্যাশার সীমানা ছাড়িয়ে –
মৃতদেহ গুলিও ফেলেছিল দীর্ঘশ্বাস ।
(ঘোষ পাড়া, হুগলী)

পাড়ের নৌকো
অশোকানন্দ

যে সমাজ সুস্থ জীবন দান করতে ভয় পায়
সেই সমাজকে আমি ঘৃণা করি!
সকল জন্মান্ধ শুভানুধ্যায়ীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই
আমার সকল বেদনা কম্বলের ভাঁজে লুকিয়ে রাখি
দুঃখ এলে সযতনে আলতো করে চাদরের মধ্যে
ঢুকিয়ে নিই, ভাবনাগুলোকে সমঝোতার মাঝে
সরিয়ে দেব বিভিন্ন কর্মে। সহানুভূতির নৌকো
যার ডাঁড়ের নাম সুঃখ-দরদী, আর হালের নাম সংযত
তার পালের নাম বিজয় কেতন, যে পতাকা
উড়িয়ে মহাসমুদ্র পাড়ি দিয়ে দেখায় পথ।
চলো, সমস্তরকম শান্ত-সম্ভ্রম-বিনয়
অমৃতবাণী গেয়ে পার হই পাড়ের জীবন।
(হালতু, কলকাতা)

জাগ্রত চিরন্তন
বনমালী ঘোষ

বিশ্ব জগত টানে – ঘরের বাইরে নতুন ঘর –
নেই ধন সম্পদ কিন্তু আছে ভালোবাসার ধন
বন্ধন ছেড়ে যেও না – ডাকে ঘরের মানুষজন –
বিশ্বজগতে আছে – ভালোবাসার স্বজন।
যে ভালোবাসার কাঙাল – বিচলিত মন –
প্রেমের ফাঁদে পড়বে ধরা – জাগ্রত ত্রিভুবন
বনজঙ্গল পাহাড় নদীর সাথে সম্পর্কের প্রত্যাশী
মন হারিয়ে সীমানার পাড়ে – অভিলাষী।
বাঙালী ভ্রমণে নেশা ঘোর – ভাবে বিশ্ববাসী
শিক্ষা সাহিত্য ভ্রমণের ভাষায় পারদর্শী।
ভ্রমণ বাঙালীর রক্তে – ছাড় পেলেই বাহিরমুখো
ঘরণী ভাবে ধন্য ভ্রমণ প্রবাসী – ভ্রমণেই যায় দুঃখ
একটি মাত্র জীবনে মন মানে কিংবা না মানে।
হাসি কান্নায় স্বার্থের দ্বন্দ্বে পূর্ণ জীবনে।
মানব জীবনে ব্যাথার সাগরে স্রোতধারা অবিরত-
ভ্রমণের সাথী জ্বালায় বাতি – মনেতে জাগ্রত।
(পূর্ব বর্ধমান)

টাকা মাটি মাটি টাকা
কানাই লাল সাহু

মাটি টাকা হয়েছে,
আরো জোরে মুঠো করে আছি
কুড়োচ্ছি, ছুটছি, খাচ্ছি, চিবোচ্ছি।
উটের মত জিভ চিরে রক্ত ঝরছে।
আরো চাই, আরো চাই,
মা – কোথায় বলে দাও ।
টাকাও মাটি হয়, মাটিও টাকা।
(দীনেশ পল্লী, কল-৯৩)

তোমার কাছে যেতে যেতেই
তপন কুমার দাস

তোমার কাছে যেতে যেতেই কোমর ব্যাথা
তোমার কাছে যেতে যেতেই ফুরায় কথা
তোমার কাছে যেতে যেতেই স্বপ্ন ভাঙে
তোমার কাছে যেতে যেতেই সন্ধ্যে নামে
তোমার কাছে যেতে যেতেই রাত বারোটা!
(বালিয়াডাঙ্গা, চাকদহ, নদীয়া)

বাউল মন
রীতা ঘোষাল

পাগলপারা মনটি আমার
গান গেয়ে উঠে সুখের ঘরের আগল খুলে
দুঃখ ভরা জীবন পেরিয়ে
ঘর ছেড়ে বাহির পানে, একতারাটি
সঙ্গে নিয়ে কোন সুদুরে,
অচিন দেশে ধায় সে যে পথে-প্রান্তরে
খাল-বিল নদী-নালা পাহাড়-পর্বত
কত অজানা জগত মন ছুঁয়ে যায়
বাউল মনটি আমার অসীম পানে।
(কলকাতা-৪১)

জীবন
শেফালী সরকার

বলছি সেই কবে থেকে, একটুও নেই মন?
আমার সাথেই থাকো তুমি, ইচ্ছে যতক্ষণ
এখন আমার হাতে গোণা দিলগুলো সব করছে
কত আড়ি –
যখন তখন নানা অসুখ, হাসপাতাল আর বাড়ি
কতকিছু হারিয়ে গেছে
এখন গ্রীষ্ম বর্ষা বসন্ত সব এক সময় সব এক
করেছে শরত হেমন্ত শাতও অবাক!
স্বপ্নগুলো টাইম মেশিনে মেলেছে তার পাখা
জীবনের পিঠে নামাবলী, সাত জনমের কথা লেখা।
ভাবছো কেন মূর্তি হয়ে, আমার সাথেই বেঁধেছো বন্ধন,
আমি কাজ যা আছে সব সেরে আসি,
তুমি ভাবো ততক্ষণ।
তোমার সাথেই পথ চলা, তোমার সাথেই শেষ-
বলতে বলতে চলে যাবে, রেখে কথার রেশ।
(মুর এভিন্যু, কলকাতা-৪০)

প্রথম কদম ফুল
সুদীপ কুমার চক্রবর্তী

কদম গন্ধে বর্ষা নামিয়ে আনা সহজ ছিলো তখন।
হলুদ আর সাদার সে কি সমারোহ!
ডালে ডালে সবুজ পাতার ফাঁকে থোকা থোকা কদম –
আর নিচে তলা বিছিয়ে ভিজতো বৃন্তচ্যুত।
বৃষ্টিজলে ভিজে অপার্থিব গন্ধে ভাসতো বর্ষালি সে প্রেম।
সন্ধ্যে বেলায় মেঠোপথের বাঁকে ঠায়
দাঁড়িয়ে থাকতো সেই কদমকুমারী তোমার আসার অপেক্ষায়।
রঙিন ছাতায় তুমি তখন টিউশন থেকে বাড়ি।
তুমি তখন ভুবনডাঙার একলা পথচারী ।
কালো হয়ে আসতো সারা আকাশ
টিপ টিপ টিপ বৃষ্টি হতো শুরু
হওয়ায় ভাসতো কদম ওড়া ঘ্রাণ।
প্রেম বইতো ঝড়ের সঙ্গে হলুদ জোয়ার ভাটায়।
ছড়িয়ে পড়তো অন্ধকার – মেঘলা মনের ঘরে
গাছপালা বনপথ ঝাপসা হয়ে আসতো দৃষ্টি জুড়ে।
অন্ধকার ছড়িয়ে যেত দীঘল দীঘির পাড়ে।
ঘাসে ঘাসে ঝিঁঝিঁরা সব ডাকতো সমস্বরে।
এক কিশোর তখন ছুটতো একলা চুপিসাড়ে
রঙিন ছাতায় রাইকিশোরীর বর্ষা অভিসারে।
(জয়ন্তী, গাজীপুর, হাওড়া)

রূপম কলাচক্রের ৩৮তম বর্ষবরণ

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত ৫ আগস্ট দক্ষিণ শহরতলির বাটানগর স্পোর্টস ক্লাবে রূপম কলাচক্র তাদের ৩৮তম বর্ষবরণ অনুষ্ঠান উদযাপন করল। নৃত্য, আবৃত্তি, সঙ্গীত ও শ্রুতি নাটকের পরিবেশনায় সামগ্রিকভাবে শ্রোতা দর্শকদের মুগ্ধ করে। অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন বজবজের বিধায়ক অশোক দেব এবং আলিপুর বার্তা সংবাদ পত্রের কার্যকরী সম্পাদক প্রণব গুহ। লতা ও সন্ধ্যা মুখার্জীর গানের ওপর নৃত্যায়ণ দর্শকদের মুগ্ধ করে। সঙ্গীতের মুর্চ্ছনাও সকলের ভালো লাগে। শ্রুতি নাটকে কুনাল মালিক

ও ডোনা জানা সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। অনুষ্ঠানের মাঝখানে উপস্থিত হন প্রখ্যাত সঙ্গীত শিল্পী সিদ্ধার্থ বসু (সিধু)। গান ও ছাত্রছাত্রীদের নাচে সকলকে মাতিয়ে দেন সিধু। তাঁর অমায়িক ব্যবহারে সকলে অবাক হয়ে যান। সমগ্র অনুষ্ঠান পরিকল্পনায় ছিলেন রূপম কলাচক্রের সর্বময় নেত্রী সুপর্ণা মিত্র চক্রবর্তী (মিতু দি)।

রবীন্দ্র নাট্য সংস্থার অমৃত তর্পণ

নিজস্ব প্রতিনিধি : বিপুল উদ্দীপনার মধ্যে দিয়ে ১৫ আগস্ট শেষ হল রবীন্দ্র নাট্য সংস্থার অমৃত তর্পণ অনুষ্ঠান। এদিন ছিল আজাদি কা অমৃত মহোৎসবের সমাপনী অনুষ্ঠান। জাতীয় পতাকা

উত্তোলনের মধ্যদিয়ে এই অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা করেন সংগঠনের সভাপতি তথা কর্ণধার বিশ্বনাথ ভট্টাচার্য। স্বাধীনতা দিবসের তাৎপর্য বিশ্লেষণ করেন বিশ্বনাথ ভট্টাচার্য, পলাশ মণ্ডল ও সুবীর চট্টোপাধ্যায়। সুবীর চট্টোপাধ্যায় একটি অসাধারণ আবৃত্তিও করেন। সঙ্গীত পরিবেশন করেন স্বাগতা সরকার, শিল্পী সেন। নৃত্য পরিবেশন করেন আলোকবর্তিকা ভট্টাচার্য, তিথি রায়, অঞ্জলী মৃধা, শর্মিষ্ঠা রায়, ঈসিতা বিশ্বাস, অঙ্কিতা বিশ্বাস, দেবার্ঘ পাইক, ঋতুপর্ণা মুখার্জী। দেশাত্মোবোধক একটি চমৎকার আবৃত্তি পরিবেশন করেন আলোকবর্তিকা ভট্টাচার্য। সমগ্র অনুষ্ঠানটি উপস্থাপনা করেন সংগঠনের সম্পাদক প্রদীপ ভট্টাচার্য।

আঁতস কাঁচে

ভিনেশের চোট

এশিয়ান গেমসের ঠিক আগে দুঃসংবাদ ভারতীয় ক্রীড়ামহলে। চোট পেয়ে প্রতিযোগিতা থেকে ছিটকে গেলেন গতবারের সোনাজয়ী কুস্তিগির ভিনেশ ফোগট। অনুশীলনে বাঁ হাঁটুতে চোট পান ভিনেশ। অস্ত্রোপচার ছাড়া যে তাঁর সেরে ওঠার সম্ভাবনা নেই।

প্রয়াত সুপ্রকাশ

ইস্টবেঙ্গলে শোকের ছায়া। প্রয়াত লাল হলুদের প্রাক্তন ফুটবল সচিব সুপ্রকাশ গড়গড়ি। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮০ বছর। দীর্ঘদিন বিভিন্ন শারীরিক সমস্যায় ভুগছিলেন তিনি। কলকাতার ময়দানে দাপুটে কর্মকর্তা হিসেবে পরিচিত ছিলেন তিনি।

দল বদল

ইস্টবেঙ্গলের নতুন দলে জায়গা হয়নি মণিপুরের তারকা প্লেয়ার ওয়াহেংবাম আঙ্গুসানা লুয়াং-এর। তিনি এবার নাম লেখালেন কলকাতার তৃতীয় প্রধান মহমেডান স্পোর্টিংয়ে। ট্রাউ এফসি থেকে ইস্টবেঙ্গলে আঙ্গুসানা যোগ দিয়েছিলেন ২০২০ সালে। তার পর টানা তিন মরসুম মিলিয়ে আইএসএল–এ ২৯টি ম্যাচ খেলেছেন মণিপুরি এই মিডফিল্ডার। গত মাসেই জানিয়ে দেওয়া হয়েছিল, ইস্টবেঙ্গল ছেড়ে দিচ্ছে আঙ্গুসানাকে।

শাস্তি দেবজিতের

মাঠে অভব্য আচরণের জন্য কঠোর শাস্তি পেতে হল প্রাক্তন ভারতীয় ডিফেন্ডার দেবজিৎ ঘোষকে। এই মুহূর্তে এএসওএস রেনবো ইউনাইটেডের টিডি হিসেবে কলকাতা লিগে দায়িত্ব সামলাচ্ছিলেন তিনি। সেখানেই এই অনভিপ্রেত ঘটনা ঘটিয়ে নিষেধাজ্ঞার কবলে পড়তে হল তাঁকে। আপাতত তাঁকে এক বছরের জন্য নিষিদ্ধ করা হয়েছে। পাশাপাশি ১ লক্ষ টাকা জরিমানাও করা হয়েছে। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে জরিমানা না দিলে তাঁর শাস্তি বেড়ে যে দুই বছর করা হবে তাও স্পষ্ট করে দিয়েছে আইএফএ।

জয় দিয়ে শুরু

যুবভারতীতে এএফসি কাপ দ্বিতীয় কোয়ালিফাইং অভিযানে প্রথম ম্যাচে নেপালের মাচিন্দ্রা এফসিকে ৩–১ গোলে হারিয়ে দুরন্ত শুরুটাই করল মোহনবাগান সুপার জায়ান্ট। জোড়া গোল পেলেন আনোয়ার আলি। আর মোহনবাগানের হয়ে প্রথম গোল করে সমর্থকদের স্বস্তি দিলেন বিশ্বকাপার জেসন কামিন্স। ফলাফল ৩–১ হলেও, এদিন একাধিক গোলেই জিততে পারত মোহনবাগান। এই জয়ের ফলে ২২ আগস্ট ঘরের মাঠে প্লে অফে ঢাকা আবাহনীর বিরুদ্ধে নামবে মোহনবাগান।

কোয়ার্টারে ইস্টবেঙ্গল

গত বছর ডুরান্ড কাপে গ্রুপ পর্ব থেকে ছিটকে গিয়েছিল ইস্টবেঙ্গল। আর এবার মরসুম শুরুতেই ডার্বি জিতে অক্সিজেন পেয়ে গেছে লাল হলুদ ব্রিগেড। তাতেই ডুরান্ড কোয়ার্টার ফাইনাল নিশ্চিত করে ফেলল কুয়াদ্রাতের দল। কিশোর ভারতী স্টেডিয়ামে পঞ্জাব এফসি–কে ১–০–য় হারিয়ে গ্রুপ এ–র সেরা দল হিসেবে শেষ আটে পৌঁছে গেল তারা। এ মরসুমে লাল–হলুদ শিবিরে যোগ দেওয়া স্প্যানিশ ফরোয়ার্ড জেভিয়ের সিভেরিওর গোলে জয় পায় ইস্টবেঙ্গল এফসি। ৩ ম্যাচে ৭ পয়েন্ট নিয়ে ইমামি ইস্টবেঙ্গল শেষ আটে গেল। এই গ্রুপের দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে মোহনবাগান সুপার জায়ান্ট।

জিতল মহামেডান

জয়ের ধারা অব্যাহত মহামেডান স্পোর্টিংয়ের। ডুরান্ডের পর কলকাতা লিগেও জিতল মেহরাজউদ্দিনের দল। বিভূতিভূষণ স্টেডিয়াম সার্দান সমিতিকে ২–০ গোলে হারাল সাদা কালো বাহিনী। জয়ের ফলে ৭ ম্যাচে ১৮ পয়েন্ট মহমেডানের। গোল করেন অভিজিৎ সরকার ও ডেভিড লালানসাঙ্গা।

ডার্বিতে ইস্টবেঙ্গলের নায়ক অটোচালকের ছেলে নন্দকুমার

সুমনা মণ্ডল

টানা ৮টি ডার্বিতে হারের যন্ত্রণা সহ্য করার পরে ইস্টবেঙ্গল এফসি অবশেষে জয়ের মুখ দেখল নবমবারে। লাল হলুদ সমর্থকদের মুখে শান্তি আর স্বস্তির ছাপ। মরসুমের প্রথম ডার্বির ফল ১–০। ইস্টবেঙ্গলের হয়ে একমাত্র গোলদাতা নন্দকুমার। এর আগে কলকাতা ডার্বি থেকে উঠে এসেছেন ইস্টবেঙ্গলের বহু নায়ক। বিখ্যাত ডায়মন্ড ম্যাচে হ্যাটট্রিক করে বাইচুং ভুটিয়ার মহানায়ক হয়ে ওঠার ঘটনা নিশ্চয়ই ভোলেননি কেউ। ২০১৫ সালের কলকাতা লিগ ডার্বিতে জোড়া গোলের নায়ক ডু ডং হিউনের কথাও নিশ্চয়ই মনে আছে সবার। ১৯৭৫ সালের আইএফএ শিল্ডে ইস্টবেঙ্গলের ৫–০ জয়ে উঠে এসেছিলেন জোড়া গোলের নায়ক শ্যাম থাপা। এই তালিকা তৈরি করতে বসলে বেশ লম্বা হয়ে যাবে।

কিন্তু গত শনিবার যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে যিনি সেরা হয়ে উঠলেন, সেই নন্দকুমার শেখরের ডার্বির নায়ক হয়ে ওঠাটা সত্যিই অপ্রত্যাশিত। সেদিন ম্যাচে লাল–হলুদ জার্সি গায়ে মাঠে নেমেছিলেন যে প্রতিষ্ঠিত তারকারা, সেই সল ক্রেসপো, বোরহা হেরেরা, জেভিয়ে সিভেরিও, নাওরেম মহেশদেরও যে তিনি ছাপিয়ে যাবেন, তা বোধহয় ভাবতেই পারেননি ইস্টবেঙ্গল জনতা। কিন্তু তিনিও যে কম যান না, তা মরসুমের শুরুতেই বুঝিয়ে দিলেন এই তামিল ফুটবলার। দ্বিতীয়ার্ধে মাঝমাঠ থেকে বোরহা হেরেরার কোণাকুনি পাস থেকে পাওয়া লম্বা পাস পেয়ে ডানদিক দিয়ে উঠে প্রতিপক্ষের বক্সে ঢুকে পড়েন নন্দকুমার। বক্সের সামনেই তাঁকে বাধা দেন থাপা। কিন্তু থাপাকে ধোঁকা দিয়ে বল ডান পা থেকে বাঁ পায়ে এনে দ্বিতীয় পোস্টের দিকে বল ভাসিয়ে দেন, যা ডানদিকের ওপরের কোণ দিয়ে গোলে ঢুকে যায়। সবুজ মেরুন গোলকিপার বিশাল কয়েথ অনেকটা লাফিয়েও সেই বলের নাগাল পাননি। সে দিনের সেই অসাধারণ গোল নিয়ে নন্দকুমার বলেন, 'আমি মূলত ডানপায়ের ফুটবলার। কিন্তু কয়েকদিন ধরে কোচ বাঁ পায়ে শট মারার অনুশীলন করিয়েছেন। ওই জায়গা থেকে ডানপায়ে শট নিলে গোল না হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি ছিল। চকিতে দেখে নিই দ্বিতীয় পোস্ট ফাঁকা রয়েছে। মাথা ঠাণ্ডা রেখে বাঁ পায়ে বলটা গোলে রেখেছিলাম'। গত জুনে তিন বছরের জন্য নন্দকুমারের সঙ্গে চুক্তি করে কলকাতার ক্লাব। গত মরসুমে ওড়িশা এফসি'র হয়ে অসাধারণ পারফরম্যান্স দেখান তামিলনাড়ুর এই ফুটবলার। আইএসএলে ৬টি গোল করেন ও একটিতে অ্যাসিস্ট করেন তিনি। সুপার কাপেও ৫টি ম্যাচে ৪টি গোল করে দলকে চ্যাম্পিয়ন হতে সাহায্য করেন তিনি। একটিতে জোড়া গোল ছিল তাঁর। মূলত উইং দিয়ে আক্রমণে উঠে প্রতিপক্ষের রক্ষণে ফাটল ধরিয়ে গোল করার ক্ষমতাসম্পন্ন এই ফুটবলারকে বেছে নেন কোচ কার্লস কুয়াদ্রাতই, এবং মরসুমের প্রথম ডার্বিতেই তিনি বুঝে নিলেন, ঠিক লোককেই বেছে নিয়েছেন। ডার্বিতে সমর্থকদের মুখে হাসি ফুটিয়ে নন্দকুমার বলেন, 'ওঁদের মুখে হাসি ফোটাতে পারাই সেরা প্রাপ্তি। টানা আট ডার্বিতে প্রিয় দল হারায় যন্ত্রণায় ক্ষতবিক্ষত ছিলেন সমর্থকেরা। এতদিন পরে প্রাণ খুলে আনন্দ করেছেন'। চেন্নাইয়ে অটো চালকের পুত্র নন্দকুমারের এখনও মনে আছে ফুটবলার হয়ে ওঠার কঠিন লড়াইয়ের কথা। তাঁর সংগ্রামে বাবারও সাহায্য পেয়েছিলেন বলে স্বীকার করে নেন। বলেন, 'সংসারে অভাব সত্ত্বেও (বাবা) কখনও বাধা দেননি। বাবা আমার ইচ্ছেই মেনে নিয়েছিলেন। সময় পেলেই খেলার দেখতে চলে আসতেন, উৎসাহ দিতেন। বাবার এই লড়াইটাই আমাকে উদ্বুদ্ধ করে'। ২৭ বছর বয়সী এই উইঙ্গার গত মরসুমে ওড়িশার ৯৫ শতাংশ ম্যাচেই খেলেন এবং ১৪টি গোলে অবদান রাখেন। নিজে ১১টি গোল করেন তিনি। গত বছর ইন্ডিয়ান সুপার লিগে তিনি ভারতীয় স্কোরারদের তালিকায় ছিলেন তিন নম্বরে। সুপার কাপে ছিলেন এক নম্বর ভারতীয় গোলদাতা। এই টুর্নামেন্টে দলের খেতাব জয়ে তাঁর অবদান ছিল গুরুত্বপূর্ণ। গত আইএসএলে তাঁর দল প্রথমবারের জন্য প্লে অফে ওঠে। তবে প্লে অফের প্রথম ম্যাচে তারা এটিকে মোহনবাগানের কাছে হেরে যায়। নন্দকুমারের এই পারফরম্যান্সের জন্য তাঁকে ভারতীয় দলেও ডাকেন কোচ ইগর স্টিমাচ। মরসুমের শুরুতেই সেই লক্ষ্যপূরণ হয়ে গিয়েছে তাঁর। এ বার সারা মরশুম এই ধারাবাহিকতা বজায় রাখার পরীক্ষা তাঁর সামনে।

হারেও আশার আলো দেখছেন হার্দিক

ব্যাটিংকে দুষলেন দ্রাবিড়

নিজস্ব প্রতিনিধি : ২–০ থেকে ২–২ করেও শেষ রক্ষা হল না ভারতের। শেষ ম্যাচে হার্দিকদের উড়িয়েই সিরিজ জিতে নিয়েছে ওয়েস্ট ইন্ডিজ। ত্রিনিদাদ ও গায়ানায় প্রথম দুই ম্যাচে জিতেছিল ওয়েস্ট ইন্ডিজ। পরে গায়ানায় ও ফ্লোরিডায় টানা দুই ম্যাচ জিতে সমতায় ফেরে ভারত। তবে শেষ ম্যাচে ফ্লোরিডায় ভারতকে ৮ উইকেটে হারিয়ে সিরিজ জিতে নেয় ওয়েস্ট ইন্ডিজ। এ'বছরই এশিয়া কাপ থেকে বিশ্বকাপের ওয়ান ডে। তার আগে টি২০ লড়াইতেই নাজেহাল অবস্থা দেখে অনেকেই অশনি সঙ্কেত দেখছেন। বিশেষ করে যে দল ওয়ান ডে বিশ্বকাপে কোয়ালিফাই করতে পারেনি, তাদের কাছেই ৩–২তে সিরিজ খোয়ানো! তারওপর ২০২৪ টি২০ বিশ্বকাপের মূল ভেন্যুতেই! অধিনায়ক হার্দিক পান্ডিয়া অবশ্য আশার আলো খুঁজছেন এই অন্ধকারেই। তিনি বলেছেন, 'মাঝে মাঝে হারা ভালো। সেখান থেকে অনেক কিছু শেখা যায়। ছেলেরা তাদের মান দেখিয়েছে। হারা জেতা খেলারই অংশ। আমাদের প্রক্রিয়া অটুট রেখে শিখতে হবে। ছেলেদের মন অনেক বড়। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে এটাই বেশি প্রয়োজন।' এখান থেকেই শুরু করতে হবে এমনই বার্তা হার্দিকের। তিনি বলেন, 'আমাদের নিজেদেরকে চ্যালেঞ্জ জানাতে হবে। এই ম্যাচগুলো থেকে আমাদের শিখতে হবে। আমাদের যতটা কঠোর হতে হয় হব। একটা সিরিজে তেমন কিছু যায় আসে না, আমাদের লক্ষ্য কী সেটাই গুরুত্বপূর্ণ। টি২০ বিশ্বকাপ এখনও অনেক দূরে। সামনে এবার ওয়ানডে বিশ্বকাপ।' আগের ম্যাচেই এই মাঠে ১৭৮ রান তাড়ায় দারুণ জয় পেয়েছিল ভারত। কিন্তু শেষ ম্যাচে টস জিতেও আগে ব্যাটিং নেন পান্ডিয়া। এবার ভারতের ১৬৫ রান তাড়ায় ওয়েস্ট ইন্ডিজ ৮ উইকেটে জিতে যায় ১২ বল বাকি রেখেই। কোচ রাহুল দ্রাবিড়ের গলায় শোনা যায় আক্ষেপ। এই সিরিজে ভারত পরীক্ষা নিরীক্ষার পথে হেঁটেছিল। ২০২৪ টি২০ বিশ্বকাপের কথা মাথায় রেখে, সিনিয়রদের বিশ্রাম দিয়ে তারা জুনিয়রদের পরখ করতে চেয়েছিল। যার ফলেই এমন সিরিজ হার। দ্রাবিড় বলেন, 'আমি মনে করি, স্কোয়াডে যে বদল করা হয়েছিল, তা কাজে আসেনি।

চুনাখালিতে বয়স্কদের ফুটবল টুর্ণামেন্ট

নিজস্ব প্রতিনিধি,বাসন্তী : ৭৭ তম স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে ২দিনের বয়স্কদের ফুটবল টুর্ণামেন্ট অনুষ্ঠিত হল বাসন্তীর ১০ নম্বর জুনিয়র হাইস্কুল ময়দানে।

ফ্রেন্ডস জোন আয়োজিত ১৫ তম বর্ষের ফুটবল টুর্ণামেন্টে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তের মোট ৬ টি ফুটবল দল অংশ গ্রহণ করে। বুধবার দুপুরে টুর্ণামেন্টের ফাইনাল খেলা অনুষ্ঠিত হয় বিবেকানন্দ একাদশ ও নেতাজী একাদশের মধ্যে। খেলার নির্ধারিত সময়ে ২–২ গোলে অমীমাংসিত ভাবে শেষ হয়।

খেলা শেষে কমিটির পক্ষ থেকে বিবেকানন্দ একাদশ এর অধিনায়ক শুভঙ্কর সরদার ও নেতাজী একাদশের অধিনায়ক তথা কলকাতা ময়দান ক্লাবের প্রাক্তন ফুটবলার সমীর নস্করদের হাতে পুরস্কার তুলে দেওয়া হয়।

ব্যাডমিন্টনে বাংলার ২ পদক

নিজস্ব প্রতিনিধি : আন্তঃপূর্বাঞ্চল ব্যাডমিন্ট চ্যাম্পিয়নশিপে বাংলা জিতল ২ পদক। মেনস সিঙ্গলস বিভাগে বাংলার আদিত্য মণ্ডলকে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হল অঙ্কিত মণ্ডল। দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার হরিনাভিতে স্টার ব্যাডমিন্টন আকাদেমিতে হয়ে গেল এই চ্যাম্পিয়নশিপ। মেনস সিঙ্গলস ছাড়াও বাংলার সাফল্য এসেছে জুনিয়র মিক্সড ডাবলস বিভাগে। দেব মুখার্জি ও মুস্কান চ্যাটার্জি চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। বাংলার এই জুটি হারিয়েছে ঝাড়খন্ডের প্রিয়াংশু তির্কে ও অনন্যা সিং জুটিকে। বাংলা দুটি বিভাগে সাফল্য পেলেও এই চ্যাম্পিয়নশিপে দাপট দেখিয়ে সর্বাধিক সাফল্য পেয়েছে উত্তর প্রদেশ। আন্তঃপূর্বাঞ্চল ব্যাডমিন্টন চ্যাম্পিয়নশিপ শুরু হয় ১২ আগস্ট। বিশেষ অতিথি হিসেবে ছিলেন রাজ্যের দমকলমন্ত্রী সুজিত বসু, রাজ্য সংস্থার সভাপতি উষানাথ ব্যানার্জি। চ্যাম্পিয়নশিপের শুরু থেকে শেষ পযর্ন্ত ছিলেন রাজ্য ব্যাডমিন্টন সংস্থার সচিব শেখর বিশ্বাস।

'খেলা হবে' দিবসে সম্মানিত হন আন্তর্জাতিক ক্যারাটে খেলোয়াড়

সুভাষ চন্দ্র দাশ, ক্যানিং : অন্যান্য বছরের ন্যায় তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে বুধবার সকালে পালিত হল 'খেলা হবে' দিবস। ক্যানিং বাসষ্ট্যান্ডে আয়োজিত খেলা হবে দিবসে উপস্থিত ছিলেন ক্যানিং পশ্চিমের বিধায়ক পরেশরাম দাস,ক্যানিং ১ বিডিও শুভঙ্কর দাস,ক্যানিং ১ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি উত্তম দাসসহ সভাপতি অনিমা মিস্ত্রী, মাতলা ২ পঞ্চায়েত প্রধান স্বপ্না দাস সহ বিশিষ্টরা। এদিন খেলা হবে দিবস মঞ্চ থেকে বিভিন্ন খেলায় কৃতিত্ব অর্জনকারী খেলোয়াড়দেরকে সম্মানিত করা হয়। খেলা হবে দিবসে সম্মানিত হওয়ায় গর্ববোধ করেছেন আন্তর্জাতি ক্যারাটে চ্যাম্পিয়ান প্রিয়াংশু দাস। উল্লেখ্য ২০১৮ সালে আর্ন্তজাতিকস্তরে

জাপান, ইন্দোনেশিয়া, শ্রীলঙ্কা, বাংলাদেশ, ইরান, নেপাল, ভুটান, সিঙ্গাপুর সহ ১৭ টি দেশের ৮৫০ জন খেলোয়াড় সাবজুনিয়র ক্যারাটে প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করেছিলেন প্রিয়াংশু। সবাইকে তাক লাগিয়ে পাঞ্জাবের গুলবার্গ ব্যাডমিন্টন হলে তৃতীয় আর্ন্তজাতিক সাবজুনিয়র ক্যারাটে ফাইট' প্রতিযোগিতায় প্রথমস্থান দখল করে গোল্ড মেডেল পেয়ে সুন্দরবনবনের ক্যানিং তথা ভারতবর্ষের সম্মান আর্ন্তজাতিকস্তের পৌঁছে দিয়েছিলেন প্রিয়াংশু দাস।

২০১৭ সালে কেরলের কান্নুর স্টেডিয়ামে ক্যারাটে কালারী পাই টু প্রতিযোগীতায় অংশ গ্রহণ করে সাতটি রাজ্যের মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করে গোল্ড মেডেল পেয়েছিল প্রিয়াংশু দাস।

চলতি ২০২৩ সালে নেতাজী ইনডোর স্টেডিয়ামে আয়োজিত আন্তর্জাতিক ক্যারাটে প্রতিযোগিতায় ক্যারাটে কালারী পাই টু প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান অধিকার করে গোল্ড মেডেল পুরস্কার লাভ করে প্রিয়াংশু। ২০১৮ সালে তৎকালীন সময়ে আর্ন্তজাতিকস্তরের বিখ্যাত জাপানী ক্যারাটে ট্রেনার সেইজি নিশিমুরা জানিয়েছিলেন, ছোট্ট প্রিয়াংশু আগামী দিনে এমন আরো বড় বড় আর্ন্তজাতিকস্তরের প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান অর্জন করে ভারতবর্ষের সম্মানকে উচ্চশিখরে পৌঁছে দেবে সেদিক দিয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

ডার্বিতে হারের ধাক্কার পর কলকাতা লিগেও আটকে গেল বাগান

নিজস্ব প্রতিনিধি : দুরন্ত ছন্দে থেকেও ডুরান্ড ডার্বিতে ভরাডুবি। স্বাধীনতা দিবসের দিন হারের রেশ কাটিয়ে জয়ে ফেরা হল না সবুজ মেরুন ব্রিগেডের। কলকাতা লিগেও আটকে গেল বাস্তব রায়ের ছেলেরা। মঙ্গলবার কল্যাণীতে আর্মি রেড দলের বিরুদ্ধে ২–২ ড্র করল মোহনবাগান। দু'বার এগিয়ে গিয়েও জিততে ব্যর্থ বাগান। কলকাতা লিগে এই নিয়ে দ্বিতীয়বার পয়েন্ট খোয়াল সবুজ মেরুন। এর আগে ঘরের মাঠে কালীঘাটের কাছে আটকে গিয়েছিল মোহনবাগান। এমনিতে সাবলীলভাবেই কলকাতা লিগে এগোচ্ছিল মোহনবাগান। এদিন ম্যাচের ২১ মিনিটে ভিয়ানের গোলে এগিয়ে যায় মোহনবাগান। এরপরে একাধিক সুযোগ পেলেও গোল আসেনি। প্রথমার্ধ ১–০ ব্যবধানই থাকে। দ্বিতীয়ার্ধে আর্মি জোর লড়াই শুরু করে। দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতেই ৪৭ মিনিটে গোল শোধ করে দেয় আর্মি। দুই বার পোস্টে লেগে

ফেরত আসা বলকে তৃতীয়বারের চেষ্টায় জালে জড়ান সুখপ্রীত সিং। খেলা সমতায় ফিরতেই ফের আক্রমণের ঝাঁঝ বাড়িয়ে দেয় মোহনবাগান। ফলও মেলে। ৫৯ মিনিটে দুর্দান্ত গোল করে ফের মোহনবাগানকে এগিয়ে দেন কিয়ান নাসিরি। এরপরই রক্ষণাত্মক হয়ে যায় সবুজ মেরুন ব্রিগেড। খেলার একদম শেষমুহূর্তে পেনাল্টি পেয়ে যায় আর্মি রেড। ইনজুরি টাইমে সেই পেনাল্টি থেকে সোমারাজন গোল করেই ম্যাচে সমতা ফেরায় সেনা দলকে। এরপর আর গোল করতে না পারায় ২–২ ড্র হয় এই ম্যাচ। ম্যাচে মোট ১২টি শট নেয় মোহনবাগান। এর মধ্যে ৮টি শটই টার্গেটে ছিল। যদিও গোল হয় মাত্র দুটি। এই ড্রয়ের ফলে ৮ ম্যাচে ২০ পয়েন্ট মোহনবাগানের। টেবিলে দ্বিতীয় স্থানে সবুজ মেরুন ব্রিগেড। এক ম্যাচ বেশি খেলে ২০ পয়েন্ট ডায়মন্ড হারবারেরও। কালীঘাট ২১ পয়েন্ট নিয়ে রয়েছে শীর্ষে। তবে কালীঘাট মোহনবাগানের চেয়ে ২ ম্যাচ বেশি খেলেছে। বুধবার সবুজ মেরুনের সিনিয়র দল যুবভারতীতে নামবে এএফসি কাপের ম্যাচে।

ডুরান্ড ডার্বিতে ফেভারিট হিসেবেই খেলা শুরু করেছিল মোহনবাগান। আত্মবিশ্বাসী থাকা ফেরান্দোর দল সেই ম্যাচ হেরে বসে। শেষদিকে একাধিক আক্রমণ করলেও কামিন্সরা গোলমুখ খুলতে পারেননি। উল্টে হেরে যায় মোহনবাগান। ডুরান্ডে কোয়ার্টার ফাইনাল নিশ্চিত করতে পারেনি। এই ম্যাচেও অত্যাধিক আত্মবিশ্বাসের ফল হাতে নাতে পেয়েছেন বাগান ফুটবলাররা। ম্যাচের একেবারে শেষের দিকে অতিরিক্ত সময়ে অর্থাৎ ৯৩ মিনিটের মাথায় পেনাল্টি বক্সের ভিতরে বাগান ফুটবলার হ্যান্ড বল করায় পেনাল্টি আদায় করে নেয় আর্মি। আর আড়াই মিনিটের মতো বাকি ছিল। আর ম্যাচে ফেরা হয়নি। অথচ তার আগে মোহনবাগান ফুটবলারদের খেলা দেখলে জিতে গেছেই মনে হচ্ছিল। এই ম্যাচে বাগানের ডিফেন্স নিয়ে একাধিক প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক। পরপর ম্যাচ খেলায় ক্লান্তিও স্পষ্ট।

খেলায় সুপার পাওয়ার দেশ ভারত : মোদী

নিজস্ব প্রতিনিধি : অলিম্পিক, কমনওয়েলথ গেমসে পদক সংখ্যা বৃদ্ধি থেকে শুরু করে হকি, ফুটবলে সাম্প্রতিককালে বড় সাফল্য পেয়েছে ভারত। ফুটবলে সাফ চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন সুনীল ছেত্রীরা তেমনই ভারতীয় হকি দল স্বাধীনতা দিবসের প্রাক্কালেই এশিয়া সেরা হয়েছে। তাই স্বাধীনতা দিবসে মোদীর গর্বিত ঘোষণা ভারত খেলাধুলায় সুপার পাওয়ার হতে পেরেছে। ফুটবল, ক্রিকেট হোক বা হকি জাতীয় দলের প্রতিনিধিত্ব এখন শুধু নাগরিক সমাজের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নেই। দেশের বিভিন্ন কোণা থেকে প্রতিভাবান ক্রীড়াবিদরা উঠে অসছেন। তাঁরাই আন্তর্জাতিক মঞ্চে দেশকে পদক এনে দিচ্ছেন। স্বাধীনতা দিবসের অনুষ্ঠান থেকে মোদী উল্লেখ করেছেন সেইসব অ্যাথলিটদের কথা যাঁরা প্রত্যন্ত এলাকা থেকে এসে খেলাধুলায় সাফল্য অর্জন করছেন। প্রধানমন্ত্রী বলেন, যে কোনও দেশের মানুষের গর্বে বুক ফুলে যায় যখন কেবল মেট্রো সিটির সম্ভ্রান্ত পরিবারেই নয়, পিছিয়ে পড়া পরিবারের ছেলেমেয়েরাও খেলাধুলোয় সাফল্য অর্জন করেন।' একইসঙ্গে এই সমস্ত ক্রীড়াবিদদের ভূয়সী প্রশংসা করে নরেন্দ্র মোদী বলেন, 'দারিদ্রের সঙ্গে লড়াই করে মানুষ হওয়া ছেলেমেয়েরাই খেলার দুনিয়ায় তাঁদের প্রতিভার পরিচয় দিচ্ছেন। খেলাধুলোয় এগোচ্ছে দেশ। দেশের তরুণ খেলোয়াড়রা নিজেদের পারফরম্যান্সে দেশের সম্মান বাড়াচ্ছে।' প্রধানমন্ত্রী নিজের ভাষণে আরও উল্লেখ করেছেন, সময়ের বদল ঘটেছে। দেশের কোণায় কোণায় ঝুপড়ি থেকে প্রতিভা বিকশিত হচ্ছে এখন। সম্প্রতি ভারত বিশ্ব বিশ্ববিদ্যালয় গেমসে রেকর্ড ১১টি সোনা–সহ ২৬টি পদক জিতেছে। কষ্ট করে মানুষ হওয়া ছেলেমেয়েরাই খেলার দুনিয়ায় পরাক্রম দেখাচ্ছে। খেলাধুলোয় এগোচ্ছে দেশ। দেশের তরুণ খেলোয়াড়রা নিজেদের পারফরম্যান্সে দেশের সম্মান বাড়াচ্ছে।' কয়েকদিন আগেই এশিয়া কাপে চ্যাম্পিয়নশিপের শিরোপা জেতে ভারত। মোদী ভারতীয় দলকে শুভেচ্ছা জানিয়ে সমাজ মাধ্যমে লিখেছিলেন, 'এশিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপে দুরন্ত সাফল্যের জন্য আমাদের পুরুষ হকি দলকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা। এই প্রতিযোগিতায় এটা ভারতের চতুর্থ সাফল্য।'

ভাঙা ঘরেই অভাবের অন্ধকার সংসারে, অ্যাথলেটিক্সে আলো দেখাচ্ছে যুথিকা

মলয় সুর : স্বপ্ন ছিল বড়ো অ্যাথলিট হওয়ার। দেশের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করার। গলায় সোনার মেডেল ঝুলিয়ে সোনার মেয়ে হওয়ার। উত্তর ২৪ পরগনা জেলার নব বারাকপুর পুরসভার ২০ নম্বর ওয়ার্ডের পশ্চিম কোদালিয়ার অ্যাথলিট যুথিকা রায়ের অধরাই থেকে গেছে স্বপ্ন। বাস্তবে এখন একচিলতে ভাঙা ঘরে বেঁচে থাকার লড়াই চলছে। দারিদ্রতার সঙ্গে লড়াই করে এগিয়ে চলেছেন। জেলা থেকে রাজ্য। রাজ্য থেকে জাতীয় স্তরে। ছোট্টবেলায় বাবার হাত ধরে পাড়ায় বা আশেপাশে সমস্ত প্রতিযোগিতায় (ম্যারাথন দৌড়, হাঁটা, হাইজাম্প) অংশ নিয়ে পুরস্কার জিতে বিজয়ী হয়ে ফিরতেন। এভাবেই স্বপ্নগুলো যখন একটু একটু করে জানা মেলছে ঠিক ছন্দ পতন। আচমকা বাবার মৃত্যু যুথিকার জীবন বদলে দেয়। গরিব ঘরে যেখানে দু'মুঠো খাবারের জন্য লড়াই, সেখানে বড়ো অ্যাথলিট হওয়ার স্বপ্ন দেখা বিলাসিতা হয়ে দাঁড়ায়। যুথিকা রায় বলেন, ১৯৯৩ সালে তাঁর বিয়ে হয়ে যায়। বিয়ের আগে শ্বশুরবাড়ি থেকে তাকে উৎসাহ দেওয়ার আশ্বাস দিলেও বিয়ের পরে রাতারাতি সব বদলে যায়। বাবার অনুপ্রেরণায় ২৫ টাকা দিয়ে কাঁচড়াপাড়া রেলওয়ে ওয়ার্কশপে সত্যদার কাছে অনুশীলন শুরু করে। বহু বাধা কাটিয়ে ২০১২ সালে স্বামী অনুপ রায়ের উৎসাহে ফের মাঠে ফিরলেও বয়স বাধা হয়ে দাঁড়ায়। তবু হাল ছাড়েননি। ভেটারেন্স অ্যাথলিটদের তালিকায় নাম লিখিয়ে মনের অদম্য ইচ্ছা আর সবুজ মাঠের টানে ফের বিভিন্ন ইভেন্টে (৮০০ মিটার দৌড়, ১৫০০ মিটার দৌড়, ৫০০০ মিটার ম্যারাথণ দৌড়, ৫ কিমি হাঁটা,হাই ও

লং জাম্প) অংশ নিতে শুরু করেন। পুরস্কার ও প্রশংসায় ভাসতে থাকা যুথিকার জীবনে ফের অন্ধকার ঘনিয়ে আসে ২০২০ সালে। স্বামী অনুপ রায় মারা যান। যার অনুপ্রেরণায় এগিয়ে যাচ্ছিলেন যুথিকা। ফের শোক কাটিয়ে ছেলের উৎসাহে শুরু হয় নতুন করে ফিরে আসা। দারিদ্রতা সত্ত্বেও বাড়ির সামনে বিপ্লবী সংঘের মাঠে অনুশীলন করে চলেছেন নিজেকে ফিট রাখতে। সামান্য পারিশ্রমিকের বিনিময়ে স্থানীয় ছোটো বাচ্চাদের নিয়ে অনুশীলনে মগ্ন থাকেন যুথিকা।

তাঁর স্বপ্নকে ওদের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে এখন ব্যস্ত। স্থানীয় ক্রীড়াপ্রেমী মানুষরা এসে তার পাশে দাঁড়িয়েছেন। তাঁকে অফুরাণ উৎসাহ দেওয়ার জন্য। ঘরে নেই বিদ্যুৎ, নেই জল। এক চালার ঘরে নিত্য দারিদ্রতার সঙ্গে লড়াই করে ও ট্র্যাকে লড়াই করা শেখাচ্ছেন তিনি। সংসার চালান চা বিক্রি করে। নানান সমস্যায় তাও বর্তমানে বন্ধ। রয়েছে এক ছেলে ও এক মেয়ে। মেয়ের বিয়ে হয়ে গেছে। তবে অ্যাথলেটিকে যা মেডেল গত দশ বছরে অর্জন করেছে তা গুণতে সারাদিন লেগে যাবে। ঘরে মেডেল ও ট্রফির পাহাড়। তবে সোনা পেলেন এই প্রথম মহারাষ্ট্রের নাসিকে আয়োজিত দ্বিতীয় জাতীয় ভেটারেন্স স্পোর্টর্স অ্যান্ড গেমস চ্যাম্পিয়নশিপে ৩ হাজার ও ৫ হাজার কিমি হাঁটায় সোনার মেডেল ও ১০ হাজার কিমি দৌড়ে ব্রোঞ্জ পদক জিতে নেয় বাংলার মেয়ে যুথিকা রায়। অভাবের সংসারে নুন আনতে পান্তা ফুরিয়ে যাওয়ার মতো অবস্থা। তারপরে নিজেকে অ্যাথলেটিক গড়ে তুলতে কঠিন লড়াইটাই চালাচ্ছেন যুথিকা। প্লাস্টিক মোড়া এক চিলতে ঘরে রয়েছে প্রচুর মেডেল সহ ট্রফি। কিন্তু তাতে তো আর পেট ভরবে না। পেট ভরতে গেলে প্রয়োজন টাকার। ইচ্ছে আছে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে নিজেকে তুলে ধরার কিন্তু সেখানে সুযোগ এলেও অর্থের অভাবে পা পাড়ায় না যুথিকা। যুথিকা রায়ের লড়াইটা একারই। এখনও সময়ের চাকা একইভাবে গড়াচ্ছে।

www.alipurbarta.org facebook.com/alipur.barta.5 6291206675 alipurbarta1966@gmail.com alipur_barta@yahoo.co.in

Printed by Sudhir Nandi Published by Sudhir Nandi on behalf of Nikhil Banga Kalyan Samity and Printed at Nikhil Banga Prakasani, Vivek Niketan, Vill- Samali, P.O.- Nahajari, P.S.-Bishnupur, South 24 Parganas and Published at 57/1A, Chetla Road, Kolkata- 27. Editor: Dr. Jayanta Choudhuri.

নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতি–র পক্ষে সুধীর নন্দী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত এবং নিখিলবঙ্গ প্রকাশনী, বিবেক নিকেতন, গ্রাম–সামালি, পোস্ট–ন'হাজারি, থানা–বিষ্ণুপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা হইতে মুদ্রিত এবং ৫৭/১এ, চেতলা রোড, কলকাতা–৭০০ ০২৭ (ফোন–২৪৭৯–৮৫৯১) হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক : ড. জয়ন্ত চৌধুরী। সহ সম্পাদক : কুণাল মালিক। ফ্যাক্স নং : ০৩৩–২৮৩৯–১৫৪৪, ই-মেল–alipur_barta@yahoo.co.in/alipurbarta1966@gmail.com